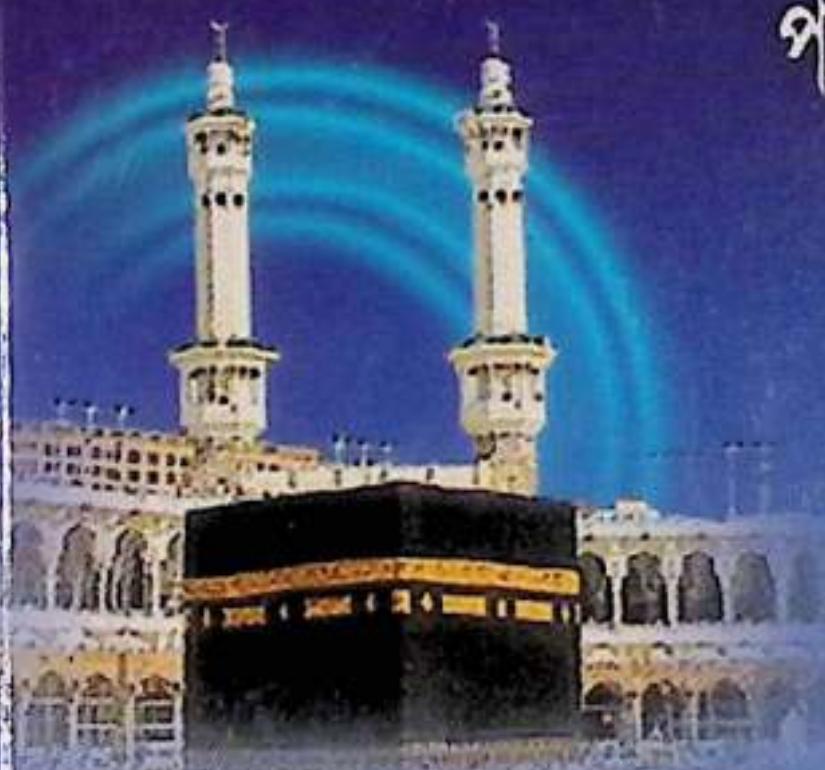


# হজ্জ ও উমরা পকেটবুক



আরফিন আরা নাজ

হজ্জ ও উমরা  
পকেটবুক

আরফিন আরা নাজ

১২ বি.চ.সি. রুদ্দির ও চৰকু  
১৯৮৫-৮৬-১৩৭-৪৩৯ ১৪২।

## হজ্জ ও উমরা পকেট বুক

আরবিন আরা নাজ

প্রথম প্রকাশ

----- ২০১৭

----- ১৪২৪

----- ১৪৩৭

প্রকাশক:

তাজমিলুর রহমান

মুদ্রণ ও বাঁধাই

টাইম প্রেস

মূল্য: অন্তর হতে দোয়া।

হজ্জ ও উমরা পকেট বুক  
ISBN: 978-984-34-7557-2

## কৃতজ্ঞতা সীকার

আল্লাহর ইচ্ছা ও অশেষ রহমতে হজ্জ যাত্রীদের উদ্দেশ্যে প্রণীত ‘হজ্জ পকেটবুক’ বইটি প্রকাশে সর্বপ্রথম মহান আল্লাহর দরবারে লক্ষ কোটি শুকরিয়া আদায় করছি।

আমি প্রজ্ঞাতের সুরণ করছি আমার সেই সমস্ত সহকর্মী, উভানুধ্যায়ীদের যাঁরা তাদের শত ব্যক্তিগত মাঝেও আমার এ বইটি সমৃদ্ধকরণে সহায়তা করেছেন। আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি তাদের প্রতি যাদের মহামূল্যবান দিক নির্দেশনা, সহযোগিতা এবং বিবরভিত্তিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এ বইটি প্রকাশে আমাকে সাহসী করেছে। আমার পরিবারের সকল সদস্যের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তাদের সহযোগিতা ও ত্যাগের কারণে এ পুস্তিকাটি আমি প্রণয়নে সমর্থ হয়েছি। মহান আল্লাহ আমাদের সম্মিলিত এ প্রচেষ্টাকে সফল করুন এবং সকলের সহযোগিতার জন্য উভয় প্রতিদ্বন্দ্ব দান করুন। আমীন!

## বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীয়

### সূচীপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
০ হজ, হজ ও উয়ারার উদ্দেশ্যে বা পড়তে হবে- যখন হতে বের হওয়ার সময়, ঘানবাহলে আরোহণকালে, জেদ্দা বিমান বন্দর নজরে পড়লে, জেদ্দা থেকে যক্কায় পৌছে, কাঁবা শরীফ দৃষ্টিগোচর হলে, মসজিদে প্রবেশের দোয়া	১১
০ ইহুম, উমরা	১৭
০ শিয়তসহ তাওয়াকের সাত চক্রের শিয়াবলী	৩১
০ মুলতায়াম ও এর দোয়া	৫৩
০ মাকামে ইআইয়ে নামায-দোয়া	৫৫
০ যমযম, যমযমের পানি পানের দোয়া	৬০
০ সাঁই, সাঁইর সাত চক্রের দোয়া ও অর্থ	৬১
০ মাথা মুভল / মুল ছেট করা	৯৪

০ নকল তাওয়াক, দোয়া কবুলের হানসমূহ	১৫
০ হজের প্রাতুতির দিন-৭ই যিলহজ	১৭
০ হজের ১ম দিন - ৮ই যিলহজ	১৯
০ হজের ২য় দিন-৯ই যিলহজ	১০০
■ আরাকাতের ময়দান, মুয়দালিফা	১০০
০ হজের তৃতীয় দিন-১০ই যিলহজ	১০৯
■ রঞ্জী, কুরবালী করা, মাথা মুভল, তাওয়াকে বিয়ারাহ, হজের সাঁই, শীলাতে প্রত্যাবর্তন	১০৯
০ হজের ৪র্থ দিন- ১১ই যিলহজ	১১৪
০ হজের ৫ষ্ঠ দিন - ১২ই যিলহজ	১১৬
■ হজের ৬ষ্ঠ দিন - ১৩ ই যিলহজ ও তার গরবতী কার্যক্রম, বিদায়ী তাওয়াক ও এর নিয়ত	১১৭
০ হজের সংক্ষিপ্তসার।	১১৯
০ পবিত্র মদিনা শরিফ	১২১
০ ‘মসজিদে-নববীর’ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জনসমূহ	১৩৭
০ মদিনা শরীকে দশনীয় হানসমূহ	১৩৭
০ মদিনা শরীফ হতে বিদায় ও এর দোয়া	১৩৮
০ হজের সকল লোকে দেশে প্রত্যাবর্তন	১৪০
০ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের তালিকা	১৪২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

## প্রারণিক কথা

হজ ও উমরা সম্পর্কে প্রকাশিত আমার বই “হজ ও উমরা নিদেশিকা-মহিলাদের জন্য” পাঠক মহলে আলোড়ন সূচি করেছিল। তখন থেকেই পাঠক সমাজ হতে এ সম্পর্কিত একটি পকেটবুক লিখার দাবী উত্থাপিত হয়ে আসছিল। তার-ই ধারাবাহিকতাই এ পকেট বই যা “হজ ও উমরা পকেটবুক” নামে আপনাদের কাছে উপজ্ঞাপন করছি।

হজ ও উমরার প্রচল ভিড়ে তাওয়াফ, সাঁজি ও অন্যান্য সময়ে হোট একটি বই বুক-পকেটে বুলিয়ে রাখার সুবিধা বিবেচনা করে এ বইয়ের আত্মকাশ। হজের উক্ত থেকে আমার এই পকেট বইটি সাথে রাখুন এবং হজের প্রতিটি কাজকর্মে এর সহযোগিতা গ্রহন করুন। ইনশাআল্লাহ্ এ বইটি আপনাদের অনেক উপকারে আসবে। হে আল্লাহ্ এতে উল্লেখিত বিষয়ে ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত ভূলের জন্য আপনি আমাকে এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন।

—আরফিন আরা নাজ

بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ  
اللَّهِ

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়াসহলাতু  
ওয়াস সালামু আলা রাসুলিল্লাহ।

অর্থঃ আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি, যিনি সমস্ত প্রশংসার  
মালিক এবং রহমত ও শান্তি বর্ধিত হোক আল্লাহর প্রেরিত  
রাসুল (সা:) এর ওপর।

## তালবিয়াহ

হজ ও উমরা করার জন্য আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হওয়ার ঘোষণা দেওয়াই তালবিয়াহ। তালবিয়াহ পড়ার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি আল্লাহর নিকট আজ্ঞসমর্পণ করেন এবং তাঁর সর্বশয় ক্ষমতা ও একত্বাদের ঘোষণা দেন। নিচে ‘তালবিয়াহ’:

لَبِّيْكَ اللَّهُمَّ لَبِّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبِّيْكَ إِنَّ  
الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةُ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ—

“লাবাইক আল্লাহম্বা লাবাইক, লাবাইক লা-শারীকা লাকা লাবাইক ইহাল হাম্দা খরান নিয়মাজা, লাকা খরাল মুলক, লা-শারীকা লাক”।

অর্থঃ আমি হাযির, হে আল্লাহ! আমি হাযির। আমি হাযির, আপনার কোন অংশীদার নাই, আমি হাযির। নিশ্চয় সমস্ত প্রশংসা ও নিয়মামতসমূহ আপনারই এবং সমগ্র সাত্রাজ্যও আপনারই, আপনার কোন শরীক নেই।

হজের সময় বখন-ই কষ্ট অনুভব হবে তখন-ই বলুনঃ  
হে আমার রব! হজের কাজগুলো সহজ করে দিন। কঠিন  
করবেন না। আমাকে কল্পানের মাঝে রাখুন।

## হজ

‘হজ’ এর আভিধানিক অর্থ হলো ইচ্ছা বা সংকল্প। শরীয়তের পরিভাষায় ‘হজ’ হলো বিশেষ কিছু কার্যক্রম সম্পাদন করার লক্ষ্যে ইহরামের সাথে পবিত্র কা’বা যিয়ারত এবং আনুসন্ধিক অন্যান্য কাজ সম্পাদন করা।

১. হজ এর প্রকারভেদঃ তিন পক্ষতিতে হজ পালন করা যায়-

(১) হজে ইকরাদ; (২) হজে ক্রিয়াল এবং (৩) হজে ভাষাস্তু

(১) হজে ইকরাদ- মীকাত থেকে কেবলমাত্র হজের ইহরাম বেঁধে হজ করাকে হজে ইকরাদ বলা হয়।

(২) হজে ক্রিয়াল- মীকাত থেকে ইহরাম বেঁধে এ একই ইহরামে উমরাহ ও হজ করাকে হজে ক্রিয়াল বলে।

(৩) হজে ভাষাস্তু- হজের সফরে মীকাত থেকে উমরার ইহরাম বেঁধে প্রথমে উমরা পালন করে ইহরাম মুক্ত হতে হয়। পরবর্তীকালে সে সফরেই হজের সময়ে

- (৮ই যিলহজ্জ) পুনরাবৃ হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধে  
হজ্জ করাকে তামাসু হজ্জ বলা হয়। বাংলাদেশীরা  
বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তামাসু হজ্জ করে থাকেন।
২. হজ্জ এর নিয়ম : “হে আল্লাহ ! আমি পবিত্র হজ্জব্রত  
পালন করার জন্য নিয়ম করছি। আপনি আমার জন্য  
তা সহজ করে দিন এবং আমার প্রচেষ্টা করুণ করুন,  
হে রাবুল আলামিন !”

### ৩. হজ্জের ফরয

হজ্জের ফরয তিনটি-

- (১) ইহরাম বাঁধা অর্থাৎ মনে মনে হজ্জের নিয়ম  
করা ও তালবিয়াহ পাঠ করা।
- (২) হজ্জের ২য় দিন অর্থাৎ ৯ই যিলহজ্জ দিপহর  
থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যে কোন সময় এক মুহূর্তের  
জন্য হলেও আরাকাতের মরাদানে অবস্থান করা।
- (৩) তাওয়াফে যিরাগাহ করা অর্থাৎ ১০ই  
যিলহজ্জের তোর থেকে ১২ই যিলহজ্জ সূর্যাস্তের  
পূর্ব পর্যন্ত (সুবিধামত সময়ে) বায়তুল্লাহ শরীফ  
তাওয়াফ করা।

### ৪ হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্য—

#### ৪.১ ঘর হতে বের হওয়ার সময় বলবেন-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহি তাওয়াকালতু আলাল্লাহি ওয়া লা  
হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি।

অর্থ : আল্লাহর নামে তাঁরই ওপর নির্ভর করে বের হচ্ছি।  
তাঁর সাহায্য ছাড়া কোন সৎ কাজই সমাধা হয় না  
এবং অসৎ কাজ হতেও বেঁচে থাকা যায় না।

#### ৪.২ যানবাহনে আরোহনকালে পড়বেন-

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ سُبْحَانَ الَّذِي  
سَخَّرَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا  
لَمْ نَنْقِلْمُونَ— أَللَّهُمَّ أَلَّتْ صَاحِبِي فِي السَّفَرِ  
وَخَلَيْفَتِي فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ— أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك  
فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبَرَّ وَالْتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تُحِبُّ

وَتُرْضِي—أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَنْظِيَنِي بَعْدَهُ  
وَتُهْبِئَنِي عَلَيْنَا السَّفَرَ وَتَرْزُقَنِي فِي سَفَرِنَا هَذَا  
السَّلَامَةَ فِي الْعَقْلِ وَالْدِينِ وَالْبَدْنِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ  
وَتُبَلِّغُنَا حَجَّ بَيْتِكَ الْحَرَامِ وَرِيَارَةَ بَيْتِكَ عَلَيْهِ  
أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ—

অর্থঃ আল্লাহু মহান, আল্লাহু মহান, আল্লাহু মহান। পবিত্র সে সত্তা, যিনি আমাদের জন্য এই বাহনকে বশীভূত করে দিয়েছেন। তাঁর সাহায্য ছাড়া একে বশীভূত করার ক্ষমতা আমাদের নাই। আমরা সকলেই তাঁরই পানে ফিরে যাব। হে আল্লাহ! সফরেও আপনি আমার সাথী, আর বাড়িতেও আমার পরিবার-পরিজন ও ধন সম্পদের রক্ষাকর্তা। হে আল্লাহ! এ সফরে আমি আপনার কাছে নেকী, তাকওয়া এবং আপনার পছন্দসই আশল করার তাওকীক প্রার্থনা করছি। ইয়া আল্লাহ! আমাদের জন্য সফরের দুরত্বকে সংকুচিত করে দিন; সফরের কটকে লাঘব করে দিন এবং এ সফরে আমাদের জন্য জানের, বীনের, দেহের, মালের, সত্তাদের নিরাপত্তা ও শান্তির জন্য আপনার কাছে প্রার্থনা

করছি। আমাদেরকে আপনার সম্মানিত ঘরের হজ এবং নবী করিম (সা:)—এর যিন্নারত নসীব করুন।

৪.৩ বিশাল হতে জেদ্বা বিশাল বদর লজের পড়লে  
গড়বেন

**أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حَمْرَهُ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَمْرَهُ مَا فِيهَا  
وَأَعُوذُ بِكَ شَرَّهَا وَهَرَّهَا مَا فِيهَا—**

অর্থঃ ‘হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এই শহরের ও এর অভ্যন্তরস্থ সকল জিনিসের কল্যাণ কামনা করছি এবং এর ও এর অভ্যন্তরস্থ সকল অকল্যাণ হতে আপনার আশ্রম কামনা করছি।’

৪.৪ জেদ্বার অবজরণের সময় পড়বেন

**رَبِّيْ أَذْخِلْنِي مُذْخَلَ صِدْقِيْ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ  
صِدْقِيْ وَاجْعَلْ لِيْ مِنْ لَدْنِكَ سُلْطَانَ النَّصِيرِ—**

উচ্চারণঃ রাবিব আদখিলনী মুদখালা সিদ্বিংও ওয়া আখরিজনী মুখরাজা সিদ্বিংও ওয়াজআললী মিললাদুনকা সুলতানান নাসীরা।

অর্থঃ ‘হে আমার প্রতিপালক! যেখানে যাওয়া (প্রবেশ করা) আমার জন্য শুভ ও সন্তোষজনক, আপনি আমাকে সেখানে নিয়ে যান এবং যে হান হতে বের হয়ে আসা শুভ ও সন্তোষজনক, আপনি আমাকে সেখান থেকে বের করে আনুন এবং আপনার নিকট হতে আমাকে সাহায্যকারী শক্তি দান করুন।’

#### ৪.৫ এরপর জেন্দা থেকে মুক্তা-

তাকবীর, তাহলীল, তাসবিহ, আসতাগফিরল্লাহ, তালবিয়াহ পড়তে পড়তে অভ্যন্ত বিনয় ও ন্যূনতার সাথে পবিত্র মুক্তানগরী পৌছে কা’বা শরীফের দিকে এগিয়ে যাবেন।

তাকবীর-আল্লাহ-আকবার, আল্লাহ-আকবার, লা-ইলা-হা-ইল্লাহ ওয়া আল্লাহ-আকবার, আল্লাহ-আকবার ওয়া লিল্লাহিল হাযদ।

তাহলীল- লা-ইলা- হা ইল্লাহ।

তাসবিহ- সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম।

৪.৬ কা’বা শরীক দৃষ্টিশোচর হওয়ায় হৈ দোয়াঃ  
**لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ  
 الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ—اللَّهُمَّ  
 ارْزُقْ لَنَا فِيهَا قَرَارًا وَرِزْقًا حَلَالًا—**

অর্থঃ ‘আমি হাযির, হে আল্লাহ! আমি হাযির। আমি হাযির, আপনার কোন অংশীদার নাই, আমি হাযির। নিশ্চয় সম্ভত প্রশংসা ও নিয়ামতসমূহ আপনারই এবং সমগ্র সাম্রাজ্যও আপনারই, আপনার কোন শরীক নেই। হে আল্লাহ! এ শহরে আপনি আমাকে হিতিশীলতা ও হাজাল রিযিক দান করুন।’

৪.৭ এরপর মসজিদুল হুরাম বা কা’বা শরীফে প্রবেশ করুন- সুন্নত মোতাবেক প্রথমে ডান পা রাখবেন।

৪.৮ মসজিদ-উল হুরামে প্রবেশের দোয়া  
**بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ أَللَّهُمَّ  
 اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ—**

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহি ওয়াসসালাতু ওয়াসসালায় আলা  
রাসুলিল্লাহি। আল্লাহমাগ্ ফিরলী জুনুবী ওয়াফতাহলী  
আবওয়াবা রাহমাতিকা।

অর্থঃ আল্লাহর নামে (প্রবেশ করছি)! রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর  
প্রতি দরবন ও সালাম। হে আল্লাহ! আপনি আবার সমস্ত পাপ  
মাফ করে দিন এবং আবার জন্য আপনার রহমতের  
দরজাসমূহ খুলে দিন।

উচ্চেষ্ট, এই দোয়া যে কোন মসজিদে প্রবেশের জন্য পাঠ  
করবে।

৪.৯ কাবীক প্রথম দর্শনঃ কা'বা শরীক বা  
আল্লাহর দ্বর প্রথম দেখা যাব কা'বার দিকে আপনার  
দৃষ্টি নিবন্ধ করুন এবং নত্র, উদ্দ ও বিনোদের সাথে এক  
গামে দাঁড়িয়ে বলুন -

-اللَّهُ أَكْبَرُ  
اللَّهُ أَكْبَرُ  
اللَّهُ أَكْبَرُ

১. আল্লাহ আকবার, লা ইলাহা ইল্লাহ (আল্লাহ মহান,  
তিনি এক এবং অ-বিভীর) - ৩ বার,
২. দরবন পড়ুন এবং মিনতি সহকারে আল্লাহর একত্ব ও  
মহত্ব জানিয়ে চোখের পানি ফেলে আল্লাহর কাছে  
আপনার মনের যত দোয়া করুন। দোয়া করুলের এটি  
একটি বিশেষ সময়।

## ৫ ইহরাম

ইহরাম এর আভিধানিক/শাব্দিক অর্থ হলো হ্যারাম বা নিষিদ্ধ  
করা। হজ ও উমরার উদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ এবং তালবিয়াহ পাঠ  
করলে, কিছু বৈধ বা হ্যালাল জিনিসও তার জন্য হ্যারাম বা  
নিষিদ্ধ হয়ে যাবে, সেটিই ইহরাম অবস্থা। দুই প্রথ কাপড় যা  
হাজীগণ পরিধান করেন সেটিই প্রচলিতভাবে ইহরাম  
হিসাবে পরিচিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহরাম হলো নিষিদ্ধ ও  
তালবিয়াহ।

### ৫.১ ইহরাম এর প্রকৃতি

- ০ ইহরাম বৌধার আগে হাত ও পায়ের নখ কেটে নিতে  
হবে;
- ০ যাথার চুল, দাঁড়ি, গৌফ ইত্যাদি কাটা-ছাঁটাসহ  
শরীরের অপ্রয়োজনীয় লোম/চুল পরিষ্কার করে নিতে  
হবে;

### ৫.২ বিতুক্তা অর্জনঃ দু'টি উপারে বিতুক্তা অর্জন করা জরুরী-

- ১) বহিরাজনের বিতুক্তাঃ ইহরামের উদ্দেশ্যে গোসল করে  
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হবে অথবা ভালভাবে মিসওয়াক  
করে শুধু করে নিতে হবে;

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহি ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা  
রাসুলিল্লাহি। আল্লাহমাগ্ ফিরলী জুনুবী ওয়াফতাহলী  
আবওয়াবা রাহমাতিকা।

অর্থঃ আল্লাহর নামে (প্রবেশ করছি)! রাসুলল্লাহ (সা:) এর  
প্রতি দরক্ষ ও সালাম। হে আল্লাহ! আপনি আমার সমস্ত পাপ  
মাফ করে দিন এবং আমার জন্য আপনার রহমতের  
দরজাসমূহ খুলে দিন।

উল্লেখ্য, এই দোষা যে কোন মসজিদে প্রবেশের জন্য পাঠ  
করবেন।

৪.৯ কা'বা শরীফ প্রথম দর্শনঃ কা'বা শরীফ বা  
আল্লাহর ঘর প্রথম দেখা মাত্র কা'বার দিকে আপনার  
দৃষ্টি নিবন্ধ করুন এবং ন্য, ভদ্র ও বিনয়ের সাথে এক  
পাশে দাঁড়িয়ে বলুন -

—اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا إِلٰهٌ اِلٰهٌ اَكْبَرٌ

১. আল্লাহ আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ মহান,  
তিনি এক এবং অ-দ্বিতীয়) - ৩ বার,
২. দরক্ষ পড়ুন এবং মিনতি সহকারে আল্লাহর একত্র ও  
মহত্ত্ব জানিয়ে চোখের পানি ফেলে আল্লাহর কাছে  
আপনার মনের মত দোয়া করুন। দোয়া করুলের এটি  
একটি বিশেষ সময়।

## ৫ ইহরাম

ইহরাম এর আভিধানিক/শাব্দিক অর্থ হলো হারাম বা নিষিদ্ধ  
করা। হজ ও উমরার উদ্দেশ্যে নিয়ত এবং তালবিয়াহ পাঠ  
করলে, কিছু বৈধ বা হালাল জিনিসও তার জন্য হারাম বা  
নিষিদ্ধ হয়ে যাবে, সেটিই ইহরাম অবস্থা। দুই প্রকৃত কাপড় যা  
হাজীগণ পরিধান করেন সেটিই প্রচলিতভাবে ইহরাম  
হিসাবে পরিচিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহরাম হলো নিয়ত ও  
তালবিয়াহ।

### ৫.১ ইহরাম এর প্রকৃতি

- ইহরাম বাঁধার আগে হাত ও পায়ের নখ কেটে নিতে  
হবে;
- মাথার চুল, দাঁড়ি, গৌফ ইত্যাদি কাটা-ছাঁটাসহ  
শরীরের অপ্রয়োজনীয় লোম/চুল পরিষ্কার করে নিতে  
হবে;

### ৫.২ বিশুদ্ধতা অর্জনঃ দু'টি উপায়ে বিশুদ্ধতা অর্জন করা জরুরী-

- ১) বহিরাঙ্গনের বিশুদ্ধতাঃ ইহরামের উদ্দেশ্যে গোসল করে  
পরিষ্কার-গরিষ্ঠম হতে হবে অথবা ভালভাবে মিসওয়াক  
করে ওযু করে নিতে হবে;

২) অন্তরের বিতর্কতাঃ নিজের পাপকর্মের জন্য আন্তরিক অনুভাপ /অনুশোচনা করে মনে মনে বলা, ‘হে আল্লাহ! আমি আমার সকল পাপের জন্য অনুভাপ করছি এবং আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আমাকে ক্ষমা করুণ, হে রাব্বুল আলামিন!’

#### ৫.৩ ঝড়বতী অবস্থায় মহিলাদের ইহরাম বাঁধা

ঝড়বতী অবস্থায় মহিলাদের ইহরাম বাঁধা যাবে এবং গোসল করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে হবে। তবে এ অবস্থায় ইহরামের নামায পড়বেন না।

#### ৫.৪ ইহরামের কাপড়

পুরুষদের জন্য সেলাইবিহীন দুই প্রস্ত সাদা কাপড় পরতে হবে। এক প্রস্ত কোমরে পেঁচিরে লুঙ্গির মত পরতে হবে। অন্য এক প্রস্ত এমনভাবে পরতে হবে যেন দুই কাঁধ ও পিঠ ঢেকে যায়।

মহিলাগন ইহরামের জন্য সাধারণ পোশাক পরবেন যাতে পর্দা মেলে চলা যায়। তবে মুখযন্ত্রল আবৃত করবেন না।

#### ৫.৫ ইহরামের জুতা/ স্যান্ডেল

পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য হাওয়াই চঞ্চল বা এমন স্যান্ডেল পরিধান করতে হবে যাতে পায়ের পাতার উপরের

অংশের মাঝের হাড়টা (middle bones) খোলা থাকে। তবে মহিলাদের ক্ষেত্রে জুতা ও মোজা পরা যাবে।

#### ৫.৬ মীকাত বা ইহরাম বাঁধার হাল

হজ বা উমরা পালনের উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কা শরীফের বাইরে হ্যারত মোহাম্মদ(সা:) কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত যে নির্দিষ্ট হাল হতে ইহরাম বাঁধতে হয় - সে হালকে মীকাত বলে। মদীনাবাসীদের জন্য যুল-হলাইকা, সিরিয়াবাসীদের জন্য জুহফা, নাজদবাসীদের জন্য কারনুল মানাযিল, ইরাকবাসীদের জন্য যাতু-ইরক ও ইয়ামানবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম কে মীকাত নির্ধারণ করা হয়েছে। মক্কাবাসীগণ মক্কা থেকেই (ইহরাম বাঁধবে)। (বুখারী)

- মীকাত অতিক্রম করার পূর্বেই ইহরাম বাঁধতে হয়। বাংলাদেশীর জন্য মীকাত হলো ইয়ালামলাম। হজযাত্রীগণ যারা হজ ও উমরার উদ্দেশ্যে সরাসরি মক্কা যাবেন তারা বিমানে আরোহনের পূর্বেই হজ/উমরার কাপড় পরে ইহরাম বেঁধে নিতে পারেন।
- যারা সরাসরি মদিনা যাবেন তাদের বিমানে আরোহনের পূর্বে ইহরাম বাঁধার প্রয়োজন নেই। তাদের মদিনা হতে মক্কা যাওয়ার পথে যুল-হলাইকা নামক হালে ‘মীকাত যসজিদ’ এ ইহরাম বেঁধে নিতে হবে।

### ৫.৭ ইহরামের নিয়ত ও সালাত আদায়

ইহরামের কাগড় পরিধান করে পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের জন্যই ইহরামের নিয়তে দুই রাকায়াত নামায পড়া সুন্নত।

“হে আল্লাহ! আমি ইহরামের নিয়ত করছি এবং সেজন্য দুই রাকায়াত সুন্নত নামায আদায় করছি। আপনি আমার জন্যে তা সহজ করে দিন এবং এ নিয়ত করুন- আল্লাহ আকবার!”

### ৫.৮ নিয়ত এবং তালবিয়াহ

ইহরামের নামাযের পরগরই নিয়ত ও তালবিয়াহ পাঠ করলে ইহরাম বাধা হয়। নামাযের পর পুরুষ হাজীগণ মাথা অনাবৃত করবেন এবং মহিলা হাজীগণ মুখমণ্ডল অনাবৃত করবেন, এরপর নিয়ত করবেন। নিয়ত করা এবং তালবিয়াহ পাঠ করা ইহরামের কর্য। তামাজু হজ্জকারীদের জন্য প্রথমে উমরা এবং পরে হজ্জ করতে হয়। এজন্য প্রথমে উমরার নিয়ত করতে হবে।

### ৫ উমরার নিয়ত

**اللَّهُمَّ إِنِّي أَرِيدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِي وَتَقْبِلْهُ مِنِّي -**

উচ্চারণঃ “আল্লাহমা ইমি উরীদুল উমরাতা ফাইয়াসসিরহলী ওয়া তাকাববাল-হ-মিমি”।

অর্থঃ “হে আল্লাহ! আমি উমরা করার ইচ্ছা করছি। আপনি এ উমরা আমার জন্য সহজসাধ্য করে দিন এবং আমার পক্ষ হতে তা করুন করুন।”

নিয়ত করার সাথে সাথে ১বার তালবিয়াহ পড়া করুয় এবং ৩ বার পড়া সুন্নত। পুরুষ হাজীগণ এ তালবিয়াহ উচ্চত্বে এবং মহিলাগণ নিচুত্বে তালবিয়াহ পড়বেন।

### তালবিয়াহ

**لَبَيِّكَ اللَّهُمَّ لَبَيِّكَ لَبَيِّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيِّكَ إِنَّ  
الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ -**

উচ্চারণঃ “লাববাইকা আল্লাহমা লাববাইক, লাববাইকা লা-শারীকা লাকা লাববাইক। ইন্নাল হামদা ওয়াল নিয়মাতা, লাকা ওয়াল মুলক, লা-শারীকা লাক”।

অর্থঃ আমি হাযির, হে আল্লাহ! আমি হাযির। আমি হাযির, আপনার কোন অংশীদার নাই, আমি হাযির। নিশ্চয় সম্ভ

প্রশংসা ও নিয়ামতসমূহ আপনারই এবং সমগ্র সাম্রাজ্যও  
আপনারই, আপনার কোন শরীক নেই।

**৬.১ দোষা-দর্শন পাঠঃ** ইহুম ও উমরার নিয়ত করার  
পর হতে মসজিদে প্রবেশ করার পূর্ব পর্যন্ত বেশী  
বেশী তালিবিয়াহ পড়তে হবে। তালিবিয়াহ পাঠের  
সাথে সাথে আল্লাহর একত্বাদের অন্য যে কোন  
দোষা-দর্শন করতে পারেন।

## ৬ ইহুম অবস্থার নিখিল বিষয়সমূহ

ইহুম বাঁধা অবস্থার কভকগুলো বিধি নিষেধ রয়েছে তা  
হলোঃ

- (১) ইহুম অবস্থার পুরুষদের যাথা ও মুখ্যমন্ডল খোলা  
থাকবে। মহিলাদের মুখ্যমন্ডল আবৃত করা যাবে না  
এবং হ্যান্ডমোজা পরা যাবে না।
- (২) পুরুষদের পায়ের পাতার ওপরের অংশ খোলা রাখতে  
হবে; কাজেই জুতা বা মোজা পরা যাবে না। তবে  
মহিলাগণ জুতা-স্যান্ডেল বা মোজা পরতে পারবেন।

- (৩) ইহুম অবস্থায় নখ, চুল, দাঁড়ি, গৌরু বা শরীরের  
কোন লোম কাটা বা ছাঁটা যাবে না।
- (৪) ইহুম অবস্থায় সুগন্ধি লাগানো বা কসমেটিক জাতীয়  
স্রব্যাদি ব্যবহার করা যাবে না।
- (৫) ইহুম অবস্থায় হাত-ঘড়ি ও চশমা ব্যবহার করা  
যাবে এবং মহিলাগণ অলংকার পরতে পারবেন।
- (৬) পুরুষদের জন্য সেলাইযুক্ত কোন কাপড় পরা যাবে  
না। মহিলাগণ সেলাইযুক্ত সাধারণ পোশাক পরতে  
পারবেন। তবে তা মার্জিত এবং পর্দা মেনে পরতে  
হবে।
- (৭) ইহুম অবস্থায় ইহুম এর কাপড় পরেই পারখানা,  
প্রস্তাব ও গোসল করা যাবে। গোসল শেষ করার  
সাথে সাথে অন্য একটি ইহুমের কাপড় পুনরায়  
পরিধান করতে হবে। মহিলাগণ গোসলের সময়  
সাধারণ পোশাক ব্যবহার করবেন।
- (৮) ইহুম অবস্থার পশ্চাত্যি, জীব-জানোয়ার শিকার  
করা নিষেধ। এ অবস্থায় ঝগড়া-বিবাদ, কটুভিত,  
গীবত, মারামারি, অশ্লীল কথা-বার্তা, দুর্ব্যবহার করা  
হারাম।

(৯) ইহরাম অবস্থায় বালিশের ওপর মুখ রেখে উপুড় হয়ে  
শোয়া যাবে না-এটি মাকরুহ।

(১০) ইহরাম অবস্থায় নিজের ঝীর সাথেও কোন প্রকার  
যৌন-কার্যকলাপ, যৌন-আলাপ, আলিংগন, এমনকি  
চুম্বন করা নিষেধ।

## ৭. উমরা

হজ্জের নির্দিষ্ট দিনগুলো অর্থাৎ ৮ হতে ১৩ই ফিলহজ্জ সময়  
ব্যতীত শরীরত সম্মত পথ্য ইহরাম অবস্থায় নিয়ত করে  
কা'বা শরীর তাওয়াক এবং সাফা-মারওয়া সাঁজি করার পর  
মাথার চুল ছাঁটা/মাথা মুভন করে ইহরাম মুক্ত হওয়াকে  
উমরা বলে। সক্ষম হলে জীবনে একবার তা আদায় করা  
সুন্মতে যুক্তাদাব।

### ৮.১ উমরার ক্ষয় দুটি-

- ১) উমরার নিরাতে ইহরাম বাঁধা
- ২) ইহরাম অবস্থার বায়তুল্লাহ তাওয়াক করা

### ৮.২ উমরার ওয়াজিব দুটি—

- ১) সাফা ও মারওয়া পাহাড়বরের মাঝে সাঁজি করা
- ২) মাথা মুভন বা চুল ছাঁটা।

## ৮.৩ উমরার সুন্মত

১. হজরে আসওয়াদ চুম্ব দেয়া /ইতিলাম করা
২. তাওয়াক শেষে ২ রাকাহাত নামায আদায় করা
৩. যমদ্বয়ের পানি পান করা।

## ৮.৪ উমরার নিরুত্ত

অনুচ্ছেদ-৬ এ উমরার নিরুত্ত উল্লেখ করা হয়েছে।

## ৯. উমরা হজ প্রক্র

- ইহরাম- মুক্ত প্রবেশের পূর্বেই আমরা ইহরাম  
বেঁধেছি এবং উমরার নিরুত্ত করেছি।
- তাকবীর-তাহলিল-তাসবিহ-দরুল ও তালবিয়াহ  
পড়তে পড়তে হারাম শরীরকে যাবেন। খুব  
ধীরছ্রিমভাবে প্রথমে ভাল গা রেখে মসজিদ-  
আল-হারামে প্রবেশ করুন।
- কা'বা শরীরকে প্রবেশ করার পর তালবিয়া পাঠ  
বক করে দিতে হবে।

- মসজিদুল হারামে প্রবেশের দোয়াটি পাঠ করুন।  
অনুচ্ছেদ-৪.৮ এ মসজিদে প্রবেশের দোয়া  
রয়েছে।

৯.১ এরপর মকার হরাম শরীকে প্রবেশ করে পড়বেনঃ

**اللَّهُمَّ هَذَا أَمْنِكَ وَحْرَمْكَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ أَمِنًا  
فَحَرِمْ لَهُمْ وَدَمْنِي وَعَظِيمُ وَبَشَرِي عَلَى النَّارِ**

অর্থঃ হে আল্লাহ! এ ছান আপনার সুরক্ষিত পবিত্র ছান।  
এখানে বে-ই প্রবেশ করে, সে-ই নিরাপত্তা পায়। সুতরাং  
আমার রক্ত, গোত্র, অঙ্গ ও চর্মকে দোষথের আওনের জন্য  
হরাম করে দিন।

৯.২ মসজিদ-আল-হরামে প্রবেশের সময় বলুনঃ

**أَعُوذُ بِإِلَهِ الْعَظِيمِ وَبِوْجُوهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ  
الْقَدِيرِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ—بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ  
وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ—اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جَوْبِيعَ**

**ذُئْبِي وَافْتَحْ لِي آبَوَابَ رَحْمَتِكَ. أَللَّهُمَّ أَلْتَ  
السَّلَامُ وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ فَحَتَّنَا بِتَبَارُكِ السَّلَامِ  
وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ دَارَ السَّلَامِ تَبَارُكَ رَبِّنَا  
وَتَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔**

অর্থঃ বিভাড়িত শয়তানের কবল হতে মহিমান্বিত,  
গৌরবান্বিত, শক্তিমান আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। মহান  
আল্লাহর নামে প্রবেশ করছি। আল্লাহর রাসূলের (সা:) প্রতি  
অজস্র ধারায় অপরিমিত রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক। হে  
আল্লাহ! আমার সম্মুদ্দয় পাপ মাফ করে দিন। আপনার  
রহমতের দরজাসমূহ আমার জন্য খুলে দিন। হে আল্লাহ!  
আপনি শান্তিময়; শান্তি আপনার নিকট হতেই আসে এবং  
আপনার নিকটেই ফিরে যায়। অতএব হে আমাদের প্রভু!  
আপনি আমাদেরকে শান্তিময় জীবন দান করুন। শান্তির গৃহে  
আপনার দর্মার আমাদেরকে প্রবেশ করান। হে আমাদের  
রব! আপনি বরকতময় এবং মহান। হে মহীয়ান ও গরীয়ান!

১০ উমরার তাওয়াফঃ তাওয়াফ শব্দের অর্থ হচ্ছে কোন কিছুর চারদিকে প্রদক্ষিণ করা। শরীরতের পরিভাষায় নির্দিষ্ট নিয়মে কা'বা ঘরের চারদিকে প্রদক্ষিণ করার নাম তাওয়াফ।

১১ তাওয়াফ শব্দ এবং শেষ করবেন যেভাবে-

১১.১ তাওয়াফ এর প্রস্তুতি এবং ইজতিবাঃ তাওয়াফের সময় ইহরামের চাদরটি ডান বগলের নিচে দিয়ে খুরিয়ে বাম কাঁধের ওপর রেখে দিতে হয়। অর্থাৎ ডান কাঁধ কাপড়বিহীন খোলা থাকবে এবং বাম কাঁধ ইহরামের কাপড়ে ঢাকা থাকবে। এরপে করার নাম ইজতিবা। তাওয়াফ করার সময় ইজতিবা করা সুন্নত। তবে নকল তাওয়াফে ইজতিবা নাই। মহিলাদের জন্য তাওয়াফের সময় কোন ইজতিবা নাই।

১১.২ তাওয়াফের জন্য শুধু থাকতেই হবে।

১১.৩ তাওয়াফ আরভের হালঃ কা'বা ঘরের যে কোনায় হাজরে আসওয়াদ আছে (সবুজ লাইট জ্বালানো থাকবে) সেখান থেকে তাওয়াফ আরভ করতে হবে এবং হাতীয়সহ কা'বা ঘরের চারদিকে প্রদক্ষিণ করে আবার হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত এলে এক চক্র হয়।

এভাবে বায়তুল্লাহ শরীফের চারদিকে সাত চক্র দিলে এক তাওয়াফ হয়।

১১.৪ হাজরে আসওয়াদঃ কা'বা ঘরের সামনে হাজরে আসওয়াদ বরাবর এমনভাবে দাঁড়াতে হবে যেন হাজরে আসওয়াদ আপনার বাম দিকে থাকে। ওপরে সবুজ বাতি অথবা নিচে যেখোতে কালো দাগ দিয়ে এ হালটি চিহ্নিত করা হয়েছে যা আপনার সম্মুখে থাকবে।

১১.৫ তাওয়াফের নিরাভঃ হাজরে আসওয়াদ বরাবর উপস্থিত হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে হাত উঁচু করা ছাড়াই আপনি উমরার তাওয়াফ বা আল্লাহর ঘর প্রদক্ষিণের জন্য নির্যাত করুন।

১১.৬ নির্বাত

**اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ طَوَافَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ  
فِي سِرْزَهْ لِي وَتَقْبِلَهُ مِنِّي** -

উচ্চারণঃ আল্লাহম্মা ইন্নী উরীদু তাওয়াফ বায়তিকাল হারামে সাবআতা আশওয়াতিন কা-ইয়াসসিরহ লী ওয়াতাকাবাল-হ মিন্নী।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার এই পবিত্র ঘর ৭ বার  
প্রদক্ষিণ করার মাধ্যমে তাওয়াফ করার নিয়ত করছি।  
আপনি এ তাওয়াফ আমার জন্য সহজসাধ্য করে দিন এবং  
আমার পক্ষ হতে তা করুন করে নিন।

১১৭. নিয়তের পর অত্যন্ত আদব-কায়দা ও ন্যাতার সঙ্গে  
দাঁড়িয়ে নিচের দোরা পড়বেন।

بِسْمِ اللَّهِ أَكْبَرُ—لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ.  
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ—أَللَّهُمَّ إِنِّي أَنْتَ  
إِلَكَ وَتَعْصِيَّكَ إِنْ كَيْتَ بِإِيمَانِي وَقَاتَعَنِي بِعَهْدِكَ وَإِنْ بَعْدَ  
إِيمَانِي وَحَيْثُبِكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ—

অর্থঃ আল্লাহর নামে তাওয়াফ আরম্ভ করছি। আল্লাহ  
সর্বশ্রেষ্ঠ! আল্লাহ ব্যক্তিত আর কোন মাঝুদ নেই। আল্লাহ  
সর্বশ্রেষ্ঠ! রাসুলুল্লাহ (সা:) এর নামে দরুন পড়ছি। হে  
আল্লাহ! আপনার উপর ইমান এনে, আপনার কিতাবের  
ওপর বিশ্বাস রেখে, আপনার সঙ্গে প্রদত্ত ওয়াদা পালনার্থে  
আপনার প্রিয় নবী ও হাবীব হ্যরত মুহাম্মদ (সা:) এর  
তরীকা অনুসরণ করে আমি এ কাজ করছি।

১২. নিয়তসহ তাওয়াফের বিভিন্ন চরকরের নিয়মাবলী :

১২.১ রমলঃ কাঁধ বাঁকিয়ে ফ্রেন্ট কিন্তু ছেট পদক্ষেপে বীর  
দর্পে হেঁটে চলাকে রমল করা বলে। তাওয়াফ এর  
প্রথম তিন চক্রে রমল করে এবং পরের চার চক্রে  
বাতাবিক গতিতে চলতে হবে (বুখারী)। রমল করা  
পুরুষদের জন্য সুন্মত। ইলিমাদের জন্য তাওয়াফে  
কোন রমল করতে হবে না।

১২.২ হাতীযঃ কা'বা ঘরের সাথে অর্ধ-বৃত্তাকার অর্ধ-নির্মিত  
অংশ যা মূলতঃ কা'বা ঘরের অংশ। কিন্তু হ্যরত  
ইবাহীয় (আঃ) কর্তৃক কা'বা ঘর পুষ্টনির্মাণের সময়  
এটি মূল কাঠামোর সাথে অর্তভূক্ত করা হয়নি,  
সেটাই হাতীয়। হাতীয় এর বাহির দিকে তাওয়াফ  
করা বাধ্যতামূলক।

১২.৩ ইতিলামঃ হজরে আসওয়াদ এর সম্মুখে এসে সম্ভব  
হলে তা চুম্ব দিতে হবে। মূলতঃ ভিড়ের কারণে এটি  
সম্ভব না হলে আপনার হাত উঠিয়ে ‘বিসমিল্লাহি  
আল্লাহ আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হাম্দ’ তাকবির  
বলে হজরে আসওয়াদের দিকে ইশারা করে হাতের  
তালুতে চুম্ব করুন। এভাবে হজরে আসওয়াদ চুম্ব  
করা/এর দিকে ইশারা করাকে ইতিলাম বলে।

১২৪ তাওয়াকের দোঁডাও তাওয়াক এবং সাঁজির জন্য সুনির্দিষ্ট কোন দোঁডা নেই। আপনাদের সুবিধার্থে তাওয়াক ও সাঁজি এর প্রতি চক্রের জন্য কিছু দোঁডা এখানে তুলে ধরা হয়েছে যা আপনাদের উপকারে আসবে ইনশাঅল্লাহ। এ বিষয়ে আল্লাহ-ই ভাল জানেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

“সোবহান আল্লাহ ওয়া হামদুল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইলাহাহ ওয়া আল্লাহ আকবার ওয়া লা হামদুল্লাহ ওয়া লা কুণ্ডুত্তা ইল্লা বিল্লাহ”

- হ্যুম্ব গ্রাস্তে কারীয় (সোঁডা) বলেছেন যে, এমন একটি কালোয়া যা জিহ্বাতে উচ্চারণে অনেক হালকা হলেও (শেষ বিচারের দিনে) এ ওজনে অনেক ভাস্তী এবং দয়াময় আল্লাহর নিকট তা খুবই পছন্দনীয়। তা হলো-

**سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ—سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمُ—**

“সুবহান আল্লাহ ওয়া বিহামদিহি সুবহান আল্লাহ হিল আজিম।” (বুখারী, মুসলিম, তিরমিয়ী)

এছাড়াও আপনি নিজের মনের মত করে আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে যে কোন দোঁডা করতে পারেন।

১৩ তাওয়াক উকুল কা'বা ঘরের যে কোণে হাজরে আসওয়াদ আছে এর কোনাকুনি সম্মুখে সমুজ্জ্বাতি হান হতে হাজরে আসওয়াদ এর দিকে আপনার হাত উঠিয়ে --

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ—**

“বিসমিল্লাহি আল্লাহ আকবার, ওয়া জিলাহিল হামদ” তাকবির বলে হাজরে আসওয়াদের দিকে ইশারা বা ইত্তিসাম করে ভাল দিকে শুরু কা'বা ঘরকে হাতের বামে রেখে তাওয়াক উকুল করতে হবে। তাওয়াকের প্রতি চক্রের উকুলতে নিচের দোঁডা বলে তাওয়াক উকুল করলে।

**لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ  
الْخَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ—سُبْحَانَ اللَّهِ  
وَالْخَمْدُ لَهُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا  
قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ  
الْعَظِيمُ۔ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ  
الْحَقُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ—**

অর্থঃ আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নেই। তিনি এক তার কোন শরীক নেই। সমগ্র রাজত্ব তাঁর এবং তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাশীল। আল্লাহ পবিত্র এবং সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই এবং আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ ছাড়া কোন সাহায্যকারী নাই এবং আল্লাহ ছাড়া কারো কোন শক্তি নাই। পবিত্রতা সেই আল্লাহর এবং প্রশংসা সেই সত্ত্বারই। পবিত্রতা সেই আল্লাহর যিনি মহান। ক্ষমা প্রার্থনা করছি সেই মহান আল্লাহর নিকট, যিনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নাই। তিনি চিরহাস্তী ও চিরজীব এবং আমরা তাঁরই নিকটে তওবা করছি।

#### ১৪ ভাওয়াকের ১ম চক্র

##### ১৪.১ ভাওয়াকের সময় ডান মোড়ে চলতে চলতে পড়বেন-

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ  
وَلَا حُولَ وَلَا قُوَّةٌ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَالصَّلَاةُ  
وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

وَسَلَامٌ—أَللَّهُمَّ إِيْمَانًا بِكَ وَتَضْدِيقًا بِكِتَابِكَ وَفَاءً  
بِعَهْدِكَ وَإِتْبَاعًا لِسُنْنَةِ نَبِيِّكَ وَحَمِيلِكَ سَيِّدِنَا  
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَامٌ—أَللَّهُمَّ إِنِّي  
أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمَعَافَةَ الدَّائِمَةَ فِي الدِّينِ  
وَالْدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالْفُوزِ بِالْجَنَّةِ وَالنجَاهَةِ مِنَ النَّارِ—

অর্থঃ আল্লাহ পাক-পবিত্র এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। মহামহিম আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া ভাল কাজ করারও কোন ক্ষমতা নাই এবং মন্দ হতে বেঁচে থাকারও কোন উপায় নাই। অবারিত শান্তি ও দয়ার ধারা প্রবাহিত হোক আল্লাহর প্রিয় রাসূল (সা) এর প্রতি এবং তাঁর আল-আওলাদের প্রতি। হে আল্লাহ! আমি আপনাকেই মা'বুদ স্থীকার করছি এবং আপনাকেই সত্য জেনেছি এবং আপনার কিতাবকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছি এবং আপনার নবী ও প্রিয় হাবীব আমাদের নেতৃ হ্যুরাত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাল্লামের সুন্নতের তাবেদারী করে আপনার নিকট দেওয়া ওয়াদা পালন করেছি। হে আল্লাহ! আপনার ক্ষমার দরজা

আমার জন্য সর্বদা খোলা রাখুন এবং দুনিয়া ও আধিরাতে  
আমাকে কল্যাণ দান করুন। বেহেশত দান করে আমাকে  
সাফল্য প্রদান করুন এবং জাহানামের আওন হতে আমাকে  
রক্ষা করুন।

১৪.২ এরপর লিজের ঘনের মত করে দোয়া করুন।

১৪.৩ কুকনে ইয়ামানী- কা'বা ঘরের ভিন কর্ণার ঘুরে  
আসার পর চতুর্থ কর্ণারটিই রোকনে ইয়ামানী। এ  
হালে চুম্ব দেয়া সম্পূর্ণভাবে নিষেধ। রোকনে  
ইয়ামানী হতে হাজরে আসওয়াদ এর মধ্যবর্তী হালে  
থেতে থেতে নিম্নোক্ত দোয়াটি করুন। উল্লেখ্য, এ  
হালে এ দোয়াটি রাসূলে কারীম (সাঃ) পড়েছিলেনঃ

رَبَّنَا أَتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَنَا  
عَذَابَ النَّارِ— وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُ  
يَا غَفَّارُ يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ—

অর্থঃ হে আমাদের প্রতিপালক! দুনিয়া ও আধিরাতে  
আমাদেরকে কল্যাণদান করুন, জাহানামের শান্তি হতে  
আমাদেরকে বাঁচান। আর পুণ্যবালদের সংগী করে

আমাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করান। হে মহা  
পরাক্রমশালী! হে ক্ষমাশীল! হে বিশ্ব প্রতিপালক!

১৪.৪ এ দোয়া পড়তে পড়তে হাজরে আসওয়াদ এর কোনা  
বরাবর পৌছালে এক চক্র শেষ হয়।

১৫ ডাওয়াকের বিভীর চক্র

১৫.১ হাজরে আসওয়াদে এসে পুনরায় উভয় হ্যাত উঠিয়ে-

بِسْمِ اللَّهِ أَكْبَرُ وَبِنَامِ الْحَمْدُ—

“বিসমিল্লাহি আল্লাহ আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ” বলে  
যথানিয়মে ২য় চক্র শুরু করুন।

২য় চক্রের দোয়াঃ

أَللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْبَيْتَ بَيْتُكَ وَالْحَرَمَ حَرَمُكَ وَالْأَمْنَ  
أَمْنُكَ وَالْعَبْدُ عَبْدُكَ وَأَنَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ—  
وَهَذَا مَقَامُ الْعَائِزِيَّةِ مِنَ النَّارِ— فَحَرِمْ لُحُومَنَا  
وَبَشَرَنَا عَلَى النَّارِ— أَللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيمَانَ

وَرَبِّنَا فِي قُلُوبِنَا وَكَرِهَ إِلَيْنَا الْكُفْرُ وَالْفُسُوقُ  
وَالْعُصْبَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاهِدِينَ—أَللَّهُمَّ قِنِّي  
عَذَابَكَ يَوْمَ تُبَعَثُ عِبَادُكَ—أَللَّهُمَّ ازْفِنْنِي الْجَنَّةَ  
بِغَيْرِ حِسَابٍ—

ଅର୍ଥ: ହେ ଆଜ୍ଞାହୁ ଏ ସର ଆପନାରି ଘର। ଏ ହାରାୟ ଆପନାରି ହାରାମ। ଏଇ ନିରାପତ୍ତା ଆପନାରି ପ୍ରଦତ୍ତ ନିରାପତ୍ତା। ବାନ୍ଦାଗଣ ଆପନାରି ବାନ୍ଦା। ଆମିଶ ଆପନାରି ବାନ୍ଦା ଏବଂ ଆପନାର ବାନ୍ଦାର ସତାନ। ଦୋଷଥେର ଆଖନ ହତେ ଆପନାର ନିକଟ ଆଶ୍ରଯ ଚାଉରାର ଏଟାଇ ଯେ ପ୍ରକୃତ ହାନ। ଅତଏବ ଆପଣି ଆମାଦେର ଦେହେର ଶୋଶ୍ତ ଓ ଚର୍ମକେ ଦୋଷଥେର ଆଖନେର ପ୍ରତି ହାରାମ କରେ ଦିନ। ହେ ଆଜ୍ଞାହୁ ଈମାନକେ ଆମାଦେର ନିକଟ ଶ୍ରିୟତର କରେ ଦିନ ଏବଂ ଆମାଦେର ଅଭ୍ୟରସମ୍ମହେ ଏକେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରେ ତୁଳୁନ। କୁକୁରୀ, ଅବାଧ୍ୟତା ଓ ଅପରାଧ ପ୍ରବନ୍ଦତାର ପ୍ରତି ଆମାଦେର ଅଭ୍ୟରସମ୍ମହେ ଘୃଣାର ସଖାର କରିଲା ଏବଂ ଆମାଦେରକେ ସତ୍ୟ ପଥେର ପଦିକ ବାଲାନ। ହେ ଆଜ୍ଞାହୁ ଯେଦିନ ଆପଣି ଆପନାର ବାନ୍ଦାଗଣକେ ବିଚାରେ ଜଳ୍ୟ ସମ୍ବେତ କରିବେ, ସେଦିନେର ଶାନ୍ତି ହତେ ଆମାକେ ରଙ୍ଗା କରିଲା। ହେ ଆଜ୍ଞାହୁ ଆମାକେ ବିଳା ବିଚାରେ ବେହେଶ୍ତ ନୀବ କରିଲା।

୧୫.୨ ଏରପର ନିଜେର ଘଲେର ଇଚ୍ଛାମତ ଦୋରା କରିଲା।  
୧୫.୩ ରଙ୍କଲେ ଇଯାମାନୀ ହତେ ହଜରେ ଆସନ୍ତରାଦ ପର୍ଯ୍ୟ ସେତେ  
ସେତେ ପଡ଼ିବେଳ-  
رَبَّنَا أَتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقَنَا  
عَذَابَ النَّارِ وَ أَدْخَلَنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا  
غَفَارُ يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ—

ଅର୍ଥ: ହେ ଆମାଦେର ପ୍ରତିପାଳକ! ଦୁନିଆ ଓ ଆଖିରାତେ ଆମାଦେରକେ କଲ୍ୟାଣ ଦାନ କରିଲା, ଜାହାନାମେର ଶାନ୍ତି ହତେ ଆମାଦେରକେ ବୌଚାନ। ଆର ପୁଣ୍ୟବାନଗଣେର ସଂହୀ କରେ ଆମାଦେରକେ ବେହେଶ୍ତେ ପ୍ରବେଶ କରାନ। ହେ ମହା ପରାକ୍ରମ୍ୟଶାଲୀ! ହେ କ୍ଷମାଶୀଳ! ହେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତିପାଳକ!

୧୫.୪ ଏଭାବେ ଘୁରେ ହଜରେ ଆସନ୍ତରାଦ ଏଇ କାହେ ଏଲେ ୨ୟ ଚକର ଶେବ ହଲୋ।

## ১৬ তাওয়াকের ভূতীর চক্র

১৬.১ পূর্বের মত ঘুরে হজরে আসওয়াদের সামনে এলে  
পুনরায় উভয় হাত উঠিয়ে

**بِسْمِ اللَّهِ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ—**

“বিসমিল্লাহি আল্লাহ আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ”  
বলে যথানিয়মে তুর চক্র করুন।

তুর চক্রের দোরা:

**اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّيفِ وَالشَّرِّيكِ وَالشَّقَاقِ  
وَالنِّفَاقِ وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ وَسُوءِ الْمُنْتَرِ وَالْمُنْقَلِبِ فِي  
الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَالْوَلَدِ۔ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رِضَاكَ  
وَالْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخْطِكَ وَالنَّارِ۔ اللَّهُمَّ إِنِّي  
أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ  
الْمُخْيَا وَالْمَيَا—**

অর্থঃ হে আল্লাহ ! আমি আমার ইমানের মধ্যে সংশয়-  
সন্দেহ, শিরিকী, বিভেদ-বিজ্ঞান, নিকাবি, চরিকড়ষ্টা,  
বদচরিত, কুদৃষ্টি ও মন্দ দৃশ্য দর্শন এবং বাড়ি ক্ষিরে আমার  
ধন-সম্পদ ও পরিবার পরিজন, সন্তানাদির বিলাপ দর্শন  
হতে আপনার দরবারে আশ্রয় চাচ্ছি। হে আল্লাহ ! আপনার  
সজ্ঞটি এবং বেহেশ্তই আপনার কাছে কাম্য । আপনার  
অসজ্ঞটি এবং জাহানামের আগন হতে আপনার দরবারে  
আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ ! কবরের মহাপরীক্ষা  
এবং জীবন ও মৃত্যুর যাবতীয় বিপর্যয় হতে আপনার  
দরবারে আশ্রয় চাচ্ছি।

১৬.২ এরপর লিজের মন বা চার সে দোজা করুন, এরপর

১৬.৩ রুক্মে ইয়ামানীতে সন্তু হলে হাতে স্পর্শ করে  
হজরে আসওয়াদ পর্যন্ত যেতে যেতে গড়বেন-

**رَبَّنَا أَتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقَنَا  
عَذَابَ النَّارِ وَأَذْخَلَنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُّنَا  
غَفَّارُّنَا رَبُّ الْعَالَمِينَ—**

অর্থঃ হে আমাদের প্রতিপালক ! দুনিয়া ও আবিরাতে  
আমাদেরকে কল্যাণ দান করুন, জাহানামের শান্তি হতে

আমাদেরকে বাঁচান। আর পুণ্যবানগণের সঙ্গী করে  
আমাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করান। হে যথা  
পরাক্রমশালী! হে ক্ষমাশীল! হে বিশ্ব প্রতিপালক!  
১৬.৪ এভাবে শুরু হজরে আসওয়াদ এর কাছে এসে ওর  
চক্র শেষ হলো।

### ১৭ তাওয়াকের চতুর্থ চক্র

১৭.১ পূর্বের মত শুরু হজরে আসওয়াদের সামনে এসে  
পুনরায় উভয় হাত উঠিয়ে

**بِسْمِ اللَّهِ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ**

“বিসমিল্লাহি আল্লাহ্ আকবার, ওয়া সিল্লাহিল হামদ”  
বলে যথানিরন্তরে ৪র্থ চক্র শুরু করুন।

৪র্থ চক্রের দোয়া:

**اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجَّا مَبْرُورًا وَسَعْيًا مَشْكُورًا وَذَلِيلًا  
مَفْغُورًا وَعَمَلا صَالِحًا وَتِجَارَةً لَنْ تَبُورَ يَا عَالِمَ مَا فِي  
الصُّدُورِ وَأَخْرِجْنِي يَا اللَّهُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ**

**اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُؤْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ  
مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ وَالْغَنِيَّةَ مِنْ كُلِّ  
بُرْءٍ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ رَبِّ قَنْعَنِي بِسَا  
رَزْقَنِي وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَنِي وَخُلِفَ عَلَى كُلِّ  
غَابِبَةٍ لِي مِنْكَ بِخَمْرٍ**—

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমার এ হজকে যকুবুল হজ বানিয়ে  
দিন। আমার এ প্রচেষ্টাকে গ্রহণযোগ্য করে নিন। আমার  
গুনাহ্রাণি মাফ করে দিন। সৎকর্মসমূহ কবুল করে নিন  
এবং আমার ব্যবসাকে ক্ষতিহীন ব্যবসাতে পরিণত করুন।  
হে অর্জ্যায়ি! হে আল্লাহ! আমাকে (গুমরায়িত) অধাকার হতে  
বের করে (হিদারেতের) আলোকে আলোকোজ্জ্বল করুন। হে  
আল্লাহ! আমি আপনার দরবারে রহস্যত ও মাগফিরাতের  
উপকরণ চাই। সকল প্রকার গুনাহ হতে বাঁচার এবং  
সর্বপ্রকার নেকী হতে উপকৃত হওয়ার তাওকীক আমি  
আপনার দরবারে চাই। জামাত লাভের সাকল্য এবং  
দোষধ হতে শুভির দরখাত পেশ করছি। হে  
পরওয়ারদিগার! আপনি যে রিযিক আমাকে দান করেছেন,

তাতেই আমাকে তৃণ ও সন্তুষ্ট রাখুন এবং আপনার প্রদত্ত  
নিরামতরাজিতে আমাকে বরকত দিন। আমার সব  
অপূর্ণতাকে কল্যাণ দ্বারা পূর্ণ করে দিন।

১৭.২ এরপর মন যা চায় সে দোয়া করতে হবে। অভঃপর  
১৭.৩ রুক্নে ইয়ামানী হতে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত যেতে  
যেতে পড়বেন।

رَبَّنَا أَتَيْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَّقَنَا  
عَذَابَ النَّارِ وَأَدْخَلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَتْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا  
غَفَّارُ يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ -

অর্থঃ হে আমাদের প্রতিপালক! দুনিয়া ও আধিরাতে  
আমাদেরকে কল্যাণ দান করুন, জাহান্নামের শান্তি হতে  
আমাদেরকে বাঁচান আর পুণ্যবানগণের সংগী করে আমাকে  
বেহেশতে প্রবেশ করান। হে মহা পরাত্মশালী! হে  
ক্ষমাশীল! হে বিশ্ব প্রতিপালক!

১৭.৪ এভাবে দ্বুরে হাজরে আসওয়াদ এবং কাছে এলে চার  
চক্র শেষ হলো।

## ১৮ ভাওয়াকের পক্ষে চক্র

১৮.১ পূর্বের মত দ্বুরে হাজরে আসওয়াদের সাথে এসে  
পুনরায় উভয় হাত উঠিয়ে

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“বিসমিল্লাহি আল্লাহ আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ”  
বলে বথানিয়মে ৫ম চক্র শুরু করুন।

৫ম চক্রের দোয়া:

اللَّهُمَّ آتِلَنِي تَحْتَ ظِلِّ عَزِيزِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّكَ  
وَلَا بَاقِي إِلَّا وَجْهُكَ وَاسْقِنِي مِنْ حَوْضِ نَبِيِّكَ  
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِيكَ هَبَّيْتَهُ  
مَرِيئَةً لَا أَظِلَّمَا بَعْدَهَا أَبَدًا. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ  
خَيْرِ مَا سَأَلْتَكَ مِنْهُ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْعَادَبِكَ مِنْهُ  
نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اللَّهُمَّ

إِنَّمَا يُقْرِئُنِي إِلَيْهَا مِنْ  
قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا  
يُقْرِئُنِي إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ عَمَلٍ۔

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাকে ঐ দিন আপনার আরশের নীচে  
ছায়া দান করবেন, যে দিন আপনার আরশের ছায়া ছাড়া  
আর কোন ছায়া থাকবে না এবং আপনি ছাড়া কেউ টিকে  
থাকতে পারবে না। আমাকে আপনার নবী, আমাদের নেতা  
মুহাম্মদ (সা):-এর হাউয় হতে সেই পানীয় পান করান, যে  
পানীয় পান করার পর আর কখনও আমি শিগাসার্ত হব না।  
হে আল্লাহ! আপনার নবী, আমাদের নেতা মুহাম্মদ (সা):  
আপনার কাছে যেসব কল্যাণ ও মঙ্গল চেয়েছিলেন, আমিও  
আপনার নিকট সেগুলো চাই এবং যে অকল্যাণ হতে  
আপনার নবী, আমাদের নেতা মুহাম্মদ (সা): আপনার  
কাছে আশ্রয় চেয়েছিলেন সেগুলো হতে আমিও আপনার  
কাছে আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে  
বেহেশত ও তার নিয়ামতসমূহ এবং বেহেশতের নিকটবর্তী  
করতে পারে এমন কথা, কাজ ও আমলের তাওফীক চাই  
এবং দোষখ হতে এবং দোষখের নিকটবর্তী করতে পারে  
এমন কথা, কাজ ও আমল হতে আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই।

১৮.২ এরপর নিজের মত করে দোয়া করতে হবে। অতঃপর  
১৮.৩ কুক্কনে ইয়ামানী হতে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত যেতে  
যেতে পড়বেন।

رَبَّنَا أَتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَاتَ  
عَذَابَ النَّارِ وَأَدْخَلَنَا جَنَّةً مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا  
غَفَّارُ يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ۔

অর্থঃ হে আমাদের প্রতিপালক! দুনিয়া ও আধিরাতে  
আমাদেরকে কল্যাণ দান করুন, জাহান্নামের শান্তি হতে  
আমাদের বৌঢান আর পুণ্যবানগণের সঙ্গী করে  
আমাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করান। হে মহাপ্রাকৃত্যশালী!  
হে ক্ষমাশীল! হে বিশ্ব প্রতিপালক!

১৮.৪ এভাবে দুরে হাজরে আসওয়াদ এর কাছে এজে ফ্রে  
চক্র শেষ হলো।

## ১৯ ভাওয়াকের ষষ্ঠ চক্র

১৯.১ পূর্বের মত ঘুরে হজরে আসওয়াদের সাথনে এসে  
পুনরায় উভয় হাত উঠিস্থে

بِسْمِ اللَّهِ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ—

“বিসমিল্লাহি আল্লাহ আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ”  
বলে যথানিয়মে ষষ্ঠ চক্র শুরু করুন।

اللَّهُمَّ إِنَّ لَكَ عَلَىٰ حُقُوقًا كَثِيرَةً فِيمَا بَيْنَنِي وَبَيْنَكَ  
وَحُقُوقًا كَثِيرَةً فِيمَا بَيْنَنِي وَبَيْنَ خَلْقَكَ—اللَّهُمَّ مَا  
كَانَ لَكَ مِنْهَا فَاغْفِرْهُ لِي وَمَا كَانَ لِخَلْقَكَ فَتَحْمِلْهُ  
عَنِّي وَأَغْنِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَبِطَاعَتِكَ عَنْ  
مُفْعِصِيَّتِكَ وَبِفَضْلِكَ عَنْ مَنْ سَوَّاَكَ يَا وَاسِعَ  
الْمَغْفِرَةِ—اللَّهُمَّ إِنَّ بَيْتَكَ عَظِيمٌ وَجَهَنَّمُ كَرِيمٌ  
وَأَنْتَ يَا اللَّهُ كَلِيمٌ كَرِيمٌ عَظِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاقْعُفْ  
عَنِّي—

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমার প্রতি আপনার অর্পিত অনেক হক  
বা দায়-দায়িত্ব আছে, যা কেবল আপনার-আমার মধ্যে  
সীমাবদ্ধ এবং আরো অনেক হক বা দায়-দায়িত্ব রয়েছে, যা  
আপনার সৃষ্টি ও আমার মাঝে সীমাবদ্ধ। হে আল্লাহ! আমার  
ওপর আপনার যে হক আছে, তা ক্ষমা করে দিন এবং  
আপনার সৃষ্টির হকগুলো আদায়ের দায়িত্ব আপনি বহন  
করুন। আপনার হালাল দ্বারা আপনার হারাম হতে আমাকে  
যুক্ত রাখুন। আপনার জ্ঞানগত্যের মাধ্যমে আমাকে আপনার  
নাফরমানী হতে বাঁচান। হে মহাকুমাশীল! আপনার অনুগ্রহ  
দ্বারা অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়া হতে আমাকে বাঁচান। হে  
আল্লাহ! নিচত্ব আপনার ঘর অতিশয় মর্যাদাবান এবং  
আপনি মহান ও দয়ালু। হে আল্লাহ! আপনি অতিশয় দয়ালু,  
সহনশীল ও মহান। আপনি তো ক্ষমা পছন্দ করেন, সুতরাং  
আমাকে ক্ষমা করে দিন।

১৯.২ এরপর আপন মনে দোষো করতে হবে। অতঃপর

১৯.৩ রক্কনে ইয়ামানী হতে হজরে আসওয়াদ পর্যন্ত যেতে  
যেতে গড়বেনঃ

رَبَّنَا أَتَيْنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَنَا  
عَذَابَ النَّارِ وَأَدْخَلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا  
غَفَارُ يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ—

অর্থঃ হে আমাদের প্রতিপালক! দুনিয়া ও আধিরাতে  
আমাদেরকে কল্যাণ দান করুন, জাহান্নামের শান্তি হতে  
আমাদেরকে বৌচান আৱ পুণ্যবালগণের সংগী করে  
আমাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করান। হে মহা  
পুরাতনশালী! হে ক্ষমাশীল! হে বিশ্ব প্রতিপালক!

১৯.৪ এভাবে ঘূরে হাজারে আসওয়াদ এবং কাছে এলে ৬ষ্ঠ  
চক্র প্রেৰ হলো।

২০ ভাওয়াকের সম্ম চক্র

২০.১ পূর্বের অত ঘূরে হাজারে আসওয়াদে এসে পুনরায়  
উভয় হাত উঠিয়ে-

بِسْمِ اللَّهِ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ—

“বিস্মিল্লাহি আল্লাহ আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ”  
বলে যথানিয়মে সম্ম চক্র শুরু করুন।

দ্বয় চক্রের দোয়া:

أَللَّهُمَّ إِنِّي أَشَدُّكَ إِيمَانًا كَمْلًا وَيَقِينًا صَادِقًا  
وَكَلِمًا حَاضِرًا وَلِسَانًا ذَا كِرْمًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَكَسِبًا

حَلَالًا كَتِبْتَهُ وَتَوْبَةً لَضُوْحَةً وَتَوْبَةً قَبْلَ الْمَوْتِ وَرَاحَةً  
عِنْدَ الْمَوْتِ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَفْوُ عِنْدَ  
الْحِسَابِ وَالْفَوْزُ بِالْجَنَّةِ وَالْتَّجَاهَ مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ  
يَا عَزِيزُ يَا غَفَار— رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا وَالْحَقْيَنِي  
بِالصَّالِحَيْنَ—

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট পরিপূর্ণ ইমান,  
সত্যিকারের বিশ্বাস, তীত হৃদয়, যিকিৱে শিখ জিহবা, দৃঢ়ল  
জীবিকা, পবিত্র ও হালাল ঝোজগার, দুটি তাওবা, মৃত্যুর  
পূর্বে তাওবা, মৃত্যুর সময়ে শান্তি, মৃত্যুর পরে ক্ষমা ও দয়া,  
বিচারের সময়ে মার্জনা, বেহেশত লাভের মাধ্যমে সাক্ষ্য ও  
দোষখ হতে পরিজ্ঞাপ চাচ্ছি। হে মহাপুরাতনশালী ও  
ক্ষমাশীল! আপনার দয়ায় আমার দোয়া করুন করুন। হে  
আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান-গরিমা বাড়িয়ে দিন এবং  
সত্ত্বকর্মশীলগণের দলে আমাকে শামিল করুন।

২০.২ এখালে নিজের অত করে দোয়া করতে হবে।  
অতঃপর

২০.৩ রুক্মনে ইয়ামানী হতে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত  
যেতে যেতে পড়বেন।

رَبَّنَا أَتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقَنَا  
عَذَابَ النَّارِ وَأَدْخَلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا  
غَفَّارُ يَا رَبَّ الْحَالِمِينَ—

অর্থটি হে আমাদের প্রতিপালক! দুনিয়া ও আখিরাতে  
আমাদেরকে কল্যাণ দান করুন, জাহান্নামের শান্তি হতে  
আমাদেরকে বাঁচান। আর পুণ্যবানগণের সংগী করে  
আমাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করান। হে মহা  
পরাক্রমশালী! হে ক্ষমাশীল! হে বিশ্ব প্রতিপালক!

২০.৪ এভাবে ঘুরে হাজরে আসওয়াদ এর কাছে এলে সাত  
চক্র শেষ হলো।

২১ এই সাত চক্র বা খাওতে এক ভাওয়াক হলো।

২২ ভাওয়াক সমাঞ্জঃ ৭ চক্র সমাঞ্জ করার পর হাজরে  
আসওয়াদ এসে ৮ম বারের মত ইত্তিলাম করে অথবা  
দুই হাত উঁচু করে ইশারা করতে হবে। যা সুন্নতে  
মুসাক্কাদা এবং বলতে হবে-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ—

“বিসমিল্লাহি আল্লাহ আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ।”

২৩ ইজতিবা সমাঞ্জঃ তাওয়াক শেষ করার সাথে সাথে  
ইজতিবা সমাঞ্জ হবে অর্থাৎ ইহরাম এর কাপড় এর  
ওপরের অংশ ধারা দুই কাঁধ ঢেকে নিতে হবে।  
যদিলাদের জন্য ইজতিবা নেই।

## ২৪ মূলতাবায়

হাজরে আসওয়াদ ও কাবা ঘরের দরজার মধ্যবর্তী  
স্থানকে মূলতাবায় বলে। এটি দোয়া করুলের একটি  
বিশেষ স্থান। ভিড়ের কারণে মূলতাবায় এ পৌছানো  
সম্ভব না হলে এর বরাবর দূরে দাঁড়িয়ে দোয়া করতে  
পারেন। এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোন দোয়া নেই। আপনাদের  
সুবিধার্থে- মূলতাবায়ের দোয়া নিচে দে'য়া হলো:

## ২৪.১ মুলতায়ামের সোন্দা

اللَّهُمَّ يَا رَبَّ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ أَعْتِقْ رِقَابَنَا وَرِقَابَ  
آبَائِنَا وَأَمَّهَا تِنَا وَإِخْوَانِنَا وَأَوْلَادِنَا مِنَ النَّارِ يَا ذَا  
الْجُودِ وَالْكَرَمِ وَالْفَضْلِ وَالْمَنَّ وَالْعَطَاءِ وَالْإِحْسَانِ.  
اللَّهُمَّ أَخْسِنْ حَاقِبَتِنَا فِي الْأَمْوَالِ كُلَّهَا وَأَجْزِنَا مِنْ  
خَرْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ—اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ  
وَأَقْبَلْتُ تَحْتَ بَأْيَكَ مُلْتَزِمٌ بِأَغْنَى بِكَ مُتَذَلِّلٌ بَيْنَ  
يَدَيْكَ أَرْجُو رَحْمَتَكَ وَأَخْشِي عَذَابَكَ مِنَ النَّارِ يَا  
قَدِيرَمِ الْإِحْسَانِ—اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَرْفَعَ  
ذُكْرِي وَتَضْعَفْ وَزْرِي وَتُصْلِحَ أَمْرِي وَتُطْهِرَ قَلْبِي  
وَتُنَورَ لِي فِي قَبْرِي وَتَغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَأَسْأَلُكَ  
الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ—أَمِينِ—

অর্থঃ হে আল্লাহ! হে প্রাচীনতম ঘরের মালিক! আমাদেরকে, আমাদের দাদা-দাদী, নানা-নানী, মাতাপিতা ভাই-বোনদের ও সন্তান-সন্ততিকে জাহানামের আগুন হতে মুক্তি দিন। হে দয়ালু দাতা, করম্মাময়! মংগলময়! হে আল্লাহ! আমাদের সকল কর্মের শেষ ফলকে সুন্দর করে দিন। ইহকালের অপমান ও পরকালের শান্তি হতে আমাদেরকে বাঁচান। হে আল্লাহ! আমি আপনার বাস্তা, আপনার আবাবের ভয়ে, আপনার কর্ম্মার আশার আপনার দরবারে হায়ির হয়েছি। হে চির মঙ্গলময়! হে আল্লাহ! আপনার কাছে আমি চাঞ্চ যেন আপনি আমার যশ বৃক্ষি করে দিন, আমার পাপের বোৰা লাঘব করে দিন, আমার কর্ম সঠিক করে দিন, আমার অন্তর পবিত্র করে দিন, আমার কবর আলোকিত করে দিন, আমার উন্নাত ক্ষমা করে দিন এবং বেহেশ্তে উচ্চ ঘর্ষাদার আসন আপনার কাছে আমি চাঞ্চ। আমার দরখাত মনজুর করুন।”

২৫ মাকামে ইব্রাহীমং হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) বে পাথরের উপর দাঁড়িয়ে কাঁবা ঘর নির্মাণ করেছিলেন সেটিই মাকামে ইব্রাহীম।

## ২৫.১ তাওয়াক শেষে মাকামে ইব্রাহীমের নামায

তাওয়াক শেষ করার সাথে সাথেই মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে দুই রাকায়াত ‘ওয়াজিবুত তাওয়াক’ নামায পড়তে হবে। ভিত্তের কারণে এ হলে সম্ভব না হলে হারাম শরীকের বে কোন হালে এ নামায পড়স। একেজে অন্তর্ভুক্ত হলোঃ

- এ নামাযের নির্দেশনাটি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীকে দিয়েছেন-

وَاتْخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى -

ওয়াজিব যিয় মাকামি ইব্রাহীম মুসাল্লা (সুরা বাকারা- ১২৫): তোমরা মাকামে ইব্রাহীমকে সালাতের হাল বালাও।

- এ দু'রাকায়াত সালাতের ১য় রাকায়াতে সুরা কাবিরুল ও ২য় রাকায়াতে সুরা ইখলাস পড়া সুন্মত (যুস্তিম)।
- পুরুষদের জন্য মাথা অন্তর্ভুক্ত অবস্থায়, তবে কাঁধ ঢেকে এ নামায পড়তে হবে।

- মামাযের নির্বাচন হে আল্লাহ! আমি দুই রাকায়াত ওয়াজিবুত তাওয়াক নামাযের নির্যাত করলাম। আল্লাহ! আকবার!
- এ দু'রাকায়াত নামায শেষ করে সেখানে বসেই বা দাঁড়িরে বা সুবিধামত জাগরণার শিরে মাকামে ইব্রাহীমের দোরা করা যেতে পারে। এর জন্যও সুনির্দিষ্ট কোন দোরা নেই।

## ২৫.২ মাকামে ইব্রাহীমের দোরা

اللَّهُمَّ إِنِّي نَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَانِيَتِي فَاقْبِلْ مَعْذِرَتِي  
وَنَعْلَمُ حَاجَتِي فَاعْطِنِي سُؤَالِي وَنَعْلَمُ مَا فِي  
نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي—اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك  
إِيمَانًا يُبَاشِرُ قَلْبِي وَيَقِنَّا صَادِقًا حَشْ أَعْلَمُ أَنَّهُ لَا  
يُصَبِّنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي وَرِضَاءً مِنْكَ بِمَا قَسَّمْتَ لِي  
أَنَّتَ وَلِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوْفِنِي مُسْلِمًا  
وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ—اللَّهُمَّ لَا تَرْغِبْ لَنَا فِي

مَقَامِنَا هُلَّا ذَلِكَ إِلَّا غَرْزَةٌ وَلَا هُمْ إِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَا  
 حَاجَةٌ إِلَّا قَضَيْتَهَا وَيَسَرْتَهَا فَيَسِّرْ أُمُورَنَا وَأَشْرَخْ  
 صُدُورَنَا وَنَوْزَ قُلُوبَنَا وَاخْتَمْ بِالصَّالِحَاتِ أَعْمَالَنَا—  
 اللَّهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَالْجُنُونَ بِالصَّالِحِينَ غَيْرَ  
 خَرَائِ وَلَا مَفْتُونِينَ أَمِينِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى  
 اللَّهُ عَلَى حَبِيبِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَآلِهِ— وَاصْحَّابِهِ—  
 أَجْمَعِينَ—

অর্থঃ হে আল্লাহু! আপনি আমার গোপন ও প্রকাশ্য সবই  
 জানেন। সুতরাং আমার উৎসর করুল করুন। আপনি আমার  
 চাহিদা সম্পর্কে সম্যক অবগত, সুতরাং আমার আবেদন  
 করুল করুন, আপনি আমার অন্তরের কথা জানেন, সুতরাং  
 আমার জ্ঞানসমূহ মোচন করুন। হে আল্লাহু! আমি আপনার  
 কাছে চাইছি এমন ঈশ্বান-যা আমার অন্তরে হাল জান করবে  
 এবং এমন সাজ্জা ইস্লামীন-যাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে  
 আমার জন্য যা আপনি নির্ধারিত করে রেখেছেন, তা-ই  
 আমার জীবনে ঘটবে এবং আপনি যা আমার ভাগ্যে

রেখেছেন, তাতে যেন আমি রাজী থাকতে পারি। ইহকাল ও  
 পরকালে আপনিই আমার সহায়। আমাকে মুসলমান হিসাবে  
 মৃত্যু দিন এবং আমাকে সৎ কর্মশীলদের সাথী করুন। হে  
 আল্লাহু! এ হালে আমার কোন জ্ঞানই মাফ না করে, কোন  
 দুশ্চিন্তাই দূর না করে, কোন অভাবই না যিটিয়ে ছাড়বেন  
 না। হে আল্লাহু! আমাদের সকল কাজ সহজ করে দিন।  
 আমাদের অন্তরসমূহকে বিকশিত করুন। আমাদের  
 আত্মসমূহকে নূরানী করে দিন। নেক আমলের উপর  
 আমাদের মৃত্যু দান করুন। হে আল্লাহু! মুসলমানরূপে  
 আমাদের মৃত্যু দিন। পুণ্যবানদের দলে শামিল করুন। বিনা  
 লাঙ্ঘনাস, বিনা বিস্মাদে যেন আমরা পার হতে পারি। হে  
 বিশ্ব! প্রতিপালক! আমাদের দোরা করুল করুন। আর আল্লাহ  
 তাঁর হাবীব ও আমাদের নেতার উপর এবং তাঁর পরিবার-  
 পরিজন ও সঙ্গী-সাথী সকলের উপর শান্তি বর্ষণ করুন।

## ২৬ বংশবংশ

যাকামে ইত্তাহীয়ে নামায পড়ে যমবংশের পানি পান করুন।  
 কা'বা ঘরের দিকে যুখ করে এবং দাঁড়িয়ে এ পানি পান  
 করা মুজ্জাহিদ।

২৬.১ যমযমের পানি পান করার দোষাট এ পানি পান  
করার সময় নিজের দোষাটি করা যাব -

اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَسْأَلُكَ عِلْمًا تَعْزِيزًا وَاسْعًا وَشِفَاءً  
مِنْ كُلِّ دَاعِيَةٍ -

উচ্চারণঃ আল্লাহম্মা ইস্মী আসআলুকা ইলমান নাফিওও  
ওয়া রিয়কান ওয়াসিইন ওয়া শিকাআন মিন কুলি দায়ীন।  
অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ফজলপ্রসূ ইলম,  
বহুল জীবিকা এবং সকল ঝোগের নিরাময় কামনা করছি।

২৬.২ এরপর প্রতি চুম্বক পানি পানে বলা যেতে পারে -  
বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু বাহুন। এরপর বলুন

بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى  
رَسُولِ اللَّهِ -

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়াস সালাতু  
ওয়াসসালামু আলা রাসুলিল্লাহ।

অর্থঃ আল্লাহর নামে শুরু করছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর,  
সালাত ও সালাম রাসুলুল্লাহ (সাৎ) এর প্রতি।

- হ্যুরত মোহাম্মদ (সাৎ) যমযমের কাছে গিরে  
যমযমের পানি পান করলেন এবং তাঁর নিজের মাথার  
চাললেন (আহমদ)। কাজেই আপনারা এ পানি পান  
করবেন এবং মাথার ব্যবহার করতে পারেন।

## ২৭ সাঁজি

সাঁজি শব্দের অর্থ হলো দৌড়ানো বা ঢেঠা করা। হজ্জ  
ও উমরার পরিভাষায় সাঁজি হলো সাফা ও মারওয়া  
পাহাড়ের মধ্যবর্তী হালে ৭ বার যাওয়া-আসা করা।  
বর্তমানে সাফা ও মারওয়া পাহাড় দুটির কেবলমাত্র  
চিক্ক/নির্দশন রাখা হয়েছে। পুরুষদের জন্য সাঁজির  
কিছু অংশ দ্রুত অতিক্রম করা সুন্নত যা সবুজ বাতি  
ঘারা চিহ্নিত করা আছে। মহিলারা এ হালে স্বাভাবিক  
ভাবে চলবেন।

## ২৮ সাঁজি কিভাবে করা হবে

### ২৮.১ হাজরে আসওয়াদ ইত্তিলাম করাট

যমযমের পানি পান করার পর এবং সাঁজি করার পূর্বে  
হাজরে আসওয়াদ এ ৯ম বারের মত ইত্তিলাম করে  
বা হাত উপরে তুলে ইশারা করে বলতে হবে-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ -

‘বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবাৰ ওয়া লিল্লাহিল হামদ’  
সাঁজি কৱাৰ সময় এটি কৱা সুন্নত। হ্বৰত মোহাম্মদ  
(সা) নিজে তা কৱেছেন। এৱপৰ সাঁজি কৱাৰ  
উদ্দেশ্যে সাকা পাহাড়ের দিকে অগ্ৰসৱ হতে হৰে।

২৮.২ সাকা পাহাড় হতে সাঁজি আৱণ্ণ মসজিদুল হৱামেৰ  
শেষ প্রান্তে সাকা পাহাড়ের নিকট পৌছে পড়বেন-

بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَرَبِّ  
أَخْفَرِ لِيْ دُنْوِيْنِ وَافْتَخَرْ لِيْ أَبْوَابَ فَضْلِهِ  
اللَّهُمَّ أَعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ -

অৰ্থঃ হে আল্লাহু! আমাৰ সমস্ত গুনাহ মাফ কৱে দিন।  
আগলাৰ অনুগ্রহে দৱজাসমূহ আমাৰ জন্য খুলে দিন। হে  
আল্লাহ! শয়তানেৰ কৰল হতে আমাকে রক্ষা কৰল।

২৮.৩ সাকা পাহাড়ে অবস্থান সাকা পাহাড়েৰ নিকটে  
গিৱে কা'বা শৱীকেৱ দিকে মুখ কৱে দাঁড়ান এবং  
নিৱৰ্ত কৰল-

নিৱৰ্তণ

হে আল্লাহু! আমি সাঁজি কৱাৰ জন্য সাকা ও মারওয়া এৱ  
মাৰ্বে ৭ বার প্ৰদক্ষিণ কৱাৰ নিৱৰ্ত কৱাছি। আগনি এ কাজ  
আমাৰ জন্য সহজ কৱে দিন এবং কৰুল কৰল।

২৮.৪ সাকা পাহাড়ে উঠতে উঠতে পড়বেন

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ هَجَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ  
أَوْ اغْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ بِهِمَا - وَمَنْ  
لَطَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلَيْهِمْ -

উচ্চাবণঃ ইন্নাস সাকা ওয়াল মারওয়াতা মিন শাঁআ-ইরিল্লাহ  
কামান হাজাল বায়তা আবি ভামারা ফালা ভুলাহা আলাইহি  
আই-ইয়াত তাৎ-ওয়াকা বিহিয়া, ওয়া মান তা-তাৎ-ওয়াআ  
থাৱৱান ফা ইন্নাল্লাহ শাকিৰুল আলীয়।

অৰ্থঃ নিচৰই সাকা ও মারওয়া আল্লাহৱ নিদৰ্শনসমূহে  
অতুল্য। সুতৰাং যে ব্যক্তি বাবতুল্লায় হজ কিংবা উহৱা  
কৱবে এই দুটিৰ ভাওয়াফ-এ (সাঁজি তে) তাৰ জন্য দোব

নাই, কেউ বেছুর ভাল কাজ করলে নিশ্চয় আল্লাহ  
প্রমাণারদাতা, সর্বজ্ঞ।

২৮.৫ সাক্ষা পাহাড়ে উঠে বাসতুল্লাহের দিকে দ্বিতীয়ে-

- তিনি বার আল্লাহ-আকবার বলে নিচের দোরা ও বার  
পড়ুন-
- আল্লাহ-আকবার, আল্লাহ-আকবার, ওয়া-সিল্লাহিল  
হামদ।
- সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদ লিল্লাহি ওয়া ইলাহ  
ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহ আকবার। ওয়াল্লাহ হামদ, ওয়াল্লাহ  
কুওয়াতা, ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজিয়।
- অভঃপর আল্লাহর একত্ববাদ, যত্ন ও প্রশংসা করে  
নিচের দোরা ও বার পড়ে এর মাঝে দোরা করবেন।

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ  
يُخْبِرُ وَيُبَيِّنُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ هُنْيٍ قَدِيرٌ— لَا إِلَهَ إِلَّا  
اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَرَ وَعْدَهُ وَتَصَرَّ عَنْدَهُ وَهَرَمَ الْأَخْرَابَ  
وَحْلَهُ—

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তিনি এক। তাঁর কোন  
শরীক নাই। রাজত্ব তাঁরই। প্রশংসা ও তাঁর। তিনি জীবন ও  
মৃত্যু দেন। আর তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান।  
আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তিনি এক। তিনি তাঁর  
অংগীকার পূর্ণ করেছেন; তাঁর বাস্তাকে সাহায্য করেছেন  
এবং একাই শক্ত-দশতলোকে পরাজিত করেছেন।

২৮.৬ সাক্ষা-বারওয়ার সাঁই করার স্থান সবুজ বাতি  
ঘরের মাঝে স্ক্রিন চলার সময়ে বলতে হবে-

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ—

উচ্চারণঃ রামিগফির ওয়ারহাম ওয়া আন্তাল আংজায়হুল  
আকরাম।

অর্থঃ হে আয়ার প্রতিপালক। আমাকে ক্ষমা করুন, দন্তা  
করুন। আপনি মহাপরাক্রমশীল, মহাসম্মানী।

- মহিলারা এখানে সামাজিকভাবে চলবেন দৌড়াতে হবে  
না।

২৮.৭ এরপর মারওয়া পাহাড়ের দিকে হেঁটে অগ্রসর হতে  
হবে।

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ  
الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ الْكَرِيمِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ الَّذِينِ  
فَاسْجَدُ لَهُ وَسَتَّحَهُ لَيْلًا طَوِيلًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ  
وَلَا شَرِيكَ لَهُ وَهُرَمَ الْأَخْرَابَ وَحْدَهُ لَا شَئَةَ قَبْلَهُ وَلَا  
بَعْدَهُ يُخْبِرُ وَيُمْنِي وَهُوَ حَيٌّ دَائِمٌ لَا يَمُوتُ يُبَدِّي  
الْخَيْرَ وَالَّتِي هُوَ أَمْسِيَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَئْ يُعْلِمُ قَدِيرٌ رَبُّ  
إِخْرَاجٍ وَأَرْحَامٍ وَأَعْفُ وَكَزْمٌ وَتَجَاوِزٌ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ  
اللَّهُ تَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْزَلُ الْأَكْرَمُ—  
رَبُّ  
نَجَنَا مِنَ النَّارِ سَالِمُونَ غَافِلُونَ فَرِجُلُونَ  
مُسْتَبَشِّرُونَ مَعَ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ مَعَ الَّذِينَ  
أَنْعَمْتَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْعِصَدِيْقِينَ

وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ— وَحَسْنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا—  
ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلَيْنَا لَا إِلَهَ إِلَّا  
اللَّهُ حَقًا حَقًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعَبُّدُهُ وَرِقًا— لَا إِلَهَ إِلَّا  
اللَّهُ وَلَا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينُ وَلَوْ كَرِهَ  
الْكُفَّارُ—

অর্থঃ আল্লাহ্ অতি মহান! আর অগণিত প্রশংসা তাঁরই  
প্রাপ্য। মহান আল্লাহ্ পবিত্রতা বয়ান করছি, দয়াল আল্লাহ্  
প্রশংসা ঘর্ষনা করি সকাল ও সন্ধিয়া। (হে মানব) রাতের  
কোন সময়ে উঠে তাঁর দরবারে সিজদা কর। আর দীর্ঘ রাত  
ধরে পবিত্রতা বয়ান কর। আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য  
নাই। তিনি অবিতীর (অভীতে) তাঁর বাসা (মুহ্মদ সাঃ)-  
কে সাহায্য করেছেন আর একাই তিনি পরামিত করেছেন  
কাফিরদের দলগুলিকে। তিনি অনাদি, অনন্ত, তিনিই জীবন  
দেন এবং মৃত্যু দেন। তিনি চিরজীব, অক্ষয়, অমর, তিনি  
কল্পাণময়, কিরে খেতে হবে তাঁরই নিকট সকলকে। আর  
সব কিছুর উপর তাঁর শক্তি অপ্রতিহত। হে দয়াময়! প্রভু!  
কয়া করুন, দয়া করুন, গুলাহ মাক করুন, অনুগ্রহ করুন,

আর আপনি যা জানেন, তা মার্জনা করুন। হে আল্লাহ! আপনি সবই জানেন, যা আমরা জানি না তাও জানেন, আপনিই মহান ও সমানিত। হে আল্লাহ! দোষখ হতে আমাদেরকে বঁচান। আমাদেরকে নিরাপদ, সকলকাম, আনন্দময় রাখুন, আপনার নেক বাসাদের সাথে এবং আপনার নিয়মিত প্রাণগত অর্থাৎ নবীগণ, সিদ্ধীকগণ, শহীদান আর অন্যান্য নেক বাসার সঙ্গে, তাঁরাই হচ্ছেন উত্তম বস্তু; এ কেবল আল্লাহর অনুগ্রহ। আল্লাহ! খুব ভাল করেই জানেন। সত্য মনে বলছি, উপাস্য একমাত্র আল্লাহ! ছাড়া আর কেউ নাই, নাই কোন উপাস্য, আল্লাহ! ব্যতীত বন্দেগীর যোগ্য। (শীকার করছি) উপাস্য আল্লাহ! ব্যতীত কেউ নাই। ইবাদত করি তথ্য তাঁরাই, সত্যিকার আনুগত্য তথ্য তাঁরাই জন্য যদিও কাফিররা তা পছন্দ করে না।

২৯.১ সাক্ষা হতে মারওয়া পৌছলে সাঁজের এক চক্র হয়।

৩০ সাঁজের বিভীষ চক্র ৪ মারওয়া পাহাড়ে উঠে বারভুল্লাহর দিকে কিরে সাক্ষা অনুরূপ দোয়া করুন এবং বিভীষ সাঁজ করুন।

- ৩০.১ মারওয়া পাহাড়ে উঠে বারভুল্লাহর দিকে কিরে—  
তিন বার আল্লাহ-আকবার বলে নিচের দোয়া ও বার পড়তে  
হবেঃ
- আল্লাহ-আকবার, আল্লাহ-আকবার, ওয়া-লিল্লাহিল  
হ্যামদ।
  - সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা  
ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহ আকবার। ওয়ালা হাওলা, ওয়ালা  
কুওরাতা, ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজিম।
  - অত্যপির নিচের দোয়া ও বার পড়ে এর মাঝে দোয়া  
করবেন

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ  
يُخَيِّرُ وَيُنِيبِرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ هُنْيٍ قَدِيرٌ— لَا إِلَهَ إِلَّا  
اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَرَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَرَمَ الْأَخْرَابَ  
وَخَلَقَ

অর্থঃ আল্লাহ! ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তিনি এক। তাঁর কোন  
শরীক নাই। রাজত্ব তাঁরাই। প্রশংসাও তাঁর। তিনি জীবন ও  
মৃত্যু দেন। আর তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান।

আল্লাহ ছাড়া কোন ইসাহ নাই, তিনি এক। তিনি তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন; তাঁর বাস্তাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই শক্তি-দলগুলোকে পরাজিত করেছেন।

৩০.২ সাইর বিতীয় চৰের দোষা

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الْفَرَدُ الصَّمِدُ الَّذِي لَمْ  
يَتَنَخَّذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي  
الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَفِيلٌ لَكُلِّ  
اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ السُّنْنَةِ أُذْعُونَ  
أَسْتَجِبْ لَكُمْ— دَعَوْنَاكَ رَبَّنَا فَاغْفِرْلَنَا كَمَا وَعَدْنَا  
إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ— رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًّا  
يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ أَمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَأَمَنُوا— رَبَّنَا  
فَاغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِزْ عَنَّا سَيِّئَاتَنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ  
الْأَكْبَارِ— رَبَّنَا وَأَتَنَا مَا وَعَدْنَا حَلَّ رُسْلِكَ وَلَا

تُخْرِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ— إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ— رَبَّنَا  
عَلَيْكَ تَوَكِّلَنَا وَإِلَيْكَ أَتَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ— رَبَّنَا  
أَغْفِرْلَنَا وَلَا خَوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا  
تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غَلَّ لِلَّذِينَ أَمْنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ  
رَءُوفٌ رَّحِيمٌ—

অর্থঃ উপাস্য একমাত্র আল্লাহর যিনি এক ও অবিতীর্ণ, একক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ, যিনি (কাউকে) পত্তি ও বানান নাই, পুত্রও বানান নাই, বিশ্ব পরিচালনায় তাঁর কোন অংশীদার নেই, আর কোন দুর্বলতাও নাই যে, তাঁর জন্য সাহায্যকারীর প্রয়োজন হতে পারে। (হে মানুষ!) তুমিও তাঁর মহত্ত্ব ভাল করে বর্ণনা কর। হে আল্লাহ! আপনার প্রেরিত কিতাবে আপনি বলেছেন, আমাকে ডাক, আমি সাড়া দিব। আমরা আপনাকে ডাকছি, সুতরাং আমাদের শনাহ মাফ করুন, আর আপনি তো শয়াদা খিলাফ করেন না। হে পরওয়ারদিগার! আমরা একজন ঘোষণাকারীকে ঈমানের দাওয়াত দিয়ে বলতে শনেছি, তোমাদের প্রভুর উপর ঈমান আন। তাই আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং হে আমাদের প্রতিপালক!

আমাদের কুলাহ্মাক কর্মন, আমাদের সব অন্যান্য অনাচার মোচন করে দিন, আর আমাদের মৃত্যু দিন সৎ লোকদের সঙ্গে, আর তা-ই আমাদেরকে দান কর্মন-বার ওয়াদা আপনি আপনার নবী-রাসূলগণের নিকট করেছেন, আর জাজিত করবেন না আমাদেরকে কিমামতের দিনে; নিচেই আপনি ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। হে আমাদের প্রতিপালক! কুরসা করছি তখন আপনারই ওপর, আর এসেছি আপনারই নিকট হতে এবং আপনার নিকটই কিরে যেতে হবে; সুভোঁ হে আল্লাহ! ক্ষমা কর্মন আমাদেরকে আর আমাদের সেই ভাইদেরকে যারা ঈমানের ব্যাপারে আমাদের অভাবত্তি; বিষের দিবেন না আমাদের অন্তরে তাদের প্রতি, যারা ঈমান ধনেছে। হে আল্লাহ! আপনি সত্যই বড় দয়ালু মেহেরবান।

**৩০.৩ মারওয়া হতে সাফা পৌছালে সাঁজের দুই চক্র বা শীতল শেষ হো।**

### ৩১ সাঁজের তৃতীয় চক্র

সাফা পাহাড়ে উঠে বায়তুল্লাহর দিকে ফিরে যারওয়া পাহাড়ের অনুরূপ দোয়া কর্মন এবং তৃতীয় সাঁজের চক্র ওয়াক কর্মন।

**৩১.১ সাফা পাহাড়ে উঠে বায়তুল্লাহর দিকে ফিরে-**

- তিনবার আল্লাহ-আকবার বলে ৩ বার নিচের দোয়া পড়ুন
- আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ।
- সুবহনাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহ ইল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার। ওয়ালা হওলা, ওয়ালা কুওয়াতা, ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়িল আজিম।
- অভংগ নিচের দোয়া ৩ বার গড়ে এবং যাবে দোয়া করবেন

**لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ  
يُخْبِرُ وَيُعْلِمُتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
وَحْدَهُ أَنْجَرَ وَعَدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَخْرَاءِ  
وَحْدَهُ**

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নাই। রাজত তাঁরই। প্রশংসাও তাঁর। তিনি জীবন ও মৃত্যু দেন। আর তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তিনি এক। তিনি তাঁর অংগীকার পূর্ণ করেছেন; তাঁর বাসাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই শক্ত-দলগুলোকে পরাজিত করেছেন।

رَبِّنَا أَتْهِمُ لَكَ تُورَّتَا وَأَغْفِرْلَكَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ  
 شَيْءٍ قَدِيرٌ—اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ عَاجِلَةً  
 وَعَاجِلَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَزَّ كُلِّهِ—وَعَاجِلِهِ—  
 وَأَجِلِهِ—أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ—  
 اللَّهُمَّ رَبِّ دُنْيَا عِلْمِي وَلَا تُرِغِّبْ قَلْبِي بَعْدَ إِذِ  
 هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ  
 الْوَهَابُ—اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي وَبَصَرِي لَا إِلَهَ  
 إِلَّا أَنْتَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لَا إِلَهَ  
 إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ—اللَّهُمَّ  
 إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ—اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ  
 بِرِضَاكَ مِنْ سَخْطِكَ وَبِمُعَافَايَاتِكَ مِنْ عَذَابِكَ

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُخْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَيْمَ  
 أَنْتَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ فَكَلَّ الْحَمْدُ حَتَّىٰ تَرْضَىٰ—

অর্থঃ হে রাব্বুল আলামীন! আমাদের (ইমানের) নুরকে  
 পরিপূর্ণ করুন আর ক্ষমা করুন আমাদেরকে, নিশ্চয়ই  
 আপনি সর্বশক্তিমান। হে আল্লাহ! আপনার নিকট প্রার্থনা  
 করছি সব রূকম কল্যাণ, যা তাড়াতাড়ি আসে তাও, যা  
 দেরিতে আসে তাও। আশ্রম চাছি আপনারই সব রূকম  
 অকল্যাণ হতে যা তাড়াতাড়ি আসে তা হতেও আর যা  
 দেরিতে আসে তা হতেও; মার্জনা চাছি আমার ভূমাহের,  
 আর ভিক্ষা চাছি আপনার ভুহ্যভের। হে আল্লাহ! হে প্রভু  
 আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন, বিশ্রাম করবেন না আমার  
 অন্তরকে সত্য পথ দেখাবার পর, দান করুন আমাকে  
 আপনার খাস ভুহ্যত, আপনি বেশি বেশি ঘানকারী। হে  
 আল্লাহ! নির্দোষ করুন আমার কান আর চক্ষুকে, আপনি  
 ব্যতীত আর কেউ উপাস্য নাই। হে আল্লাহ! আমি আশ্রম  
 চাছি আপনার নিকট করবের আবাব হতে, আপনি ব্যতীত  
 আর কেউ উপাস্য নাই। পরিক্রম আপনার সম্মা, আমি পাপী-  
 তাপী। হে আল্লাহ! কুফর আর দারিদ্র হতে আপনার নিকট  
 আমি পানাহ চাছি। হে আল্লাহ! আশ্রম চাছি আপনার ভূষিত

ঘারা আপনার রোবান্স হতে, আপনার বখশিষের ঘারা আপনার শান্তি হতে আর আপনার নিকট থেকে আপনারই অপ্রয় চাঞ্ছি। কুলিয়ে উঠতে পারি না আপনার প্রশংসা করে। আপনি টিক তেমনি, যেমনটি আপনি নিজে বর্ণনা করেছেন। সব প্রশংসাই আপনার যতক্ষণ না আপনি খুশী হন।

৩১.৩ দোষা করতে করতে সাক্ষা হতে আরওয়া পাহাড়ে  
পৌছলে সাঁইর ও চফুর বা শাওত হজা।

## ৩২. সাঁইর চতুর্থ চক্র

আরওয়া পাহাড়ে উঠে বারভুলাহুর দিকে ফিরে সাক্ষা অনুকূল দোষা করুন এবং ৪৪ সাঁই তক্র করুন।

৩২.১ মারওয়া পাহাড়ে উঠে বারভুলাহুর দিকে ফিরে-

- তিনবার আল্লাহ-আকবার বলে নিচের দোষা ও বার পড়ুন
- আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার, ওয়া লিলাহিল হামদ।
- সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিলাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহ আকবার। ওয়ালা হামদা, ওয়ালা কুওয়াতা, ইল্লা বিলাহিল আলিম্যিল আজিম।

• এব্রগুর নিচের দোষা ওবার পড়ে এর মাঝে দোয়া  
করবেন

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ  
يُخْرِجُ وَيُنْسِي وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
وَحْدَهُ الْجَزْ وَحْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَخْرَابَ  
وَحْدَهُ

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নাই। রাজত তাঁরই। প্রশংসাও তাঁর। তিনি জীবন ও মৃত্যু দেন। তিনি সকল বিষয়ের উপর স্বত্ত্বাবান। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তিনি এক। তিনি তাঁর অংশিকার পূর্ণ করেছেন; তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই শক্ত-দলগুলোকে পরাজিত করেছেন।

## ৩২.২ সাঁইর চতুর্থ চক্রের দোষা

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَإِسْتَغْفِرُكَ  
مِنْ كُلِّ مَا تَعْلَمْ إِنَّكَ عَلَمُ الْغُيُوبِ—لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ - مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ الصَّادِقُ  
 الْوَغِيْرُ الْأَمِينُ - أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ كَمَا هَدَيْتُكَنِي  
 لِلْإِسْلَامِ أَن لَا تُنْزِعَهُ مِنِّي حَتَّى تَتَوَفَّنِي عَلَيْهِ وَآتَا  
 مُسْلِمٌ - أَللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي سَمْعِي  
 نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا - أَللَّهُمَّ افْرَخْ لِي صَدْرِي  
 وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ وَسَارِسِ الْمُصْدِرِ  
 وَهَمَّاتِ الْأَمْرِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ - أَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ  
 مِنْ شَرِّ مَا يَأْلَجُ فِي الظَّلَّمِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَأْلَجُ فِي النَّهَارِ  
 وَمِنْ شَرِّ مَا تَهْبِطُ الْرِّيَاحُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ -  
 سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقْ عِبَادَتِكَ يَا اللَّهُ -  
 سُبْحَانَكَ مَا ذَكَرْنَاكَ حَقْ ذِكْرِكَ يَا اللَّهُ -

অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনার নিকট চাছি সব জিনিসের  
 কল্পাশ, যা আপনার জানা আছে। আর যাক চাছি সব খনাহ

হতে যা আপনি জানেন, কেবল আপনি তো গারেব সম্পর্কে  
 জানেন। আল্লাহ! ব্যক্তিত কোন উপাস্য নাই- যিনি সবার  
 স্ত্রীট, যিনি সত্য সুষ্ঠুট, মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল,  
 প্রতিক্রিয়া রুক্ষাকারী, বিশ্বাসী। ইয়া আল্লাহ! আপনার কাছে  
 আমার প্রার্থনা, যেমন করে ইসলামের পথ আমাকে  
 দেখিবেছেন, তেমনি মরণ পর্যন্ত আমার নিকট হতে তা  
 ছিনিয়ে নিবেন না আর আমার মরণ দেন হয় মুসলিম  
 হিসাবে। হে আল্লাহ! আমার অভয়ে, শ্রবণে আর দৃষ্টিতে  
 আলো দিন। হে আল্লাহ! উচ্চুক্ত করে দিন আমার বক,  
 সহজ করে দিন আমার কাজ, আর পানাহ চাছি আপনার  
 নিকট, মনের সন্দেহ-অনিষ্ট হতে, বিভিন্ন বিষয় কর্মের  
 পেরেশানী হতে আর কবরের কিত্তা হতে। হে আল্লাহ!  
 আপনার নিকট পানাহ চাছি সেই সব জিনিসের অনিষ্ট হতে  
 যা রাত্মে আসে আর যা দিনে আসে এবং যা বাতাস উড়ে  
 নিয়ে আসে। হে শ্রেষ্ঠতম দরবালু! আমি আপনার পবিত্রতা  
 বর্ণনা করছি, আপনার উপযুক্ত বলেগী করতে পারিনি। হে  
 আল্লাহ! আপনি পাক-পবিত্র। সুরণ করিনি আপনাকে তেমন  
 করে ঠিক যেমন করে করা উচিত, হে আল্লাহ!

৩২৩ দোষা করতে করতে মাঝেমধ্যে পাহাড় হতে সাকা  
 পাহাড়ে পৌছালে সাইর ৪ চক্র বা শাওত হয়।

الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ - مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ الصَّادِقُ  
 الْوَعْدُ الْأَمِينُ - اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ كَمَا هَدَيْتَنِي  
 لِلْإِسْلَامِ أَن لَا تَنْزِعَهُ مِنِّي حَتَّى تَتَوَفَّافِي عَلَيْهِ وَأَنَا  
 مُسْلِمٌ - اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي سُمْعِي  
 نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا - اللَّهُمَّ اشْرُحْ لِي صَدْرِي  
 وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ وَسَارُوسِ الْصَّدْرِ  
 وَشَتَاتِ الْأَمْرِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ - اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ  
 مِنْ شَرِّ مَا يَلْجُ فِي الظَّلَالِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَلْجُ فِي النَّهَارِ  
 وَمِنْ شَرِّ مَا تَهْبُ الرِّيَاحُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ -  
 سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقًّا عِبَادَتِكَ يَا اللَّهُ -  
 سُبْحَانَكَ مَا ذَكَرْنَاكَ حَقًّا ذِكْرَكَ يَا اللَّهُ -

অর্থং হে আল্লাহ! আপনার নিকট চাছি সব জিনিসের কল্যাণ, যা আপনার জানা আছে। আর মাঝ চাছি সব গুলাহ

হতে যা আপনি জানেন, কেবল আপনি তো গায়ের সম্পর্কে জানেন। আল্লাহ! ব্যতীত কোন উপাস্য নাই- যিনি সবার স্মার্ট, যিনি সত্য সুষ্পষ্ট, মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল, প্রতিক্রিতি রক্ষাকারী, বিশ্বাসী। ইয়া আল্লাহ! আপনার কাছে আমার প্রার্থনা, যেমন করে ইসলামের পথ আমাকে দেখিয়েছেন, তেমনি মরণ পর্যন্ত আমার নিকট হতে তা ছিনিয়ে নিবেন না আর আমার মরণ যেন হয় মুসলিম হিসাবে। হে আল্লাহ! আমার অন্তরে, শ্রবণে আর দৃষ্টিতে আলো দিন। হে আল্লাহ! উন্মুক্ত করে দিন আমার বক্ষ, সহজ করে দিন আমার কাজ, আর পানাহ চাছি আপনার নিকট, মনের সন্দেহ-অনিষ্ট হতে, বিভিন্ন বিষয় কর্মের পেরেশানী হতে আর কবরের ফিত্না হতে। হে আল্লাহ! আপনার নিকট পানাহ চাছি সেই সব জিনিসের অনিষ্ট হতে যা রাত্রে আসে আর যা দিনে আসে এবং যা বাতাস উড়ে নিয়ে আসে। হে শ্রেষ্ঠতম দয়ালু! আমি আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, আপনার উপযুক্ত বন্দেগী করতে পারিনি। হে আল্লাহ! আপনি পাক-পবিত্র। সুরণ করিনি আপনাকে তেমন করে ঠিক যেমন করে করা উচিত, হে আল্লাহ!

৩২.৩ দোয়া করতে করতে মারওয়া পাহাড় হতে সাফা  
পাহাড়ে পৌছালে সাঁউর ৪ চক্র বা শাওত হয়।

### ৩৩ সাঁজির পঞ্জম চক্র

সাকা পাহাড়ে উঠে বায়তুল্লাহর দিকে ফিরে মাঝেমধ্যে  
পাহাড়ের অনুরূপ দোয়া করে ৫ম সাঁজি শুরু করুন।

#### ৩৩.১ সাকা পাহাড়ে উঠে বায়তুল্লাহর দিকে ফিরে

- তিনবার আল্লাহ-আকবার বলে ৩ বার পড়ুন-
- আল্লাহ-আকবার, আল্লাহ-আকবার, ওয়া-লিল্লাহিল  
হামদ।
- সুব্যবনামাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহ  
ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহ আকবার। ওয়ালা হামলা, ওয়ালা  
কুওয়াতা, ইল্লা বিল্লাহিল আশিয়িল আজিম।
- এরপর লিঙের দোয়া ৩ বার পড়ে এর মাঝে দোয়া  
করুন

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ  
يُخْبِرُ وَيُبَيِّنُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ—لَا إِلَهَ إِلَّا  
اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَخْرَاءِ  
وَحْدَهُ—

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তিনি এক। তাঁর কোন  
শরীক নাই। রাজতু তাঁরই। প্রশংসনোও তাঁর। তিনি জীবন ও  
মৃত্যু দেন। আর তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান।  
আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তিনি এক। তিনি তাঁর  
অংগীকার পূর্ণ করেছেন; তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন  
এবং একাই শক্ত-দলগুলোকে পরাজিত করেছেন।

#### ৩৩.২ সাঁজির পঞ্জম চক্রের দোয়া

سُبْحَانَكَ مَا شَكَرْتَكَ حَقَّ هُنْكِرْكَ يَا أَللَّهُ—سُبْحَانَكَ  
مَا قَصَدْتَكَ حَقَّ قَصْدِكَ يَا أَللَّهُ—أَللَّهُمَّ حَبَّبَ إِلَيْنَا  
الْإِيمَانَ وَزَرَّنَاهُ فِي قُلُوبِنَا وَكَرَّهَ إِلَيْنَا الْكُفْرَ  
وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ  
الصَّالِحِينَ—أَللَّهُمَّ قِنَا حَدَّا بَلَكَ يَوْمَ تَبَعَثُ عِبَادَكَ—  
أَللَّهُمَّ اهْدِنَا بِالْهُدًى وَنَقِنَا بِالْتَّقْوَى وَاغْفِرْنَا  
فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى—أَللَّهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ  
بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِزْقَكَ—أَللَّهُمَّ إِنِّي  
৮১

أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ الْمُقِيمَ الَّذِي لَا يَحْوِلُ وَلَا يَزُولُ  
 أَبْدًا—أَللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا—وَفِي سَمْعِي  
 نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَفِي لِسَانِي نُورًا وَعَنْ  
 يَوْمِي نُورًا وَمِنْ فَوْقِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي  
 نُورًا وَعَظَمْ لِي نُورًا—رَبِّي اشْرَخْ لِي صَدْرِي  
 وَلَيَسْرِ لِي أَمْرِي—إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ  
 فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطْوَفَ  
 بِهِمَا—وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ هَا كِرْهَ عَلَيْهِمْ—

অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনি পাক-পবিত্র, আপনার শোকের আদায় তেমনি করি নাই-যেমনটি করা উচিত। হে আল্লাহ! আপনি পাক-পবিত্র, আপনাকে চাওয়ার মত চাইনি। হে আল্লাহ! ঈমানকে আমাদের নিকট প্রিয় করে দিন আর আমাদের জন্মে একে শোভিত করে দিন এবং কুকুর, দুকৃতি আর অবাধ্যতাকে আমাদের নিকট ঘৃণ্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে শামিল করুন আপনার নেক্ষার

বাসাদের মধ্যে। হে আল্লাহ! বেদিন আপনার বাসারদেরকে আবার উঠাবেন, সেদিন আপনার আয়াব হতে আমাদের বাঁচান। হে আল্লাহ! আমাকে সরল পথ দেখান, তাকওয়ার সাহায্যে নিষ্পাপ করুন। দুনিয়া আর আবিনাতে আমাকে যাগফিনাত করুন। হে আল্লাহ! আমাদের উপর ছাড়িরে দিন আপনার বরকত, কৃত আর রিযিক। হে আল্লাহ! আপনার নিকট সে নিরামত চাঞ্চি, যা হাত্তী হবে এবং হাতছাড়া কিংবা বিনাশ হবে না কখনও। হে আল্লাহ! আমার হস্তকে, আমার শ্রবণশক্তিকে, আমার দৃষ্টিশক্তিকে, আমার যবানকে, আমার সম্মুখ এবং উপরকে আপনার নুরের আলোকে আলোকিত করে দিন। হে প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রসারিত করে দিন এবং কর্মসূহকে সহজ করে দিন। নিশ্চয়ই সাক্ষা ও যাইওয়া আল্লাহর নির্দর্শনবরূপ। সুতরাং যে খানা-ই কা'বার হজ্জ করে কিংবা উমরা করে, তার পক্ষে এ নির্দর্শন দুটির ভাওয়াফ (সাঁক্ষি) করায় কোন দোষ নেই। কেউ বৈছ্যার ভাল কাজ করলে নিশ্চয়ই আল্লাহ পুরক্ষারদাতা, সর্বজ্ঞ।

৩৩.৩ দোক্ষা করতে করতে সাক্ষা হতে যাইওয়া গাহ্যত্বে  
 পৌছলে সাঁক্ষির মে চক্র বা শাখাত হ্যা।

## ৩৪ সাঁজির ষষ্ঠ চর্কর

মাঝেওয়া পাহাড়ে উঠে বাজ্রভূজাহর দিকে ফিরে সাক্ষাত  
অনুকূল দোয়া করুন এবং ৬ষ্ঠ সাঁজি শুরু করুন।

### ৩৪.১ মাঝেওয়া পাহাড়ে উঠে বাজ্রভূজাহর দিকে ফিরে-

- তিন বার আল্লাহ আকবার বলে ৩ বার পঞ্চুন-
- আল্লাহ-আকবার, আল্লাহ-আকবার, ওয়া-লিল্লাহিল  
হ্যামদ।
- সুবহানাল্লাহি ওয়াল হ্যামদু লিল্লাহি শয়া লা-ইলাহ  
ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহ আকবার। ওয়ালা হাওলা,  
ওয়ালা কুওয়াতা, ইল্লা বিল্লাহিল আশিয়িল আজিম।
- এরপর নিচের দোয়া তৃবার পঢ়ে এর মাঝে দোয়া  
করুন

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ كُلُّهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ  
يُخْبِسُ وَيُبَيِّنُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ هُنْوَ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَحْدَهُ وَسَعَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَخْرَاءَ  
وَخَلَقَ—

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তিনি এক। তাঁর কোন  
শরীক নাই। রাজত্ব তাঁরই। প্রশংসাও তাঁর। তিনি জীবন ও  
মৃত্যু দেন। আর তিনি সকল বিষয়ের শুপরি ক্ষমতাবান।  
আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তিনি এক। তিনি তাঁর  
অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন; তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন  
এবং একাই শক্ত-দশঙলোকে পরাজিত করেছেন।

### ৩৪.২ সাঁজির ষষ্ঠ চর্করের দোয়া

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ—لَا إِلَهَ إِلَّا  
اللَّهُ وَحْدَهُ صَلَوةٌ وَعُذْلَةٌ وَصَحْرَةٌ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَخْرَاءَ  
وَحْدَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا تَعْبُدُ إِلَّا إِيمَانًا مُخْلِصِينَ لَهُ  
الَّذِينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك  
الْهُدَى وَالتَّقْوَى وَالْعَفَافَ وَالْغُنْيَ—أَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ  
كَمَا لَدُنْ نَقُولُ وَخَيْرًا مِمَّا تَقُولُ—أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك  
رِضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخْطِكَ وَالنَّارِ وَمَا

يُقْرَبُنِي إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ عَمَلٍ— أَللَّهُمَّ  
 بِنُورِكَ اهْتَدِنَا وَبِفَضْلِكَ إِسْتَعْنَا وَفِي كُنْفِكَ  
 وَأَنْعَامِكَ وَعَطَائِكَ وَاحْسَانِكَ أَمْبَحْنَا وَأَمْسِنَا—  
 أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَا قَبْلَكَ هُنْيُءُ— وَالْآخِرُ فَلَا بَعْدَكَ  
 هُنْيُءُ وَالظَّاهِرُ فَلَا هُنْيُءُ فَوْقَكَ وَالْبَاطِنُ فَلَا هُنْيُءُ  
 دُونَكَ— نَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَلَسِ وَالْكُشْلِ وَعَذَابِ  
 الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْخُفْيِ وَنَسْلُكْ الْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ رَبِّ اغْفِرْ  
 وَارْحَمْ وَاغْفُ وَتَكَرَّمْ وَتَجَاوِزْ حَمَاءَ تَعْلَمْ إِنَّكَ تَعْلَمْ  
 مَا لَا تَعْلَمْ إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ— إِنَّ الصَّفَا  
 وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ  
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَعَّ خَيْرًا فَإِنَّ  
 اللَّهَ شَاكِرٌ عَلَيْهِمْ—

অর্থঃ আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ,  
 সমস্ত প্রশংসা আল্লাহৰ জন্য। আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য  
 নাই। তিনি এক, তিনি ওয়াদা সত্ত্বে পরিণত করেছেন।  
 তিনি তাঁৱ বাদা (নবী করিম (সা)) কে সাহায্য করেছেন,  
 কাফিরদেরকে একাই যুক্তে পরামর্শ করেছেন। তিনি এক  
 এবং তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নাই। আমরা তাঁকে  
 ছাড়া আৱ কাৱো ইবাদত কৰি না। আমরা একনিষ্ঠভাবে  
 একমাত্ৰ তাঁই ইবাদত কৰি, যদিও বিধর্মিগণ এই সত্ত্ব  
 ধৰ্মকে অস্বীকার কৰে। হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট  
 চাছি হিন্দিয়াত, ভাক্ষণ্যা, পবিত্রতা ও ঐশ্বৰ্য। হে আল্লাহ্!  
 নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা যা আমরা কৰি, তা হতেও উভয়  
 প্রশংসা আপনার জন্য। হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট  
 আপনার সজ্ঞি এবং বেহেল্ত চাছি এবং আশ্রয় চাছি  
 আপনার গ্রেখ ও দোষখ হতে। বে সমস্ত কথা ও কাজ  
 দোষখের নিকটবর্তী কৰে, ঐ সমস্ত কথা ও কাৰ্যকৰ্ম হতে  
 আপনার আশ্রয় চাছি। হে আল্লাহ্! আপনার নুরের আলোকে  
 আমরা সঠিক পথ পেৱেছি, আপনার রহস্যত দ্বাৰা আমরা  
 আপনার সাহায্য চাই। আপনারই নিয়ামতসমূহ দান-দক্ষিণা  
 ও ইহসানের মধ্যে আমরা সকাল বিকাল অতিবাহিত কৰি।  
 আপনিই প্রথম, আপনার পূৰ্বে কেউ নাই এবং আপনিই  
 শেষ, আপনার পৱেও কেউ নাই। আপনিই যাহিৰ তাই

আপনার উপরে কেউ নাই এবং আপনিই বাতিন। তাই আপনার নিচেও কেউ নাই। আমরা আপনার নিকট দারিদ্র্য, অভাব-অন্টন, কবরের আয়াব এবং প্রাচুর্যের ফিত্না হতে আশ্রয় চাছি এবং আপনার নিকট বেহেশ্ত লাভের সাফল্য কামনা করছি। হে আমার প্রতিপালক! আমাকে শ্রমা করুন, রহম করুন, মাফ করুন, এবং মেহেরবানী করুন। আর আপনি যা জানেন তা উপেক্ষা করুন। নিশ্চয়ই আমরা যা জানিনা তার সব আপনার জানা আছে। নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহ মহাসম্মানী। নিশ্চয়ই সাক্ষা ও মারওয়া আল্লাহর নির্দর্শনস্বরূপ। সুতরাং যে খানা-ই-কা'বার হজ্জ করে কিংবা উমরা করে, তার জন্য এ নির্দর্শন দুটির সাঞ্জি করায় কোন দোষ নাই। কেউ স্বেচ্ছায় ভাল কাজ করলে নিশ্চয়ই আল্লাহ পুরকারদাতা, সর্বজিৎ।

৩৪.৩ দোয়া করতে করতে মারওয়া পাহাড় হতে সাক্ষা পাহাড়ে পৌছলে সাঞ্জির ৬ চক্র বা শাওত হয়।

### ৩৫ সাঞ্জির সপ্তম চক্র

সাক্ষা পাহাড়ে উঠে বায়তুল্লাহর দিকে ফিরে মারওয়া পাহাড়ের অনুরূপ দোয়া করুন এবং ৭ম সাঞ্জি শুরু করুন।

#### ৩৫.১ সাক্ষা পাহাড়ে উঠে বায়তুল্লাহর দিকে বিদ্রে-

- তিনবার আল্লাহ-আকবার বলে ৩ বার নিচের দোয়া পড়ুন
- আল্লাহ-আকবার, আল্লাহ-আকবার, ওয়া-লিল্লাহিল হামদ।
- সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহ আকবার। ওয়ালা হাওলা, ওয়ালা কুওয়াতা, ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজিম।
- এরপর নিচের দোয়া ৩ বার গড়ে এর মাঝে দোয়া করুন

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ  
يُحِبُّنِي وَيُبَيِّنُتْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَخْرَابَ وَحْدَهُ

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নাই। রাজত তাঁরই। প্রশংসাও তাঁর। তিনি জীবন ও

মৃত্যু দেন। আর তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান।  
আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তিনি এক। তিনি তাঁর  
অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন; তাঁর বাস্তাকে সাহায্য করেছেন  
এবং একাই শর্জ-সজ্ঞলোকে পরাজিত করেছেন।

### ৩৫.২ সাইর সম্মত চৰকৰের দোয়া

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ كِبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ  
كِبِيرًا—اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيَّ الْإِيمَانَ وَزَرِّنِيْ فِي قَلْبِي  
وَكَرِّهْ إِلَيَّ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعُصْبَيَانَ وَاجْعَلْنِي مِنْ  
الرَّاشِدِينَ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاعْفْ وَكَرِّمْ وَتَجَاهِزْ  
عَنِّي تَعْلَمْ إِنَّكَ تَعْلَمْ مَا لَا نَعْلَمْ إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ  
الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ—اللَّهُمَّ اخْتِمْ بِالْخَيْرَاتِ أَجَالَنَا  
وَحْقِيقَ يُفَضِّلَكَ أَمَّا لَنَا وَسَهَلَ لِبُلُوغِ رِضَافِ سُبْلَنَا  
وَحَسَنَ فِي جَمِيعِ الْأَخْوَالِ أَعْمَلَنَا يَا مُنْقِذَ  
الْفَرْقَى يَا مُنْجِى الْهَلْكَى—يَا شَاهِدَ كُلَّ تَجْوِيْ يَا

مُنْتَهِى كُلَّ شِكْوَى يَا قَدِيمَ الْإِحْسَانِ يَا دَائِمَ  
الْمَعْرُوفِ يَا مَنْ لَا غَنِيٌّ بِشَفَاعَتِهِ—اللَّهُمَّ إِنِّي  
أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَعْطَيْنَا وَمِنْ شَرِّ مَا مَنَعْنَا—  
اللَّهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَالْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ خَيْرَ  
خَرَايَا وَلَا مَفْتُونِينَ—رَبِّ يَسِيرْ وَلَا تُعَسِّرْ رَبِّ أَثِيمْ  
بِالْخَيْرِ—إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ  
الْبَيْتَ أَوْ اخْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ  
تَطَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلَيْهِ—

অর্থঃ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।  
সমস্ত প্রশংসা তৌরই জন্য। হে আল্লাহ! আমার মধ্যে  
ইমানের মহকৃত সৃষ্টি করে দিন। আমার অন্তরে ইমান  
সুষ্মাগতিত করুন। আমার অন্তর হতে কুফ্র, পাপাচার  
এবং গুনাহসমূহ দূর করুন এবং আমাকে সুপর্যে পরিচালিত  
করুন। হে পরওয়ারদিগার! আমাকে ক্ষমা করুন, রহম  
করুন, মাফ করুন এবং সম্মানিত করুন। আমাদের (গুনাহ)

মুত্য দেন। আর তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান।  
আল্লাহ ছাড়া কেন ইলাহ নাই, তিনি এক। তিনি তাঁর  
অংগীকার পূর্ণ করেছেন; তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন  
এবং একাই শক্ত-দলগুলোকে পরাজিত করেছেন।

### ৩৫.২ সাঁझের সন্তুষ্টি চক্রের দোয়া

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ  
كَبِيرًا—اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيَّ الْإِيمَانَ وَزَرِّنِهِ فِي قَلْبِي  
وَكَرِّهْ إِلَيَّ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنِي مِنْ  
الرَّاشِدِينَ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاعْفْ وَتَكْرَمْ وَتَجَاوزْ  
عَمَّا تَعْلَمْ إِنَّكَ تَعْلَمْ مَا لَا نَعْلَمْ إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ  
الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ—اللَّهُمَّ اخْتِمْ بِالْخَيْرَاتِ أَجَالَنَا  
وَحَقِّقْ بِفَضْلِكَ أَمَّا لَنَا وَسَهِلْ لِيُلْوِغِ رِضَاكَ سُبْلَنَا  
وَحَسَّنْ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ أَعْمَالَنَا يَا مُنْقِذَ  
الْغَرْقَى يَا مُنْجِى الْهَلْكَى—يَا شَاهِدَ كُلَّ نَجْوَى يَا

مُنْتَهِى كُلَّ شِكْوَى يَا قَدِيمَ الْإِحْسَانِ يَا دَائِمَ  
الْمَعْرُوفِ يَا مَنْ لَا غَنِّي بِشَيْءٍ إِلَيْهِ—اللَّهُمَّ إِنِّي  
أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَعْطَيْتَنَا وَمِنْ شَرِّ مَا مَنَعْتَنَا—  
اللَّهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَالْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ غَيْرَ  
خَرَايَا وَلَا مَفْتُونِينَ—رَبِّ يَسِيرُ وَلَا تُعَسِّرْ رَبِّ أَثِيمٍ  
بِالْخَيْرِ—إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ  
الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ  
تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلَيْهِمْ—

অর্থঃ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।  
সমস্ত প্রশংসা তোরই জন্য। হে আল্লাহ! আমার মধ্যে  
ঈমানের মহৰত সৃষ্টি করে দিন। আমার অন্তরে ঝীমান  
সুষমামভিত করুন। আমার অন্তর হতে কুফ্র, পাপাচার  
এবং গুনাহসমূহ দূর করুন এবং আমাকে সুপথে পরিচালিত  
করুন। হে পরওয়ারদিগার! আমাকে ক্ষমা করুন, রহম  
করুন, মাফ করুন এবং সম্মানিত করুন। আমাদের (গুনাহ)

সম্পর্কে যা আপনি জানেন, তা ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয়ই  
আপনি তা জানেন, যা আমরা জানি না। নিশ্চয়ই আপনি  
আল্লাহ! মহা পরাত্মশালী ইহাসম্মানী! হে আল্লাহ!  
আমাদের আযুক্ত কল্যানজনকভাবে সমাঞ্চ করুন এবং  
আমাদের আশা আকাঞ্চকে আপনার দর্শায় পূর্ণ করুন।  
আপনার সজ্ঞি লাভের পথকে সহজ করে দিন এবং কাজের  
প্রতিটি ক্ষেত্রে সৌন্দর্য দান করুন। হে ঝুবতকে উদ্বারকারী।  
হে ধূস ও মৃত্যু হতে রক্ষাকারী। হে প্রতিটি গোপন কথা  
নিরীক্ষাকারী। হে ফরিয়াদকারীর শেষ আশ্রয়ছল! হে অনাদি  
অন্তহক্ষণী! হে সর্বকাসের মংগলকারী। হে ঐ সন্তা যাঁর  
দরজায় না গিয়ে কাঠো উপায় নাই। সমস্ত আপনার নিকট  
হতে আসে। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যা দান করেছেন  
এবং যা দান করেননি, সকল কিছুর অঙ্গত হতে আপনারই  
আশ্রয় গ্রহণ করছি। হে আল্লাহ! আমাদেরকে কোন সময়  
অপদন্ত না করে এবং ফিতনায় না ফেলে মুসলমান হিসেবে  
মৃত্যু দান করুন এবং নেক বাসাদের সাথে আমাদের  
শামিল করে দিন। হে আমার প্রতিপালক! আমার সমস্ত  
কাজকে সহজ করে দিন এবং কিছুই কঠিন করবেন না। হে  
আমার প্রতিপালক! আমার কাজকে কল্যানের সাথে  
সুসম্পর্ক করে দিন। নিশ্চয়ই সাক্ষা ও মারওয়া আল্লাহর  
নিদর্শন সমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে ধানা-ই কাঁবার হজ্র

কিংবা উমরা করে, তার পক্ষে এই নিদর্শন দুটির তাওয়াক  
(সাঁজি) করার কোন দোষ নাই। কেউ বেছায় ভাল কাজ  
করলে নিশ্চয়ই আল্লাহ পুরকারদাতা, সর্বত্ত্ব।

৩৫.৩ দোয়া করতে করতে মারওয়া পাহাড়ে পৌছলে  
সাঁজি পূর্ণ হলো।

৩৬ সাক্ষা পাহাড়ে-সাঁজি আরম্ভ এবং মারওয়া পাহাড়ে-  
সাঁজি সমাঞ্চ নিয়ে দেখালো হলোঃ



৩৭ দোয়া ঘোলাজাতও সাঁজের সময় চক্রর শেষ করে যদের আকৃতিসহ কা'বা শরীরের দিকে যুখ করে আল্লাহর নিকট শুকরিয়া আদায় করে নিজের যকসুদের জন্য দোয়া করুন।

৩৮ দুই গ্রাকারাত নামায আদায় মাকরুহ সময় না হলে সাঁজ সমাখ্য করে আল-হারামে শুকরিয়া আদায় করে দুই গ্রাকারাত নামায পড়া মুত্তাহব।

৩৯ যাথা মুভল/চূল ছেট করাঃ সাঁজ শেষ করে পুরুষগণ তাদের যাথা মুভল বা চূল ছেটে ফেলবেন। মহিলারা চুলের আগা থেকে আঙুলের এককড়া পরিমাণ কেটে ফেলবেন। যাথা মুভল করা মহিলাদের জন্য নিষিদ্ধ (Forbidden)।

৪০ উমরা সমাঞ্জঃ যাথা মুভল/ চূল ছাঁটার পর উমরা সমাঞ্জ হবে। উমরা বা হজে তামাসু পালনকারী যাথা মুভল/চূল ছেট করে ইহরাম হতে হ্যাল হয়ে যাবেন কিন্ত ইফরাদ ও ক্রিয়ান হজ পালনকারী তা না করে ইহরামের উপর কায়েম থাকবেন।

৪১ নকল তাওয়াকঃ উপরে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে যত বার সম্ভব উমরা করতে পারেন এবং নকল তাওয়াক করতে হলে উপরের একই পদ্ধতি অনুসরণ করুন। তবে,

নকল তাওয়াকে ইহরাম বাঁধতে হবে না। রয়ল নাই, ইজতিবা নাই এবং এমনকি এতে সাঁজ করতে হয় না। শুধুমাত্র নিয়ত করে উপরের নিয়মে বায়তুল্লাহ ষবার চক্রর দিয়ে নামায আদায় করলেই নকল তাওয়াক হয়। মক্কার অবস্থানকালে বেশী বেশী নকল তাওয়াক করবেন।

৪২ দোয়া করুলের বিশেষ হালসমূহ পবিত্র মুক্ত ও মদীনার সকল হালে দোয়া করুল হয়। এর মধ্যে ফজিলতপূর্ণ হালসমূহ নিম্নরূপঃ

- (১) মাতাফ অর্থাৎ তাওয়াক করার হাল;
- (২) আল্লাহর ঘরের উপর যখন নজর পড়ে তখন;
- (৩) মুলতায়াম- হজরে আসওয়াদ ও কা'বাগৃহের দরজার মধ্যবর্তী হালের দেওয়াল;
- (৪) হাতীমের মধ্যে কা'বাঘরের সংলগ্ন বাঁকানো ওয়াল দ্বেরা হাল যা কা'বার অঙ্গৰ্জত;
- (৫) মীজাবে রহমত এর নিচে যেখানে পাইপের মাধ্যমে কা'বাগৃহের বৃষ্টির পানি পাতিত হয়;
- (৬) কা'বাঘরের ভিতরে, মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে;
- (৭) রোকনে ইয়ামানী ও হজরে আসওয়াদের মধ্যভ৾গে;

- (৮) যথব্যম কুলার কাছে, কক্ষর মাঝার হালে;
- (৯) সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের ওপরে ও মধ্যবর্তী হালে;
- (১০) আরাকাতের মরদানে, মুখদালিকার মরদানে;
- (১১) জাবালে নূর বা হেরো পর্বতের শৃঙ্গ -বেধানে কুরআন শরীফ সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছিল;
- (১২) জাবালে সাওর বা সাওর পর্বতের শৃঙ্গ-হিজরতের সময় নবী করীম (সা:) বেধানে তিনি দিন ছিলেন;
- (১৩) মাওলিদুন নবী- নবী করীম (সা:) এর জন্মস্থান। বর্তমানে এটি সরকারী প্রত্নগ্রাম হিসেবে বিদ্যমান।

## পবিত্র হজ্জ পালনের সুনির্দিষ্ট দিলগুলিতে করণীয়

(মূল হজ্জের সময়কাল-৮ হতে ১২/১৩ই বিলহজ্জ)

### ১. হজ্জের প্রস্তুতির দিন -৭ই বিলহজ্জ

- ১.১ হজ্জের প্রস্তুতি : ৮ই বিলহজ্জ হতে মূল হজ্জ এর কার্যক্রম আরম্ভ হয়। এ কার্যক্রমে ৭ই বিলহজ্জ হতে হজ্জের প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। হজ্জের প্রস্তুতির জন্য সকল কাজ এ দিনে সমাপ্ত করুন।
- ১.২ ইহুমায়ের প্রস্তুতি : ইহুমায় বাঁধার জন্য নথ, চুল, দাঁড়ি, গৌঁফ বা শরীরের বিভিন্ন অংশের অপ্রোজনীয় চুল/লোম কেটে নিতে হবে।
  - গোসল বা শুয়ু : ইহুমায় এর উদ্দেশ্যে গোসল করে বিপুলভা অর্জন করতে হবে। অন্যথায় মিসওয়াক করে শুয়ু করে নিতে হবে।
  - ইহুমায় : পূর্বে উল্লেখিত নিয়মে ইহুমায়ের কাপড় পরিধান করবেন।
  - ইহুমায়ের নামায : ইহুমায়ের কাপড় পরে দুই রাকারাত সুম্মাতুল ইহুমায়ের নামায আদায় করুন। ইহুমায়ের নামায নিজের কানে অথবা কাঁবা শরীকে গিয়ে আদায় করা যাব।

- ১.৭ হজের নিরত ও ভালবিবাহ ও নামায শেষে মাথা  
অনাবৃত করে এবং মহিলাগণ নিকাব ছাড়া হজের  
নিরত করবেন।  
 “হে আল্লাহ! আমি হজ পালন করার ইচ্ছা করছি।  
আপনি তা আমার জন্য সহজ করে দিন এবং  
আমার পক্ষ হতে তা করুন করুন”।
- ভালবিবাহ ও নিরত করার সাথে সাথেই তিনির  
ভালবিবাহ পাঠ করুন এবং বার বার ভালবিবাহ  
পাঠ করতে থাকুন।
  - হজের নিরত ও ভালবিবাহ পাঠ করা করুন। এর  
ফলে ইহুমায বৌধা এবং হজের প্রথম ফরয আদার  
হলো।
- ১.৮ ইহুমাযের নিবিজ্ঞ বিষয়াদি : ইহুমাযের নিবিজ্ঞ  
বিষয়সমূহ এখন থেকে ঘেনে চলতে হবে।  
ইহুমাযের নিবিজ্ঞ বিষয়াদি পূর্বেই আলোচনা করা  
হয়েছে।
- ১.৯ মীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা : মোয়াজ্জেম কর্তৃক নির্ধারিত  
সময়ে সাধারণতঃ ৭ই যিলহজ মীনার দিকে যাত্রা  
করতে হবে। পথিমধ্যে যত বেশী সম্ব ভালবিবাহ  
এবং অন্যান্য দোয়া-দর্শন পড়তে থাকুন।

- ২. হজের প্রথম দিন - ৮ই যিলহজ**
- ২.১ হজের প্রথম দিন অর্থাৎ ৮ই যিলহজ যোহরের  
নামাযের পূর্বে মীনার পৌছা সুন্নত। মীনার পৌছে  
আল্লাহর কাছে উক্তরিয়া জানিয়ে নিয়ত করতে  
পারেনঃ
- “হে আল্লাহ! এই সে মীনা, অতএব আমাদেরকে  
অনুগ্রহ করুন, বেঙ্গল আপনার বস্তুদেরকে  
করোহেন”।
- ২.২ ৮ই যিলহজ যোহর, আসর, মাগারিব, এশা ও ৯  
তারিখের ফজার এই পাঁচ শুয়াতের নামায মীনার  
আদার করা সুন্নত। নামাযের পাশাপাশি যিকির,  
তাসবীহ, তাহলীল, দোয়া-দর্শন ও আল্লাহর  
দরবারে মাগফেরাত কামনা করুন। ‘মীনা’ দোয়া  
করুলের জন্য উভয় জারগা।
- ২.৩ মীনার রাতি যাপন : ৮ই যিলহজ তারিখ এবং ১০  
থেকে ১২/১৩ যিলহজ পর্যন্ত মীনার তাঁরুতে  
অবস্থান করা সুন্নত।

### ৩. জানুয়ার ২য় দিন-৯ই বিলহজ

৯ই বিলহজ বাদ কভর থেকে ১৩ বিলহজ বাদ আছে।  
গৰ্হণ মোট ২৩ ঘণ্টাতে ফরয নামায পড়ে আকবীরে  
আশৰীক ১ বার পড়া ওয়াজিব।

#### ৩.১ আকবীরে আশৰীকঃ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَكْبَرُ  
وَلِلَّهِ الْحَمْدُ -

“আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার, লা ইলাহ  
ইলাল্লাহ, আল্লাহ আকবার, আল্লাহ আকবার, ওয়া  
লিল্লাহিল হামদ।”

#### ৩.২ আরাকাতের ময়দান

- ০ ৮ জিলহজ রাতে বা ৯ জিলহজ ঘোহরের পূর্বে  
তসবীহ, তাহলীল, দোয়া-দরুন ও তালবিরা  
পড়তে পড়তে আরাকাতের ময়দানে হাফির হতে  
হবে।

#### ৩.২.১ আবালে রহমত : আরাকাতের ময়দানে অবস্থিত 'আবালে রহমত' দেখায়াত্র নিয়ের দোরা পাঠ করবেন।

“ছেবাহালাল্লাহি আল্লাহ আকবার লা ইলাহ ইলাল্লাহ  
ওয়াল হামদু লিল্লাহি আল্লাগবিরল্লাহ”।

অর্ধং আল্লাহরই পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আল্লাহ  
সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ ব্যতিত অন্য কোন উপাস্য নাই।  
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। আমি আল্লাহরই নিকট  
সকল প্রকার পাপ কাজ হতে ক্ষমা চাইছি।

- আরাকাতে সম্ভব হলে গোসল করুন (সুস্থিত)  
অধিবা ওয়ু করে নিবেন।

#### ৩.২.২ মসজিদে নামিরাতে আরাকাত ময়দানে অবস্থিত 'মসজিদে নামিরাতে' একত্রে ঘোহর ও আসরের নামাযের জামায়াত অনুষ্ঠিত হয়। অর্ধাং সেখানে ঘোহরের এবং আসরের নামায এক আধানে এবং দুই একত্রে একত্রে আদায় করা হয়।

- 'মসজিদে নামিরাতে' জামায়াতে শরীক হতে না  
পারলে নিজ তাঁরুতে সকলে যিলে ঘোহরের সময়  
ঘোহরের নামায এবং আসরের সময় আসরের নামায  
আলাদাভাবে আদায় করুন। কোন কোন হাজীগন  
তাঁরুতেও ঘোহর ও আসর নামায একত্রে আদায়  
করেন। উল্লেখিত দুই নিয়মেরই দলিল আছে। কাজেই  
যে কোন এক নিয়মে নামায আদায় করবেন। প্রায়শই

এ নিয়ে হজীদের মধ্যে অভিভেদ দেখা দেয়। এ ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক করে মূল্যবান সময় লাগে না করে বরং কোন এক নিরয়ে নামায আদায় করুন। দয়াময় আল্লাহ আপনার নিরত করুন করবেন- ইসশাআল্লাহ-

৩.২.৩ আরাফাতের ময়দানে অবস্থান হজের তিনটি করবের মধ্যে একটি অন্যতম কর্য হলো এ হালে দুপুর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করা। এখানে সোয়া করুন হয়।

৩.২.৪ ও'কুফ করা : আরাফাতের ময়দানে ও'কুফ করা অর্থাৎ আল্লাহর ধ্যানে যথ হয়ে ইবাদত-বদেশি, যিকির ও তওবা, ইসতিগফার করে যথান আল্লাহর কাছ থেকে নিজের পাপ মাফ করারে নিতে হবে।

৩.২.৫ আরাফাতের ময়দানে সোয়া-সরুলঃ আরাফাতের ময়দানে আল্লাহর মহত্ত, বড়ত, শ্রেষ্ঠত ও একত্র বর্ণনা করে আল্লাহর প্রশংসা করুন এবং দরুল পাঠ করুন।

আরাফাতে পড়ার জন্য সুনির্দিষ্ট কোন আমল নাই। তবুও অপনাদের সুবিধার্থে কিছু আমল এখানে উল্লেখ করা হলোঃ

**بِسْمِ اللَّهِ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ**

বিজ্ঞিলাহি আল্লাহ আকবার ওয়া লিলাহিল হামদ--  
গড়ে পরবর্তী দোরাসমূহের মধ্যে পড়ুন। যেমন-  
০ রাসুলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন, সকল দোরার  
মধ্যে শ্রেষ্ঠ দোয়া হলো আরাফার দিনের দোরা এবং  
সে সকল যিকির যা আমি করেছি এবং আমার পূর্ববর্তী  
নবীগণ করেছেন, তার সর্বোত্তমতি হলোঃ

**لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْعَلْيُو  
الْحَمْدُ لِيُخْسِنَ وَإِيمَانُهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ**

“লা -ইলা-হা ইল্লাল্লাহ ওয়াহ দাহ-লা শারীকা লাহ  
লাহল মুলকু ওয়া লাহল হামদু ইউহু-মী ওয়া ইউ মীতু  
ওয়া হয়া আলা কুলি শাইখিল ফাদীর।”

অর্থঃ আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের বোগ্য কোন মাঝুদ  
নাই, তিনি এক তার কোন শরীক নাই, সমগ্র রাজত্ব  
ও প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনিই জীবন দেন এবং মৃত্যু  
প্রদান করেন। তিনি সমস্ত জিনিসের উপর ক্ষমতাশীল।  
(তি঱্মিয়ী, মেশকাত, আলবানি-৪/৬)।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ -

- বিষমিল্লাহির রাহ্যানির রাহীম ..... 100 বার

• أَللَّهُ أَكْبَرُ  
আল্লাহ আকবার... 100 বার

**سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ - سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ -**

- সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল  
আজীম ... 100 বার।

**لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ -**

- শা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহীল  
আলিল্লিল আবীম .... 100 বার।

**أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ**

- আসতাগক্রিল্লাহ রাবী মিন কুন্তি যাঘবিও ওয়া  
আতুর ইলাইহি.... 100 বার।

اللَّهُمَّ أَلْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكَتْ  
وَتَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ -

- উচ্চারণ: আল্লাহম্মা আনতাস সালা-যু ওয়া মিনকাস  
সালা-যু তাবারাকতা ওয়া তা'আলাইতা ইয়া জাল  
জালালি ওয়াল ইকরাম।..... 10 বার।

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনিই সালাম (শান্তি), আপনার  
থেকেই শান্তি আসে, আপনি বরকতময় ও  
মহিমাপূর্ণ। হে মহাসম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ও  
মর্যাদা প্রদানের অধিকারী।

- সুরা ফাতেহা ..... 7 বার, আয়াতুল কুরুছি ..... 7 বার
- দরবন্দে ইব্রাহীমী..... ..... 100 বার
- সুরা ইখলাস..... 100 বার, 8 কালেমা ..... 100 বার
- দোয়া ইউনুস- “লা ইলাহ ইল্লা আল্লা সুবহানাকা ইমি  
কুন্তু মিনাজ জোয়ালিমিন”... 100 বার
- “রাববানা আতিনা কিন্দ দুনইয়া হাজনাতৌও ওয়াকিল  
আধিগ্রামি হাজনাতৌও ওয়াকিলা আবাবান্নার” ... 100

- রাব্বানা কুলালনা আনবুজ্জনা ওয়া ইঞ্জাম তাগফির লানা ওয়াতার হ্যমনা লানা কুলালা মিলাল খাচিরিন... ১০০ বার
- হসবুনাট্টাহ ওয়া নিম্মাল ওয়াকিল, ওয়া নিম্মাল মাওলা, ওয়া নিম্মান নাছীর..... ১০০ বার
- সুরা তাওবার শেষ ২ আয়াত- “লাকাদ জা’আকুম রাসুলুম.....আরশিল আজিম”... .. ৭ বার
- সুরা হাসর এর শেষ ৩ আয়াত- “হয়াছ্বাহ্যাজি লা- ইলা-হ ইঞ্জা হয়া... ..আবিজ্ঞুল হাকিম”.. ৭ বার
- এরপর আল্লাহর দরবারে কামাকাটি করে মোনাজাত করুন।

**৩.২.৬ সোজা ক্ষুলের বিশেষ সময়টি আসেরের নামাযের পর হতে সূর্যাস্তের পূর্বের সময়টুকু আল্লাহর রহ্মতের সকল দরজা খোলা থাকে এবং দোরা ক্ষুল হয়। সুতরাং এ সময়টুকু দাঁড়িয়ে অথবা বসে গভীরভাবে কামাকাটি করে আল্লাহর কাছে মোনাজাত ও ক্ষমা প্রার্থনা করুন।**

### ৩.৩ মুবদালিকার উদ্দেশ্যে রাওনা

সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাতে অবহান করুন। কোন অবহাতেই সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফাত মস্জিদান ত্যাগ করা যাবে না। মাগরিবের নামাযের সময় অতিবাহিত করে মাগরিবের নামায পড়া ছাড়াই আরাফাতের মাঠ হতে তালবিয়াহ ও আল্লাহর যিকিরি করতে করতে মুবদালিকার উদ্দেশ্যে রাওনা হতে হবে।

### ৩.৪ মাগরিব ও এশার নামায

- মুবদালিকার উপরিত হজে মাগরিব ও এশার নামায একত্রে এক আধান ও দুই ইকাবতে আদায় করা ওয়াজিব;
- মুবদালিকায় মাগরিব ও এশার নামায-
- মাগরিব এর ক্রয় নামাযের নিয়ত করে নামায পড়তে হয়। এরপর তাকবীরে তাখরিক ও তালবিয়াহ বলুন;
- এর সাথেই এশার ক্রয় নামাযের নিয়ত করে নামায আদায় করে তাকবীরে তাখরিক ও তালবিয়াহ পাঠ করুন;

- এভাবে মাগরিব এবং করয এবং এশার করয নামাবের মাবে কোল সুমত বা নকল নামায পড়বেন না।
- অন্যান্য নামায আপনি পড়তে চাইলে মাগরিবের ২ রাকায়াত সুমত এরপর এশার ২ রাকায়াত সুমত নামায পড়া যাব। নকল নামায ঐচ্ছিক।
- শেষে বেতের নামায পড়বেন।

**৩.৫** পাথৰ সঞ্চাহ শরতানকে কংকর মারার জন্য মুয়দালিফা হতে কংকর সঞ্চাহ করা সহজতর। তিন দিনে মোট ৪৯টি কংকর প্রয়োজন। কোনক্ষেত্রে ৪ দিন কংকর মারার প্রয়োজন হতে পারে। কাজেই মোট ৭০টি কংকরসহ কয়েকটি বেশী কংকর সঞ্চাহে রাখা ভাল।

\* প্রথমদিন ৭টি কংকর লাগবে যা একটি থলিতে রাখুন। বাকী ২১টি ( $7+7+7$ ) এবং ২১টি ( $7+7+7$ ) কংকর আলাদা রাখুন। মোট ( $7+21+21$ ) = ৪৯টি কংকর নিজের সুবিধামত থলিতে রাখুন। বাকী ২১টি কংকর অন্য থলিতে রাখুন যদি প্রয়োজন হয়।

**৩.৬** রাতি ঘাপলঃ মুয়দালিফায় অবস্থান করা ওয়াজিব, রাতি ঘাপল সুমতে মুয়াকাদা। কিছু সময় মুমানো সুমত।

#### **৪. হজের তৃতীয় দিন- ১০ই খিলহজ**

**৪.১** রাতি ঘাপল করে হজের তৃতীয় দিন অর্থাৎ ১০ই খিলহজ হবে। এখানে (মুয়দালিফায়) তাহজজুদের নামায পড়বেন।

○ কজর নামায ও ও'কুফঃ মুয়দালিফাতেই কজরের নামায আদায় করা সুমত। এটি দোয়া করুলের একটি বিশেষ ছান। কাজেই দোয়া-দূরন্ত, ইসতিগফার এবং ও'কুফ করে যথান আল্লাহর দরবারে আন্তরিকতার সাথে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

**৪.২** মীনার উদ্দেশ্যে রওনাঃ মুয়দালিফায় কজরের নামায পড়ে সূর্য ওঠার প্রাক্কালে মীনার উদ্দেশ্যে রওনা হতে হবে।

তবে যাদের ওজর আছে ষেমন, অসুস্থ, অস্কণ্ড, অতিবৃদ্ধ, দুর্বল, মহিলা ও শিশু এবং এদের দেখাতনা করার মত অভিভাবক, তাদের ক্ষেত্রে মধ্য রাত্রির পর মুয়দালিফা হতে মীনার দিকে রওনা হওয়া জারীয় আছে।

#### **৪.৩ বড় জামায়ার পাথৰ লিঙ্কেপ/বৃক্ষী করা**

○ মীনার শরতানের প্রতীক হিসাবে বড়, মেজ ও ছেট পরপর তিনটি স্তম্ভ রয়েছে যা যথাক্রমে বড় শরতান,

মেজ শয়তান ও ছোট শয়তান নামে অভিহিত। উক্ত তিনটি জন্তে কংকর নিষ্কেপ করাকে রুঢ়ী বলে;

- মীনার পৌছে প্রথম জামারাহে আকাবাহ বা বড় শয়তান এর প্রভীকে একটি একটি করে মোট ৭ (সাত)টি কংকর মারতে হবে যা ওয়াজিব। ৭টি কংকর একত্রে নিষ্কেপ করা হলে ওয়াজিব আদায় হবে না।
- তালবিয়াহ বন্ধ ও দোয়াঃ প্রথম কংকর মারার পূর্ব মুহূর্ত থেকে তালবিয়াহ পাঠ বন্ধ থাকবে কিন্তু দোয়া বন্ধ হবে না।
- প্রতিটি কংকর নিষ্কেপের সময় বিসঞ্চিত্তাহি আল্লাহর আকবার, বলে শয়তানকে কংকর মারতে হবে। একেত্রে কোন সুনির্দিষ্ট দোয়া নাই। তবে আপনি বলতে পারেন—“সে আল্লাহর নামে যিনি অহান, শয়তানকে অগস্ত করার উদ্দেশ্যে, দয়াল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আমি এ কংকর নিষ্কেপ করছি। হে আল্লাহ ! আপনি আমার জন্য কুল করুন। গুরাহুজি যাক করুন, আমার প্রচেষ্টাকে কল্পন্স করুন।”
- বড় জামারাহে পরপর ৭টি কংকর নিষ্কেপ করা শেষ হলে মন-প্রাণ খুলে আল্লাহর কাছে দোয়া করুন।

- শরিয়ত সম্মত ওয়র ছাড়া, অতিবৃক্ষ, অসুস্থ ও দুর্বল ব্যক্তি ছাড়া প্রতিনিধি নিয়োগের মাধ্যমে কংকর নিষ্কেপ করা হলে তার ওয়াজিব আদায় হবে না।
- যিনি প্রতিনিধি হলেন তিনি প্রথমে নিজের ৭টি কংকর নিষ্কেপ করে অন্যের পক্ষে কংকর নিষ্কেপ করবেন। মহিলারাও অন্যের পক্ষে প্রতিনিধি নিয়োগ হতে পারেন।

#### ৪.৪ কুরবানী করা

১০ যিলহজ তারিখের তৃতীয় কাজ হলো কুরবানী করা। পাথর নিষ্কেপ সমাপ্ত করে কুরবানী করতে হবে।

১০, ১১ ও ১২ই যিলহজ এর বে কোন সময় কুরবানী করা যায়।

#### ৪.৫ মাথা মুভন/কুল ছাঁটা

- কুরবানী করার পর চতুর্থ কাজ হলো মাথা মুভন/কুল ছোট করা। পুরুষদের জন্য মাথা মুভন করে বা চুল ছোট করে ইহরাম মুভ হতে হবে।

- মহিলাদের জন্য চুলের অগ্রভাগ আঙুলের এক কড়া পরিধান চুল কেটে ফেলে ইহরাম মুক্ত হতে হবে। মহিলাদের মাথা মুক্ত করা নিষিদ্ধ।
- অভ্যন্তর পোসল করে সাধারণ পোষাক পরিধান করবেন।
- যদি কুরবানী দুইদিন পরে করেন তবে মাথা মুক্ত/চুল ছাঁটাও ছবিত থাকবে। এ কাজটি কুরবানী সমাপ্ত হওয়ার পরেই করতে হয়।
- প্রথমে বড় ভাস্তারাহতে কক্ষের নিক্ষেপ, কুরবানী এবং তারপর মাথা মুক্ত/চুল ছাঁটা কাজগুলি একটির পর একটি অবস্থারায় পর্যাপ্তভাবে সম্পন্ন করা ওয়াজিব। ধারাবাহিকভাবে ব্যতীয় ঘটলে দয় দিতে হবে।

**৪.৬ তাওয়াকে বিস্তারাহ এবার ‘তাওয়াকে বিস্তারাহ’ হজ্জের শৃঙ্খল কর্য কাজটি সম্পন্ন করতে হবে। ১০ বিলহজ্জ হতে ১২ই বিলহজ্জ তারিখের সূর্য অন্ত যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যে কোন সময় এ তাওয়াক আদায় করা যাব। কুরবাণী করার পর মাথা মুক্ত করে ইহরামমুক্ত হয়েই কেবলমাত্র তাওয়াকে বিস্তারাহ করা হব।**

- উমরার তাওয়াকের ন্যয় একই পজ্ঞাতিতে এই তাওয়াক করা হয় এবং একেব্রে অবশ্যই শয় থাকতে হবে।
- সাধারণ পোষাকে এই তাওয়াক করা হব বলে এতে কোন ইজতিবা নেই।

#### ৪.৭ হজ্জের সাঁজি

এরপরের কাজটি হবে সাঁজি করা যা ওয়াজিব। উমরার সাঁজি যে পজ্ঞাতিতে করা হয়, হজ্জের সাঁজিও একই পজ্ঞাতিতে করতে হবে। সাঁজির জন্য শয় থাকা সুন্নত।

#### ৪.৮ মীলাতে প্রত্যাবর্তন সাঁজি শেষ করে মীলাতে ফিরে যেতে হবে এবং মীলাস্ত রাতি যাপন করা সুন্নত।

- এভাবে ১০ বিলহজ্জের ব্যক্তিমূলক দিন শেষে হজ্জের তিনটি ব্যবহৃত কাজ আদায় হয়ে গেল। আলহামদুলিল্লাহ্ এবার মীলার তাৰুতে ফিরে এসে হজ্জ করার আনন্দে মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করুন। আমিন!

## ৫. হজর ৪ৰ্থ দিন - ১১ই বিলহজ্জ

৫.১ জামারাহতে রমীয় ১১ই বিলহজ্জ সূর্য একটু হেলে যাওয়ার পর থেকে তিনটি জামারাহতে কংকর মারতে হবে। প্রথমে ছোট জামারাহ (জামারাহে সুগরা), এরপর মেজ জামারাহ (জামারাহে উসতা) এবং পরে বড় জামারাহ (জামারাহে আকাবাতে) ৭টি করে মোট  $7+7+7 = 21$ টি কংকর নিষ্কেপ করা উয়াজিব।

- অসুস্থতা এবং অক্ষয়তাৰ কাৰণে কংকর মারতে না পাৱলে অন্য কাউকে দিয়ে কংকর মারলেও উয়াজিব আসায় হবে।
- উপৱের অনুচ্ছেদ-৪.৩ এ কংকর মারার/রমী কৰাৰ বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে।

৫.২ ছোট জামারাহতে দোয়া : প্রথমে ছোট জামারাতে গিয়ে ‘বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবার’ বলে একটি একটি করে ৭টি কংকর নিষ্কেপ করুন। এরপর কিবলা মুখ করে দাঁড়িয়ে আল্লাহৰ মহত্ত বৰ্ণনা করে দোয়া করুন। এখানে কোন সুনির্দিষ্ট দোয়া নাই তবে দোয়া কৰা সুন্মত।

৫.৩ মেজ জামারাহতে দোয়া : এরপর মেজ জামারাহতে একই নিয়মে ‘বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবার’ বলে

একটি একটি করে ৭টি কংকর নিষ্কেপ করে পূৰ্বেৰ ন্যায় কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে দোয়া কৰুন। এখানেও কোন সুনির্দিষ্ট দোয়া নাই তবে দোয়া কৰা সুন্মত।

৫.৪ বড় জামারাহতে দোয়া নাই : শেষে বড় জামারাহতে একইভাৱে ‘বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবার’ বলে পৱ পৱ ৭টি কংকর নিষ্কেপ কৰতে হবে। কিন্তু জামারাহে আকাবাতে কংকর নিষ্কেপেৰ পৱ আদৌ কোন দোয়া কৰা যাবে না। রমী শেষ কৰাৰ সাথে সাথেই যতশ্চিত্ত সন্তুষ্টি নিজেৰ পন্থৰ্যে কিৱে আসতে হবে।

৫.৫ তাওয়াকে যিৱারাহ এৱ জল্য ২য় সুযোগ : যদি ১০ বিলহজ্জ আপনি তাওয়াকে যিৱারাহ কৰতে না পাৱেন তাহলে এই দিন ১১ই বিলহজ্জ আপনাৰ যত্নয় তাওয়াকে যিৱারাহ কৰতে পাৱেন। এৱপৱ মীলায় কিৱে এসে উপৱেৰ নিয়মে ৩টি জামারাহতে কংকর নিষ্কেপ কৰে মীলায় রাত্ৰিবাপন কৰতে হবে।

৫.৬ যিকিৰ ও ইবাদত : এ দিনে বেশী বেশী কোৱাওন তেলাওয়াত, আল্লাহৰ একত্ৰিতা, আল্লাহৰ কাছে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা এবং নিজেৰ অপৱাধেৰ বিষয় তুলে ধৰে আল্লাহৰ কাছে কাঙ্কাকাটি কৰে মাফ চেয়ে নিবেন এবং ভবিষ্যতে যেন আৱ কোন গুলাহ এৱ কাজ না কৰা হয় তাৰ জল্য আল্লাহৰ সাহায্য প্ৰাৰ্থনা কৰুন।

## ৭. হজর খণ্ড দিন - ১৩ ই বিলহজ ও পন্থবজী কার্যক্রম

### ৬. হজর মে দিন - ১২ই বিলহজ

৬.১ জামারাহতে রাস্তা : ১২ই বিলহজ তারিখেও গত দিনের  
মত একই নিয়মে সূর্য একটু হেলে শাওয়ার পর থেকে  
গুটি জামারাহতে কংকর মারতে হবে। প্রথমে ছোট,  
মেজ, শেষে বড় জামারাহতে পুটি করে মোট  $7+7+7$   
 $= 21$ টি কংকর মারা ওয়াজিব। উপরের অনুচ্ছেদ  
৫.২, ৫.৩ ও ৫.৪ এ উল্লেখিত নিরাম অনুসরণ করে  
গুটি জামারাহতে কংকর নিষ্কেপ করতে হবে।

৬.২ মুকাব কেন্দ্রেও রাস্তা শেষে সরাসরি মুকাব ফিরে যেতে  
পারেন। কোন কারনে এ দিন সুর্যাঙ্গের পূর্বে মীনা  
ভ্যাগ করতে না পারলে সে রাত মীনাতেই অবহান  
করতে হবে।

৬.৩ তাওয়াকে ধিমারাহ এর শেষ সুযোগঃ যদি কোন  
কারণবশতঃ পূর্বের দুই দিন তাওয়াকে ধিমারাহ এর  
ক্রয় কাঞ্চি করতে না পারেন, তাহলে এদিন ১২  
বিলহজ মাগরিবের পূর্বে অবশ্যই এ ক্রয় কাঞ্চি  
সমাধা করতে হবে।

৭.১ মীনা হতে মুক্তা কেন্দ্রেও যদি আপনি পূর্বের দিন ১২ই  
বিলহজ সুর্যাঙ্গের পূর্বে মীনা ভ্যাগ করতে ব্যর্থ হয়ে  
মীনায় রাতি যাপন করেন, তাহলে এদিন ১৩ই  
বিলহজ পূর্বের নিয়মে হেটি, মেজ ও বড় জামারাহতে  
একইভাবে  $7+7+7=21$ টি কংকর নিষ্কেপ করে  
মুকাব নিজ বাসভালে কিরে যেতে হবে।

- আলহায়দুলিল্লাহ! হজর সকল কার্যক্রম সম্পন্ন  
হলো।

৭.২ বিদারী তাওয়াকঃ মুক্তা হতে বিদায়ের পূর্বে হাতীগণকে  
'তাওয়াকুল বিদা' বা বিদারী তাওয়াক করতে হবে- যা  
ওয়াজিব। নফল তাওয়াক এর একই পক্ষতিতে এটি  
করতে হবে। এ তাওয়াকের পরে কোন সাঁझি নাই।

- বিদারী তাওয়াকের নির্দেশ হে আল্লাহ! আমি  
বায়তুল হারাম এর বিদারী তাওয়াক করার ইচ্ছা  
করছি। হে রাক্তুল আলামিন! এ তাওয়াক আমার  
জন্য সহজসাধ্য করে দিন এবং আমার প্রচেষ্টাকে  
কবুল করে নিন।
- এরপর নিজের মত দোয়া করুন।

- তাওয়াক শ্বেষ মাকামে ইআইমের পিছনে অথবা হারাম খরীফের যে কোন হালে দুই রাকায়াত নামায পড়ে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে দোয়া করুন। বিদায় যে কত বড় কঠিন তা এই বিদায়ে উপজড়ি করা যাব।
- খতুবতী মহিলাদের উপর বিদায়ী তাওয়াক ওয়াজিব নয়। সেক্ষেত্রে তাঁরা কাবা খরীফের বাইরে দাঁড়িয়ে আল্লাহর দরবারে দোয়া এবং মাগফেরাত কামনা করে ঘৰা ত্যাগ করবেন। আল্লাহ আমাদের সহায় হউন।

### হজের সংক্ষিপ্তসার

- ৮ই বিলহজ একটি কাজঃ তামাজুকারীদের প্রথম কাজ বায়তুল্লাহ থেকে ইহরাম বাঁধা।
- মীনাতে অবস্থান ও পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়-যোহুর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজুর নামায পড়া।
- ৯ই বিলহজ একটি কাজঃ সূর্য হেলে পড়ার সময় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা।
- ১০ তারিখ সূর্যাস্তের পর আরাফাত ত্যাগ করে মুয়দালিফায় রাতি যাগল করা।
- মুয়দালিফায় এসে এশার নামাযের ওয়াকে মাগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়া;
- ১০ই বিলহজ চারটি কাজঃ  
 (১) ভোরে মুয়দালিফা হতে মীনায় এসে প্রথম জামায়াহে আকাবায় ৭টি কক্ষ মারা (২) কুরবানী করা (৩) মাথা মুভানো বা চুল ছেট করা (৪) তাওয়াকে খিয়ারাহ করা।

- ১১ই খিলহজ্জ একটি কাজঃ মীনায় প্রথমে ছেট জামারাহ, এরপর মেজ জামারাহ ও বড় জামারাহ এর প্রত্যেকটিতে ৭টি করে মোট  $7+7+7 = 21$ টি কক্ষ মারা।
- ১২ই খিলহজ্জ একটি কাজঃ মীনাতে ১১ ভারিখের মতই উক্ত তিন হানে ৭টি করে মোট  $7+7+7 = 21$ টি কক্ষ মারা।
- যদি ১২ খিলহজ্জ দিবাগত রাত হতে কজর পর্যন্ত মীনায় অবস্থান করেন তবে ১৩ই খিলহজ্জ একটি কাজঃ উক্ত তিন হানে পূর্ব দিনের মতই ৭টি করে ২১টি কক্ষ মারা।
- বিদায়ী তাওয়াফ করা : মক্কা শরীফ হতে শেষ বিদায়ের সময় বিদায়ী তাওয়াফ করতে হবে- যা ওয়াজিব।

## পরিত্র মদিনা শরীফ

মদিনা মুলওয়ারা দর্শন, মসজিদে নববী এবং নবীজির রওয়া মোবারকে সালাম প্রদান করা হজ্জ ও উমরার কোল অংশ নয়। কেবারভাবে কঠিন হিসাবের দিনে হজ্জের পাক (সাঃ) এর শাফায়াত (সুপারিশ) পাওয়ার জন্য প্রতিটি হজী মদিনা শরীফে গমন করেন। মদিনা ও মসজিদে নববীতে ঘেতে কোল ইহুমাম বাঁধতে হয় না এবং তালবিয়াহ নাই।

১. মদিনা সকল এর পক্ষতঃ মদিনা যাত্রা ও এর নিরাত-নিরতঃ হে আল্লাহ। আমি আমাদের প্রিয় নবী হৃষরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর পরিত্র রওয়া মোবারক দর্শনের উদ্দেশ্যে যাত্রা আরম্ভ করছি। তা আপনি আমার পক্ষ হতে কবুল করে নিন আর এ যাত্রাকে আমার জন্য সহজ করে দিন।

০ মদিনার যাওয়ার সময় পথের দুই পাশে বেশ কিছুদূর পর পর মাইল ফলকের মত করে দোয়ার ফলক যেমন ‘আল্লাহ - আকবার’, ‘সোবহানআল্লাহ’, ‘আলহাম্দু-লিল্লাহ’, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ ইত্যাদি লিখা রয়েছে। সে স্থানসমূহে সেই দোয়া, তাকবীর, তাহলীল ও দরবুদ বলতে পারেন।

- মদিনা শহর দৃশ্যমান হলে সবুজ গমুজ নজরে পড়ামাত্র আদরের সাথে দরবন্দ পড়বেন এবং নিচের দোয়াটি পড়তে পারেনঃ

بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حُوْلَ وَلَا قُوَّةٌ إِلَّا بِاللَّهِ—  
 رَبِّ أَذْخِلْنِي مُذْخَلَ صِدْقٍ وَآخِرِ جُنَاحٍ مُخْرَجٍ  
 صِدْقٍ—أَللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَازْفِقْنِي  
 مِنْ زِيَارَةِ رَسُولِكَ مَا رَزَقْتَ أُولَيَائِكَ وَأَهْلَ كَاعِنَاتِكَ  
 وَانْقُذْنِي مِنَ النَّارِ وَاغْفِرْ لِي وَازْهَنْنِي خَمْرًا—  
 مَسْؤُلٌ—أَللَّهُمَّ ارْزُقْ لِنَافِئَهَا قَرَارًا وَرِزْقًا حَلَالًا—

অর্থঃ আল্লাহর নামে (এ শহরে প্রবেশ করছি) আল্লাহ যা মনজুর করছেন। নেক কাজ করা এবং গুনাহর কাজ হতে বেঁচে থাকা আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত হতে পারে না। হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সত্য পথে প্রবেশ করান এবং সত্য পথেই বের করান। হে আল্লাহ! আপনি আমার জন্য আপনার অনুগ্রহের দরজা খুলে দিন। আপনার রাসুলের ধ্যানাত ধারা আমাকে সম্মানিত করুন, যেভাবে আপনার

ওলী-আওলিয়া ও ইবাদতকরী বাসাগণকে সম্মানিত করেছেন। আপনি আমাকে দোষধের আওণ হতে রক্ষা করুন। আপনি আমাকে মাফ করে দিন। হে শ্রেষ্ঠতম ফরিয়াদের হুল! আমার প্রতি করুণা করুন। হে আল্লাহ! এ শহরে আপনি আমাকে স্বাস্থ ও শান্তি, এবং হাজাল রিষিক দান করুন।

২. মসজিদে নববীঃ তাসবীহ, তাহলীল, সালাম ও দরবন্দ পড়তে পড়তে মসজিদে নববীতে যাবেন। মহানবী (সাঃ) এই মসজিদ নির্মাণে নিজে অংশগ্রহণ করেছেন। এ মসজিদকে তিনি ‘আমার মসজিদ’ নামে অভিহিত করেছেন এবং এই মসজিদে নামাযে তিনি ইমামতি করেছেন।
- হ্যুরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন মসজিদে নববীতে এক রাকায়াত সালাত আদায় করা মুক্তির আল হাজার মসজিদ ছাড়া অন্য যে কোন মসজিদে এক হাজার রাকায়াত সালাত আদায় থেকেও উভয়। (বুখারী, মুসলিম)
- মসজিদে প্রবেশঃ পবিত্র মসজিদে-নববীতে প্রবেশ করার সময় প্রথমে ভাল পা দিয়ে প্রবেশ করুন এবং প্রবেশ কালে নিচের দোয়া পড়ুনঃ

بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ أَللَّهُمَّ  
أغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْبَتِكَ—

অর্থঃ আল্লাহর নামে (এ মসজিদে প্রবেশ করছি) এবং অসংখ্য দক্ষল ও অপরিমিত সালাম আল্লাহর রাসুলের প্রতি বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ! আমার জনাহসমূহ মাক করে দিন এবং আমার জন্য আপনার রহস্যতের দ্রবজাসমূহ খুলে দিন।

৩. দুই রাকামাত সালাত নামাবের মাকরন্ত সময় ব্যক্তিত মসজিদুম নববীতে প্রবেশ করেই ‘তাহিয়াতুল মসজিদ’ বা ‘দুখুজুল মসজিদ’ নামে দুই রাকামাত নামাব আদায় করুন।
৪. দক্ষল ও কোরআন তেলওয়াত মসজিদে নববীতে বেশী বেশী দক্ষল ও কোরআন তেলওয়াত করুন।

- পরিশ্র কোরআন শরীকে আল্লাহ পাক এবনাদ করেছেন যে,

إِنَّ اللَّهَ وَمَلِئْكَتَهُ يُصَلِّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا  
الَّذِينَ آمَنُوا اصْلُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا—

অর্থঃ নিচয়ই আল্লাহ তা'বালা নবীর প্রতি রহমত বর্ষণ করেন এবং তার ফেরেজা গণও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন। হে ঈমানদার ব্যক্তিক্রা! তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাঁকে যথাযথভাবে সালাম জানাও (সুরা আহ্যাব ৫৬ আয়াত)।

৫. পরিশ্র রওয়া মোবারকঃ রওয়া মোবারকে গিয়ে রাসুলে পাক (সাঃ) এর কাছে কোন সাহায্য চাওয়া যাবে না। যা কিছু চাইতে হবে তা আল্লাহর কাছে। কবরবাসির কাছে কিছু চাইলে তা শিরুক হয়ে যাব। তবে রওয়া মোবারকে গিয়ে শহানবী (সাঃ) কে সালাম জানাবেন এবং দক্ষল পড়তে থাকবেন।
৬. রওয়া মোবারকে সালাম জানালো  
হ্যন্ত রাসুলে কারীম (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার কবর যিমারত করবে তার জন্য হাশেরের ঘয়দানে শাফায়াত (সুপারিশ) করা আমার কর্তব্য হয়ে যাবে (কাত্তুল কাদির)।
- হ্যন্ত মোহাম্মদ (সাঃ) এর রওয়া মোবারকে দাঢ়িয়ে যেভাবে সালাম জানাবেন তার একটি নমুনা দেয়া হলো :

الْوَسِيلَةُ وَالْفَضِيلَةُ وَالدَّرَجَةُ الرَّفِيعَةُ وَابْعَثْهُ  
الْمَقَامَ الْمُحْمُودَنَ الَّذِي وَعَدَنَ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ  
الْبَيْعَادَ—

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ  
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ—الصَّلَاةُ  
وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ  
يَا حَبِيبَ اللَّهِ—الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ خَلْقِ  
اللَّهِ—الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ—  
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَاتَمَ النَّبِيِّينَ—الصَّلَاةُ  
وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَةَ الْعَالَمِينَ—الصَّلَاةُ  
وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَفِيعَ الْمُذْنِبِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ  
وَسَلَامُهُ عَلَيْكَ دَائِمِينَ مُتَلَازِمِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينَ—  
أَشْهُدُ أَنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَلَغْتَ الرِّسَالَةَ وَأَذَّيْتَ  
الْأَمَانَةَ وَتَصْحَّתَ الْأُمَّةَ وَكَشَفْتَ الْغَمَّةَ فَجَرَاكَ اللَّهُ  
عَنَّا أَفْضَلَ مَا جَزَاءِي لَبِيَا عَنْ أُمَّتِي—أَللَّهُمَّ اتُو

অর্থঃ হে নবী! আপনার প্রতি অজস্র ধারায় শান্তি বর্ষিত হোক  
এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। হে আল্লাহর  
রাসুল! আপনার প্রতি অসংখ্য দরুল ও সালাম। হে আল্লাহর  
হ্যবীব! আপনার প্রতি অসংখ্য দরুল ও সালাম। হে আল্লাহর  
সর্বোত্তম সৃষ্টি! আপনার প্রতি অসংখ্য দরুল ও সালাম। হে  
রাহমাতুল লিল আলামীন! আপনার প্রতি দরুল ও সালাম।  
হে শেখ নবী! আপনার প্রতি অসংখ্য দরুল ও সালাম। হে  
রাহমাতুল লিল আলামীন! আপনার প্রতি অসংখ্য  
দরুল ও সালাম। কিয়ামত পর্যন্ত আপনার প্রতি অবিরাম ও  
নিয়মিত অনেক অনেক দরুল ও সালাম বর্ষিত হোক। আমি  
সাক্ষ দিচ্ছি যে, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি (আল্লাহর)  
বার্তা পৌছে দিয়েছেন (তাঁর বাস্তাগশের কাছে) ও (অর্পিত)  
আয়ানত আদায় করেছেন এবং উত্থাতের (সার্বিক)  
কল্পাগের বিহিত করেছেন; অতঃপর আল্লাহ তা'আলা  
আয়াদের পক্ষ হতে আপনাকে এমন উভয় প্রতিদান দিন, যা

কোন নবীর উচ্ছতের পক্ষ হতে কোন নবীর প্রতি প্রদত্ত হতে পারে। হে আল্লাহ! আপনি তাঁকে মর্যাদা ও অতি উচ্চ সম্মান দিন এবং যে মাকামে মাহমুদের ওয়াদা আপনি তাঁকে দিয়েছেন, সেখানে তাঁকে উন্নীত করুন। নিশ্চয়ই আপনি ওয়াদা খিলাফ করেন না।

৭. ইহুদি আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর মাধ্যমের সাথে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রতি সালাম জানিয়ে পাঠ করতে পারেনঃ

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ وَثَانِيَةُ فِي الْغَارِ  
وَرَفِيقُهُ فِي الْأَسْفَارِ وَأَمِينُهُ عَلَى الْأَشْرَارِ أَبَا بَكْرٍ  
الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْكَ وَأَرْضَاكَ جَزَّالَ اللَّهُ  
عَنْ أُمَّةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  
خَيْرُ الْجَمَاعَ—

অর্থঃ হে আল্লাহর রাসূলের খলিফা! তাঁর শুভসঙ্গী, সফরসমূহের সহ্যাত্মী এবং গোপনীয় বিষয়সমূহের বিশুল্প রক্ষক আবুবকর সিদ্দিক! আপনার প্রতি দক্ষল ও শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ আপনার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হউন এবং আপনাকে সন্তুষ্ট করুন। সাইয়েদিনা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের উচ্ছতের পক্ষ হতে আল্লাহ তাঁরালা আপনাকে উভয় প্রতিদান দিন।

আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের উচ্ছতের পক্ষ হতে আল্লাহ তাঁরালা আপনাকে উভয় প্রতিদান দিন।

৮. ইহুদি ওয়াবু ফারুক (রাঃ) এর মাধ্যমের সাথে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রতি সালাম জানিয়ে পাঠ করতে পারেনঃ

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ الْفَارُوقَ  
الَّذِي أَعْزَى اللَّهَ بِهِ الْإِسْلَامَ إِمَامَ الْمُسْلِمِينَ مَرْضِيَّاً وَ  
حَسِيْلًا وَمَيْتَارَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ وَأَرْضَاكَ جَزَّالَ اللَّهُ عَنْ  
أُمَّةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا—

অর্থঃ অসংখ্য সালাম আপনার প্রতি হে মু'মিনগণের নেতা উবুব ফারুক! যাঁর স্বারা আল্লাহ তাঁরালা হীন ইসলামের সম্মান বর্ষিত করেছেন। যিন্দা-যুদ্ধী সকল মুসলমানের শীকৃত নেতা। আল্লাহ তাঁরালা আপনার প্রতি রায়ী হোন এবং আপনাকে রায়ী করুন। সাইয়েদিনা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহী ওয়া সাল্লামের উচ্ছতের পক্ষ হতে আল্লাহ তাঁরালা আপনাকে উভয় প্রতিদান দিন।

৯. অতঃপর আল্লাহ তা'বালার কেরেশ্বাদের উপর সালাম  
দিয়ে বলুন:

السلامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا چِبْرِيلُ—السلامُ عَلَيْكَ  
يَا سَيِّدَنَا مِيكَائِيلُ—السلامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا  
إسْرَافِيلُ—السلامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا عَزْرَائِيلُ—  
السلامُ عَلَيْكُمْ يَا مَلَائِكَةَ اللَّهِ الْمُقَرَّبِينَ مِنْ أَهْلِ  
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ كَافَةً عَامَةً السلامُ عَلَيْكُمْ  
وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ—

অর্থঃ সালাম আপনার উপর হে আমাদের সরদার  
জিবরাইল! সালাম আপনার উপর, হে আমাদের সরদার  
মীকাইল! সালাম আপনার উপর, হে আমাদের সরদার  
ইসরাফীল! সালাম আপনার উপর, হে আমাদের সরদার  
আবরাইল! সালাম আপনাদের উপর, হে আল্লাহর প্রিয়  
কেরেশ্বাগণ! যারা আসমানে আছেন আর দুনিয়ায় রয়েছেন  
সকলের উপর! আর প্রত্যেকের উপর সালাম, আল্লাহর  
রহমত ও বরকত নাযিল হোক।

১০. এরপর নিচের সোনা গড়বেলং

اللَّهُمَّ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ يَا رَجَاءَ السَّائِلِينَ وَآمِنَ  
الْخَائِفِينَ وَحِزْرَ الْمُتَوَسِّلِينَ يَا حَنَانُ يَا مَنَانُ يَا  
دَيَانُ يَا سُلْطَانُ يَا سُبْحَانُ يَا قَدِيمَ الْإِخْسَانِ يَا  
سَامِعَ الدُّعَاءِ إِسْمَاعِيلَ دُعَاءَنَا وَتَقْبَلْ زِيَارَتَنَا وَآمِنَ  
خُوفَنَا وَاسْتَرْ عُيُوبَنَا وَأَغْفِرْ ذُنُوبَنَا وَازْحَفْ  
أَمْوَاتَنَا وَتَقْبَلْ حَسَنَاتَنَا وَكَفِرْ سَيِّئَاتَنَا وَاجْعَلْنَا يَا  
اللَّهُ عِنْدَكَ مِنَ الْحَائِذِينَ الْفَاقِيرِينَ الشَّاكِرِينَ  
الْمَجْبُورِينَ مِنَ الَّذِينَ لَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ  
يَحْرَثُونَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ— يَا رَبَّ  
الْعَالَمِينَ—

অর্থঃ হে আল্লাহ! হে বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক! হে  
প্রার্থনাকারীদের আশাহল! ভবার্তদের নিরাপত্তা আর -

ভৱসাকারীদের আশ্রয়! হে মেহেরবান! হে অনুগ্রহকারী! হে পূর্ণ প্রতিদানকারী! হে ক্ষমতাবান! হে পরিত্রক! হে সর্বকালের অনুগ্রহকারী। হে প্রার্থনা শ্রবণকারী! শুশুন আমাদের দোষা, করুল করুল আমাদের বিগারত, দুর করুন্ত আঘাদের ভয় ভীতি, ছেকে দিন আমাদের সব দোষ, মার্জনা করুল আমাদের সব ভুলাহ, ব্রহ্ম করুল আমাদের মৃতদের উপর, করুল করুল আমাদের সৎ কাজ, মোচন করুল আমাদের পাপ, আর শামিল করুল আঘাদেরকে তাদের মধ্যে বাঁরা আপনার কাছে আশ্রয় লাভ করে সফলকাম হয়, শোকরঙ্গার আর অনুগত-যাদের ভয় বা ভাবনা থাকে না, আপনার দর্শার সাহায্যে! হে প্রের্ততম দয়ালু! হে বিশ্ব প্রতিপালক!

১১. অভঃপর নবী করীম (সাঃ) এর শিখর মুখারকের দিকে  
কিরে অথবা সুবিধামত ছানে দাঁড়িয়ে বা বসে এ  
দোয়া পড়ুনঃ

“নিশ্চিত এসেছেন তোমাদের নিকট একজল রাসূল, তোমাদের নিজেদের যথ্য হতে। যিনি তোমাদের কষ্টে ব্যথা পান তোমাদের কল্যাণের আকাঞ্চ্ছী; মু'মিনদের প্রতি অতি দুর্বার্জ মেহেরবান, তবুও যদি তারা (কাফিররা) মুখ ফিরিয়ে  
নেয় তা হলে, হে রাসূল! আপনি বলে দিন, আঢ়াহই  
আমার জন্য বর্ষেষ্ঠ, তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই,

তাঁরই উপর আমি ভৱসা করেছি, তিনি মহান আরশের মালিক। নিশ্চিয়ই আঢ়াহ রহমত বর্ষণ করেন নবীর উপর, আর তাঁর ক্ষেরেশতাগণ নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। সুতরাং হে মু'মিনগণ! তোমরাও তাঁর উপর দরুল আর সালাম প্রেরণ কর। হে আঢ়াহ! আপনার নিকট প্রার্থনা, আমাকে কামিল ও অটল ইমান দান করুন-যা হবে হাম্মী আর যার ফলে আপনি আমার অন্তরে গৈথে যাবেন, আমাকে সত্য ইয়াকীন দিন যেন আমি নিশ্চিতরূপে বুবতে পারি যে, শুধু তা-ই আমি পাব যা আপনি আমার ভাগ্যে লিখেছেন, আর দিন আমাকে উপকারী জ্ঞান, তাকওয়াপূর্ণ অন্তর, আপনাকে সুরণকারী জিহ্বা, নেক্কার সন্তান, হজ্জল  
জীবিকা- বা হালাল আর পবিত্র, আর কসীব করুল সত্যিকার  
তাওবা, উসম 'বৈর্য, বিপুল সামগ্র্য, এমন নেক আমল- যা  
মকরুল হবে, আর এমন ব্যবসা যাতে ক্ষতি নাই। হে  
আলোর আলো! হে অন্তর্যামী! বের করুল আমাকে, এবং সব  
মুসলিমাঙ্কে আঁধার হতে আলোর দিকে দুনিয়া ও  
আবিরাতে। আমাকে মরণ দিন মুসলিম হিসেবে, আমাকে  
নেক বাস্তাদের সঙ্গে শামিল করুল আপনার খাস ব্রহ্মতে,  
হে প্রের্ততম দয়ালু! হে বিশ্ব-জাহানের প্রতিপালক!

## ১২. অভ্যন্তর নিচের এ দোষা পড়বেন:

ইয়া আল্লাহু এই পবিত্র হালে আমাদের সরদার আল্লাহু  
রাসূলুল্লাহু সীমনে আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ এমন ছাড়বেন  
না-যা আপনি মাফ করবেন না। একটি কষ্ট এবং দুশ্চিন্তাও  
এমন ছাড়বেন না-যা আপনি দূর করবেন না। হে আল্লাহু  
কোন দোষ না জেকে ছাড়বেন না। কোন ত্রোণীকে সুহ  
নিরায়র না করে, কোন মুসাকিরকে তার কষ্ট দূর না করে,  
কোন পথপ্রটোকে ঘৰে না ফিরিলে, কোন শক্তকে অপমানিত  
ও খুল না করে, কোন গরীবকে ধনী না করে, দুনিয়া ও  
আবিরাতের কল্প্যাণকর কোন অভাব পূরণ ও সহজ না করে  
ছাড়বেন না। হে আল্লাহু আমাদের হাজত পূরণ করুন, কাজ  
সহজ করুন, আমাদের বক্ষ প্রসারিত করুন, যিস্তারত করুন  
করুন, ভয় দূর করুন, দোষ গোপন করুন, উনাহ মাফ  
করুন, আর আমাদের দুর্ধৰ-কষ্ট দূর করুন এবং নেক  
আঘলের মধ্যে দিয়ে জীবনের অবসান ঘটান, আমাদের  
যারা প্রবাসী তাদেরকে তাদের পরিবার-পরিজনের নিকট  
বিস্তার নিরাপদে, সাকলের সঙ্গে দোষজ্ঞ অপ্রকাশ রেখে,  
শামিল করুন আমাদেরকে আপনার সেই নেক বাসাদের  
সঙ্গে, যারা ভয় ও ভাবনামুক্ত, আপনার কর্ম্মা বলে, হে  
প্রের্তুম দরালু! হে বিশ্ব প্রতিপাদক!

১৩. রিয়াদিল জামাতে নামায আদায়ঃ নবী করিম (সাঃ)  
বলেছেন, আমার গৃহ ও আমার মিহরের মধ্যবর্তী  
হানটুকু জামাতের বাগানসমূহের অন্যতম। আর  
আমার মিহর আমার (কোওসার নামক) হাউজের  
ওপরে অবস্থিত (বুখারী, মুসলিম)।

০ কাজেই সম্ব হলে রুগ্যাতুম-মিল রিয়াদিল-জামাত  
অর্ধাং নবী করিম (সাঃ)-এর রুগ্যা শরীফ ও মিহর  
শরীকের মধ্যবর্তী হালে নামায পড়ুন ও দোষা করুন।

১৪. ৪০ ওয়াক্ত নামায আদায়ঃ হ্যরত রাসূলে কর্মীয (সাঃ)  
এর মসজিদ 'মসজিদে নববী'তে' ৪০ ওয়াক্ত নামায  
আদায় করা ফজিলতপূর্ণ। এটি হজ্জের কোন অংশ নয়  
বা বাহ্যতামূলক নয়। এটি মুত্তাহব।

১৫. জামাতুল বাকী কবরস্থানে গিয়ে হ্যরত উসমান ইবনে  
আফফান (রাঃ)-এর পবিত্র মাজার বিস্তারত করে  
গড়ুনঃ

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ—  
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنِ اسْتَعْيَثُ مِنْكَ مَلَائِكَةً  
الرَّحْمَنِ— السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ زَيَّنَ الْقُرْآنَ

يَتَلَوِّهُ وَكُورُ الْبِحْرَابِ يَامَامَتِهِ وَسَرَاجُ اللَّهِ تَعَالَى  
 فِي الْجَنَّةِ - أَللَّا مُ عَلَيْكَ يَا نَالِكَ الْخُلَفَاءِ  
 الرَّاشِدِينَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْكَ وَأَرْضَكَ أَخْسَنَ  
 الرِّضاً وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَنْزِلَكَ وَمَسْكَنَكَ وَمَحْلَكَ  
 وَمَأْوَيَكَ . أَللَّا مُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ .

অর্থঃ সালাম আপনার ওপর, হে আমাদের সরদার  
 আফ্ছানের পুত্র উসমান। সালাম আপনার ওপর যাকে  
 আল্লাহর ফেরেশতাগণও সমীহ করেছেন। সালাম আপনার  
 ওপর, যার তিলাউত কুরআনকে অলংকৃত করেছে, যার  
 ইমামতী মেহরাবকে আলোকিত করেছে, আর যে বেহেশতে  
 হয়েছে আল্লাহর প্রদীপ। সালাম আপনার ওপর, হে  
 খোলাকান্দির তৃতীয় খলীফা আল্লাহ আপনাকে  
 রায়ী আর খুশী করেছেন চমৎকারভাবে, জামাতকে করেছেন  
 আপনার গভর্নর্স, আবাস আর আশ্রম। বর্ষিত হোক  
 আপনার ওপর শান্তি এবং আল্লাহর করুণা আর বরকত।  
 এরপর সন্দৰ হলে 'জামাতুল বাকী'র অন্যান্য কবরেও  
 ফাতিহা আর সালাম পড়ুন।

১৬. 'মসজিদে-নববীর' বৈশিষ্ট্যগুর্ণ তত্ত্বসমূহঃ
- রওয়া যোবারক ও ঘিসর্ব শরীফের মধ্যবর্তী হালে  
 (রিয়াদিল-জামাত) বৃত্তি বৈশিষ্ট্যমত্তিত তত্ত্বগুলি নিম্নরূপঃ
- ১) উসতুওয়ানা-হাজ্রানাহ; ২) উসতুওয়ানা ছারীর;
  - ৩) উসতুওয়ানা-উকুদ; ৪) উসতুওয়ানা -হারস;
  - ৫) উসতুওয়ানা - আরেশা (রাঃ);
  - ৬) উসতুওয়ানা-আবু লুবাবা;
  - ৭) উসতুওয়ানা-জিজাইল (আঃ)

১৭. অদিলা শরীফে দশলীয় হালসমূহঃ
- মসজিদে-কুবা; উহদের মরদান; মসজিদে ঝুমজা;  
 মসজিদে কিবলাতাইল; মসজিদে গামামাহ; মসজিদে  
 আবু বকর (রাঃ); মসজিদে আলী (রাঃ)
১৮. অদিলা হতে বিদায়ঃ মদিনা ত্যাগের প্রাক্তালে আপনি  
 প্রিয় নবী হ্যরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি সালাম ও  
 দরখন পেশ করুন। এজন্য সুনিদিষ্ট কোন দোয়া নাই।  
 তবে আপনি নিচের দোয়া পড়তে পারেন:

## ১৯. শরীক হতে বিলাসের দোষ

الْوَدَاعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْفَرَاقُ يَا أَنِيَ اللَّهُ الْآمَانُ يَا  
خَيْبَابَ اللَّهِ لَا جَحَلَةُ اللَّهُ تَعَالَى أَخْرَى عَهْدٍ لَا مِنْكَ وَلَا  
مِنْ زِيَارَتِكَ وَلَا مِنْ الْوَقْوفِ بَيْنَ يَدَيْكَ إِلَّا وَمِنْ  
خُبُورٍ وَعَافِيَةٍ وَصِحَّةٍ وَسَلَامَةٍ إِنْ عَشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ  
تَعَالَى - جَنَّتَكَ وَإِنْ مُتْ فَأَوْدَعْتُ عِنْدَكَ شَهَادَتِي  
وَأَمَانَتِي وَعَهْدِي وَمِنْتَاقِي مِنْ يَوْمَنَا هَذَا إِلَى يَوْمِ  
الْقِيَامَةِ وَهِيَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ  
لَهُ وَأشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ سُبْحَانَ رَبِّكَ  
رَبِّ الْعِزَّةِ حَمَّا يَصْفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ  
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -

অর্থঃ বিদায় নিছি হে আল্লাহর রাসুল! ছেড়ে যাচ্ছি,  
আপনাকে হে আল্লাহর নবী! নিরাপত্তা চাচ্ছি, আপনার

মারফতে) হে আল্লাহর হাবীব! আল্লাহ যেন আপনার  
বিলাসতকে, আপনার সামনে এই উপস্থিতিকে আমার বা  
আপনার পক্ষ হতে শেষ ঘটনায় পরিণত না করেন; বরং  
যদি সহি-সালামতে থাকি, তবে আল্লাহ চাহেন তো আবার  
হায়ির হবো আর যদি মৃত্যুবরণ করি তাহলে আমি সংরক্ষিত  
করে রাখছি আপনার নিকট আমার শাহাদত, আমার  
আমানত, আমার ওয়াদা আর প্রতিশ্রূতি আজকের এই দিন  
হতে কিন্নামতের দিন পর্যন্ত এবং এই শাহাদত (সাক্ষ্য) হচ্ছে  
এই যে, এক আল্লাহ ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য আর কেউ  
নাই, তাঁর কোল শরীক নাই। আমি সাক্ষ্য নিছি মুহাম্মদ  
(সা:) আল্লাহর বাল্দা ও রাসুল। আপনার প্রভু  
মহাপ্রভিস্বালী, তিনি সেই সব কলশ হতে পবিত্র যা  
কাফিররা তাঁর ওপর আরোপ করে। শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর  
রাসুলগণের ওপর, আর সকল প্রশংসা বিশুপ্রতিপাদক  
আল্লাহর জন্য।

## হজ্জের সফর শেষে দেশে প্রত্যাবর্তন

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহালবী (সা:) জিহাদ অভিযান, হজ অথবা উমরাহ করে প্রত্যাবর্তন করে যখন কোন উচু টিলা বা পাথরপূর্ণ উচ্ছৃঙ্খিতে আঁড়োহল করতেন, 'তখন তিনি বাস্ত আল্লাহ' আকবার' (আল্লাহ মহান) ধূলি উচ্চারণ করতেন। এরপর এই দু'আ পাঠ করতেন।

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ كُلُّ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ  
وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ—أَئِبُّونَ تَائِبُونَ حَابِّونَ  
سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَصَرَ  
عَبْدَهُ وَهَزَّمَ الْأَخْرَابَ وَحْدَهُ—

- প্রিয় হাজী ভাই-বোনেগো দেশে পৌছে যখন নিজ অহম্মা দুঃঃস্থোচন হবে তখন এ দোরা পড়বেন —

আসুলুল্লাহ (সা:) হজ হতে প্রত্যাবর্তন করে নিচের দোরা পড়েছিলেন। কাজেই হজ থেকে ফিরে এসে বলতে পারেন-

أَئِبُّونَ تَائِبُونَ حَابِّونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ—

আরিবুনা ফায়িবুনা আবিদুনা লিরাকিলা হামিদুনা। (যুসলিম)

অর্থঃ আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, ভাওবাকারী, আমাদের প্রভুর ইবাদতকারী, প্রশংসাকারী।

- অতঃপর যত্নার ঘসজিদে দু'রাকান্নাত নকল নামায আদায় করবেন, তা মুত্তাহব।

تَوَبَّا تَوَبَّا لِرَبِّنَا أَوْبَأْلَأْ يُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبَى—

- হজ শেষে ঘরে প্রবেশ করার পর আল্লাহপাক বে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে আপনাকে হজের এই মুবারক সফর সম্পন্ন করিয়েছেন তার শুকরিয়াহরূপ দু'রাকান্নাত নামায গড়ে দরবন্দ পাঠ করে বাস্তুল আলামীনের দরবারে মুনাজাত করবেন।

## হজের সফর শেষে দেশে প্রত্যাবর্তন

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী (সা�) জিহাদ অভিযান, হজ অথবা উমরাহ করে প্রত্যাবর্তন করে যখন কোন উচুঁ টিলা বা পাথরপূর্ণ উচ্চভূমিতে আরোহন করতেন, ‘তখন তিনি বার আল্লাহ আকবার’ (আল্লাহ মহান) ধূনি উচ্চারণ করতেন। এরপর এই দু'আ পাঠ করতেন।

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ  
وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ—أَئِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ  
سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ  
عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَخْزَابَ وَحْدَهُ—

- প্রিয় হাজী ভাই-বোনেরা দেশে পৌছে যখন নিজ ঘন্টা দৃষ্টিগোচর হবে তখন এ দোয়া পড়বেন --

রাসুলুল্লাহ (সা�) হজ হতে প্রত্যাবর্তন করে নিচের দোয়া পড়েছিলেন। কাজেই হজ থেকে ফিরে এসে বলতে পারেন-

أَئِبُونَ. تَائِبُونَ عَابِدُونَ. لِرَبِّنَا حَامِدُونَ—

আয়িবুনা তায়িবুনা আবিদুনা লিরাবিনা হামিদুনা। (মুসলিম)

অর্থঃ আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, আমাদের প্রভুর ইবাদতকারী, প্রশংসকারী।

- অতঃপর ঘন্টার মসজিদে দু'রাকায়াত নফল নামায আদায় করবেন, তা মুন্তাহাব।

تَوَبَّا تَوَبَّا لِرَبِّنَا أَوْبًَا لَا يُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبَى—

- হজ শেষে ঘরে প্রবেশ করার পর আল্লাহপাক যে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে আপনাকে হজের এই মুবারক সফর সম্পন্ন করিয়েছেন তার শুকরিয়াস্তরূপ দু'রাকায়াত নামায পড়ে দরজ পাঠ করে রাক্তুল আলামীনের দরবারে মুনাজাত করবেন।

বছে যেতে হলে প্রয়োজনীয় বে সবচে জিনিসগুলি সহসে  
নিতে হবে তার একটি তালিকা নিচে দেরো হলো:

- ছোট স্যুটকেস ১টি (ট্রলিসহ হলে ভাল হয়)
- ছোট ব্যাগ ১টি, স্যান্ডেলের ব্যাগ ১টি
- ছোট কাপড়ের ব্যাগ ১টি (মিনা, আরাফার জন্য)
- কংকর (শর্পভানকে মারার ছোট পাথর) রাখার  
ব্যাগ ১টি
- টাকা, পাসপোর্ট ইত্যাদি রাখার জন্য গলায়  
খুলানো ব্যাগ ১টি, ছোট তালা ২/৩টি, পাতলা  
জাহানামায ১টি
- বেড শীট ১টি, ভোয়ালে বা গামছা ১টি
- পায়জামা (ইলাস্টিক ওয়ালা) ৪টি, পাঞ্জাবী ৪টি
- ফতুয়া ২টি, লুঁগী ৪টি, স্পঞ্জের স্যান্ডেল ২/১  
জোড়া
- মহিলাদের জন্য বোরখা বা ফুলহাতা ম্যাঙ্গী  
৩/৪টি
- ঘরে পরার জন্য সাধারণ ম্যাঙ্গী /কাষিজ ২টি  
(যে যা ঘরে সাজন্ত বোধ করেন)

- পেটিকোট/সালোয়ার ৪টি, ওড়না ২টি, বড়  
ফুলওয়ালা হিজাব ২টি
- সাবান+সাবানদানী, গুড়া-সাবান, ব্রাশ-পেস্ট,  
মিসওয়াক, চিরন্তনী, রাবার ব্যাত, নারিকেল তৈল
- লাইলনের মোটা সূতা/দড়ি (কাপড় ও কানোর  
জন্য / স্যুটকেস বাঁধার জন্য), কাপড়ের ক্লিপ  
৪/৫টি
- নেইল কাটার, টুথপিক, সুই-সূতা, সেফটিপিন,  
পাঞ্জাবীর বোতাম, ছোট কাঁচি, ছোট চাকু ইত্যাদি
- ম্যালাইনের প্লেট ১টি, মগ ১টি, তরকারীর  
বাটি ১টি, চামুচ ছেট ১টি, বড় ১টি
- ভ্যাসেলীন (ঠোট বা পা ফাটলে এটা খুব কাজে  
লাগে)
- প্রয়োজনীয় ওবুধ / স্যালাইনের গ্যাকেট
- অতিরিক্ত ১সেট চশমা (যারা চশমা ব্যবহার করেন)
- মোবাইল ফোন-সেট সিমসহ, ছোট নোটবুক ও  
বলপেন, টয়লেট টিসু (প্রয়োজনে)
- নিজের ব্যবহারে অভ্যন্ত কোন জিনিস থাকলে  
সেটি যার যার মত নিতে পারেন।

## সহায়ক প্রচ্ছ তথ্য বাণ এবং কৃতজ্ঞতা শীকান্ত

- আল-কুরআনুল করীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সম্পাদনা পরিষদ ৪৯তম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৩
- তাফসীরে মা' আরেকুল কোরআন ১ম, ২য়, ৬ষ্ঠ খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, নভেম্বর ২০১১
- বুখারী শরীফ ত৩ম খন্ড, অধ্যায় হজ্জ; আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী আশ-জু'ফী (রাঃ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন
- সহীহ মুসলিম শরীফ (সকল খন্ডএকঝে), ইমাম আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ(র) ফেব্রু ২০১৫
- নবী (সাঃ) যেভাবে হজ্জ করেছেন (জাবের রাঃ যেমন বর্ণনা করেছেন), সংকলনঃ শাইখ মুহাম্মদ নাসের উদ্দিন আল-আলবানী রাহেমাল্লাহ, অনুবাদঃ মুফতী নুমান আবুল বাশার ও ডঃ এটিএম ফকরুল্লাহ
- হজ্জঃ উমরাঃ যিগ্নারত, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জুলাই ২০০৬।
- পবিত্র উমরাহ হজ্জ ও যিগ্নারত নির্দেশিকা, কর্ণেল মোঃ হারুনুর রশীদ, পিএসসি (অবঃ), জুলাই ২০১২
- হজ্জ ও উমরা নির্দেশিকা মহিলাদের জন্য, আরফিন আরা নাজ, প্রথম প্রকাশ, ২০১৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশন।